মোসাদের সঙ্গে সম্পর্ক উড়ালেন আহমাদিনেজাদ
পৃষ্ঠা ২০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 16 July 2026, 10th Year, Issue 487, 40 Pages

যুক্তরাষ্ট্র দস্যু রাষ্ট্র হয়ে উঠছে
পৃষ্ঠা ২৭

বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই ২০২৬, ১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২ সফর ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৭, পৃষ্ঠা ৪০

আপনি কি মুসলিম, উত্তর শুনেই ছুরিকাঘাত যুক্তরাষ্ট্রে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা অঙ্গরাজ্যের একটি শপিং মলে ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে এক ভারতীয় মুসলিম কর্মীর ওপর নৃশংস ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি মুসলিম?' এই প্রশ্নে 'হ্যা-সূচক' উত্তর পাওয়ার পরই তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালান।

বুধবার (১৫ জুলাই) এনডিটিভি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গত সোমবার ইউটার ওয়েস্ট ভ্যালি সিটির ভ্যালি ফেয়ার মলের একটি কিয়স্কে ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটে। পরে অভিযুক্ত ৪৮ বছর বয়সী পিটার মাইকেল লারসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, মুসলিম হওয়ার কারণেই ওই কর্মীর ওপর তিনি হামলা চালান। আদালতের নথি অনুযায়ী—লারসেন বলেছেন, তিনি মুসলিমদের হত্যা করতে চান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, হামলার শিকার ব্যক্তির নাম সোহাইল। ভারতীয় পরিচয় দিয়ে তিনি নিজেকে মুসলিম দাবি করার পরই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা তেহরানের পাল্টা জবাব

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বিস্তৃত সামরিক অভিযান চালানোর বিকল্প বিবেচনা করছেন।

সিএনএন ও আল-জাজিরা

ইরানি শাহেদ ড্রোনের আঘাতে কুয়েতের শিল্প এলাকার গুদামে গতকাল বুধবার আগুনে জ্বলতে দেখা যায়

টানা পঞ্চম দিনের মতো ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর মধ্যে দিয়ে ইরানে নতুন করে হামলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরানের একটি দ্বীপে হামলা চালিয়েছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের দিকে যাচ্ছিল এমন একটি তেলবাহী ট্যাংকারেও আঘাত করেছে।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনী ইরানের ওপর নতুন করে একাধিক হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালীতে জাহাজগুলোকে টার্গেট করার ইরানের সক্ষমতা দুর্বল করা। এদিকে সিএনএন জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বিস্তৃত সামরিক অভিযান চালানোর বিকল্পগুলো বিবেচনা করছেন।

ইরানের পাল্টা আঘাত: জর্ডান জানিয়েছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানের ছোড়া আটটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। তেহরান দাবি করেছে, তারা জর্ডান, বাহরাইন ও কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র আরও বলেছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনো পরিকল্পনা নেই।

অবরোধ কার্যকর: যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনী একটি খালি তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে আঘাত করেছে, যা খারগ দ্বীপের পথে ছিল—তেহরানের অর্থনৈতিক জীবনরেখা হিসেবে পরিচিত এই দ্বীপে পৌঁছানোর আগেই সেটি অক্ষম হয়ে পড়ে। এটি ছিল নৌ অবরোধ পুনরায় কার্যকর হওয়ার পর প্রথম জাহাজ ধ্বংস। প্রণালীতে জাহাজ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

'অনেক হয়েছে' ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের আইনপ্রণেতারা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে একটি নোটিশ পাঠিয়ে আবার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর কথা জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। যা আইনপ্রণেতাদের দ্বারা সমালোচনার মুখে পড়েছে। সমঝোতা স্মারক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

আ.লীগকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিচারের মুখোমুখি করা হবে

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং বর্তমানে তদন্ত কার্যক্রম চলছে।

বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে আয়োজিত 'গণ-অভ্যুত্থানের বাঁকবদলের দিন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ব্যক্তি ও সংগঠন—উভয়েরই বিচার করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'আমরা চাই, আইনানুগ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই ফ্যাসিবাদী সংগঠনের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হোক। প্রশাসনিক আদেশে কোনো দলকে নিষিদ্ধ করাকে আমরা সঠিক মনে করি না।'

সালাহউদ্দিন অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব অবৈধভাবে সরকার পরিচালনা করেছে এবং দলটির নেতা-কর্মীদের মাধ্যমেই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এ কারণে সংগঠন হিসেবেও আওয়ামী লীগকে দায় নিতে হবে।

নুরেমবার্গ ট্রায়ালের প্রসঙ্গ টেনে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে হিটলারের সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশেও তেমন একটি আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ও শিশুদের হত্যা করা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS
WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
www.ahmedattorneys.com
AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

- CAR ACCIDENTS
- CONSTRUCTION ACCIDENTS
- TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills   Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

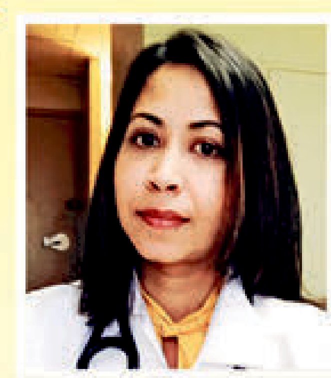

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372   TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417   TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432   TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আসিফ মুর্তজা

বিশেষ স্বীকৃতি পেলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও স্বপ্নীল সজীব

নিউইয়র্কে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

রোকেয়া দীপা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জুইস সেন্টারে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘আনন্দসন্ধ্যা’। প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রচর্চাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য ও গুণীজন সম্মাননার মধ্য দিয়ে কবিগুরুর কালজয়ী সৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এবারের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং দুই বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী স্বপ্নীল সজীব। তাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একের পর এক কালজয়ী গানের পরিবেশনা উপস্থিত প্রবাসী দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ছিল দুই শিল্পীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসংগীত এবং বাঙালির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সফলভাবে তুলে ধরার স্বীকৃতিস্বরূপ রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও স্বপ্নীল সজীবের হাতে বিশেষ সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানী। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিউইয়র্কে রবীন্দ্র সংগীতশিল্পীদের এমন প্রাতিষ্ঠানিক ও অফিশিয়াল স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা এটিই প্রথম, যা প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

সম্মাননা গ্রহণের পর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান কেবল সুর বা সংগীত নয়; এটি আমাদের সংস্কৃতি, চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক। প্রবাসের মাটিতে তার সৃষ্টিকে ঘিরে এমন আন্তরিক আয়োজন এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা তাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

অন্যদিকে তরুণ শিল্পী স্বপ্নীল সজীব তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাওয়াই তার শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। নিউইয়র্ক সিটির এই সম্মাননা তার সঙ্গীতযাত্রায় একটি স্মরণীয় মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

গানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল নন্দিত নৃত্যশিল্পী রাসেল আহমেদের একক নৃত্য পরিবেশনা। তার চমৎকার ও নান্দনিক উপস্থাপনা উপস্থিত দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানটির সফল আয়োজন করে ‘অ্যাবাউট টাইম ইভেন্টস’। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ওয়ালীউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য তুলে ধরে বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বিশ্বকবির উদার দর্শন পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

গার্লস কলেজে চাকরি করায় পদ হারালেন জামায়াত নেতা

ঢাকা ডেস্ক

নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করার কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া জেলা শাখার সেক্রেটারি পদ থেকে সুজাউদ্দিন জোয়ার্দারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দলের নতুন সেক্রেটারি হয়েছেন শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক।

সোমবার (১৩ জুলাই) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো পুরুষ সদস্য নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্যপদ (রুকন) সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এ কারণে কুষ্টিয়া জেলা শাখার সেক্রেটারি হিসেবে নতুন দায়িত্ব এনামুল হককে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সদ্য সাবেক সেক্রেটারি সুজাউদ্দিন জোয়ার্দার জানান, সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা রুকন বা কোনো দায়িত্বশীল পদে থাকতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় কমিটি সারা দেশের রুকনদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কারণে তাঁকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে এতে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ বা কষ্ট নেই।

এই জামায়াত নেতা আরও জানান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব পাওয়ার আগেই তিনি বাগোয়ান ডক্টর ফজলুল হক গার্লস কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তবে গঠনতন্ত্রের এই ধারাটি তখন শিথিল ছিল বিধায় সে সময় তাঁর পদ পেতে বাধা হয়নি। চাকরি ছাড়লে আবার স্বপদে বহাল রাখা হবে।

সদ্য দায়িত্ব পাওয়া জেলার সেক্রেটারি এনামুল হক বলেন, ‘সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে জেলার নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমির খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন বলেন, ‘ঘটনা সত্য। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত সারা দেশে এমন সাতজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে জেলার নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শহর জামায়াতের আমির এনামুল হককে।’

জামায়াত আমির

লক্ষণ ভালো নয়, সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না

ঢাকা ডেস্ক

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবির পর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

ফেসবুকের পোস্টে শফিকুর রহমান লিখছেন, ‘চট্টগ্রাম নগরীতে এক ইন্টারনেট ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাণ্ডব চালানো দুর্বৃত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে তা প্রকাশ করুন। তাদের পাকড়াও করে আইনের আওতায় আনুন। জানি না, কঠিন শাস্তির বিধান হবে কি না। লক্ষণ খুব ভালো নয়।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘জনগণকেই এখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ সরকার কোনো কার্যকর নিরাপত্তা দিতে পারছে না। একের পর এক অভিনব ঘটনা ঘটেই চলছে। এদের খুঁটির জোর কোথায়?’

প্রসঙ্গত, গত সোমবার চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজারের এক্সেস রোডে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের (ডিডিএন) মালিক আদিল বিন মামুনের কাছে চাঁদা দাবি করে তাকে হুমকি দেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন ওরফে বড় সাজ্জাদের অন্যতম সহযোগী ডেবিট ইমন। তাঁর কথামতো চাঁদা না দেওয়ায় দুই দিন পার হওয়ার পর সোমবার ওই প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে মুখোশধারী এক দল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত।

প্রতিষ্ঠানটির লোকজন বলেন, সাজ্জাদ গ্রুপ দুই কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। টাকা না পেয়ে এ হামলা চালিয়েছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল দুপুরে ১৫-২০ জনের একটি দল কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। তিন মিনিট ভাঙচুর চালিয়ে অফিস ত্যাগ করেন দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় সন্ধ্যায় ডিডিএনের মালিক পক্ষ মামলা দায়েরের জন্য নগরের চকবাজার থানায় যায়।

ডিডিএনের মালিক আদিল বিন মামুন বলেন, ‘বিদেশি একটি নম্বর থেকে দুই দিন আগে আমাকে ফোন করে ডেবিট ইমন পরিচয় দেওয়া এক ব্যক্তি। ফোনে প্রথমে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বলে। আর ব্যবসা করলে এককালীন দুই কোটি টাকা ও মাসে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দিতে বলে। তার কথা মতো চাঁদা না দেওয়ায় দুই দিন পরই প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইমন বিদেশে পলাতক সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলীর অনুসারী।’

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION USA
Maa

বৃহস্পতিবার (Thursday), ১৬ জুলাই ২০২৬

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ কি সহসাই শেষ হবে না?

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর আকস্মিক বিমান হামলা চালিয়ে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়িসহ একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিল, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন এটা হয়তো স্বল্পস্থায়ী এক সংঘাত হবে - একটা তীব্র আঘাত, তারপর কূটনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটা। পাঁচ মাস পরের বাস্তবতা বলছে, সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই যুদ্ধ এখন এমন এক চক্রে আটকে গেছে, যেখানে যুদ্ধবিরতি হয়, তারপর ভেঙে যায়, আবার নতুন করে হামলা শুরু হয় - আর প্রতিটি চক্রের পর সংকট আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এপ্রিলের শুরুতে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় দুই সপ্তাহের একটা যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। জুনে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া নিয়ে একটা সমঝোতা স্মারকও (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এসে সেই যুদ্ধবিরতি একেবারে ভেঙে পড়ে - জাহাজের ওপর হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে ইরানের সামরিক স্থাপনায় হামলা শুরু করে, একরাতেই প্রায় ১৪০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার খবর পাওয়া যায়। এই লেখা যখন লেখা হচ্ছে, তখনো পরপর কয়েক রাত ধরে হামলা-পাল্টা হামলা চলছে, আর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ বসিয়ে জাহাজ চলাচলে মাশুল আদায়ের হুমকি দিয়েছেন।

এই বারবার ভেঙে পড়া যুদ্ধবিরতির ধরনটাই বলে দেয়, কেন এই যুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথম কারণ - উভয় পক্ষের অবস্থানের মধ্যে মৌলিক দূরত্ব এখনো ঘোচেনি। যুদ্ধ শুরুর পরপরই ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ইরানের সাথে কোনো সমঝোতা হবে না, একমাত্র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই গ্রহণযোগ্য। এমন কঠোর অবস্থান থেকে সরে আসা সহজ নয়, বিশেষত যখন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করার মতো সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে ইরানও হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ওপর নিজস্ব রুট ও মাশুল আরোপের যে কৌশল নিয়েছে, তা থেকে সহজে সরে আসার সম্ভাবনা কম, কারণ এটাই এখন আলোচনার টেবিলে তেহরানের হাতে থাকা সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক তাস।

দ্বিতীয় কারণ - ইরানের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব-শূন্যতা। খামেনেয়ির মৃত্যুর পর তার ছেলে মোজতাবা খামেনেয়িকে উত্তরসূরি হিসেবে ভাবা হলেও, বাবার শেষকৃত্যেও তিনি প্রকাশ্যে হাজির হননি। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুদ্ধের সময় ইরানের গোয়েন্দা ব্যর্থতার মাত্রা এতটাই প্রকট যে, প্রকাশ্যে উপস্থিত হলে নিজের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলেই তিনি আড়ালে থাকছেন। একটি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব যখন এমন অনিশ্চয়তা আর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে, তখন কার্যকর ও স্থায়ী কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে - কারণ সমঝোতার জন্য প্রয়োজন এমন একজন নেতা, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং নিজের অবস্থানে অটল থাকতে পারেন।

তৃতীয় কারণ - এই সংঘাতের আঞ্চলিক ব্যাপ্তি। এই যুদ্ধ আর কেবল যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের দ্বিপাক্ষিক বিষয় নেই। কুয়েত, ওমান, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারের মতো উপসাগরীয় মিত্র দেশগুলোতেও ইরানি হামলার খবর পাওয়া গেছে। লেবাননের সাথে ইসরায়েলের সংঘাতও এই বৃহত্তর সংকটের অংশ হয়ে উঠেছে। এত বেশি পক্ষ যখন একটি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, তখন একটামাত্র যুদ্ধবিরতি চুক্তি দিয়ে পুরো পরিস্থিতি স্থিতিশীল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় - কোনো এক পক্ষের একটা ভুল হিসাব, বা কোনো একটি জাহাজে হামলার ঘটনাই যথেষ্ট গোটা যুদ্ধবিরতিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য, যেমনটা জুলাইয়ে ঘটেছে।

চতুর্থ কারণ - অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের জটিলতা। বিশ্ব বাণিজ্যের একটা বড় অংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচল করে - যুদ্ধ শুরুর আগে দৈনিক গড়ে প্রায় ১১০টি জাহাজ এই প্রণালী পার হতো, যা এখন কমে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটিতে নেমে এসেছে। তেলের দাম যুদ্ধের প্রতিটি নতুন উত্তেজনার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠছে, বিশ্ববাজারে এর প্রভাব পড়ছে প্রযুক্তি খাত পর্যন্ত। এই অর্থনৈতিক অস্থিরতা একদিকে যেমন যুদ্ধ থামানোর জন্য আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করছে, তেমনি অন্যদিকে ইরানের জন্য প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়াটাকেও কঠিন করে তুলছে - কারণ এই নিয়ন্ত্রণই তাদের হাতে থাকা সবচেয়ে কার্যকর অর্থনৈতিক অস্ত্র।

সব মিলিয়ে বলা যায়, এই যুদ্ধ একটামাত্র সিদ্ধান্তমূলক ঘটনায় শেষ হওয়ার মতো অবস্থায় নেই। এটা এখন এক ধরনের “স্থায়ী অস্থিরতা”র চক্রে প্রবেশ করেছে। হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একটা টেকসই সমঝোতা, আর আঞ্চলিক মিত্রদের মধ্যে সমন্বিত একটা যুদ্ধবিরতি কাঠামো - যার কোনোটাই এই মুহূর্তে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়।

ভেনেজুয়েলার ইসরায়েলমুখী কৌশল শত্রুতা থেকে ঘনিষ্ঠতায়

কার্লোস এদুয়ার্দো পিনা

ছয় মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপে নিকোলাস মাদুরো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর লাতিন আমেরিকায় শক্তির ভারসাম্য ওয়াশিংটনের পক্ষে চলে গেছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ, যিনি এখন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

তাঁর ক্ষমতায় আসা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে কার্যত একটি নতুন মিত্র এনে দিয়েছে। এই নীতিকে এখন অনেকেই ‘ডনরো ডকট্রিন (Donroe Doctrine)’ নামে উল্লেখ করছেন।

রদ্রিগেজের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—ওয়াশিংটনকে সন্তুষ্ট রাখা, কিন্তু একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে নিজের ক্ষমতা অটুট রাখা। এ লক্ষ্যেই তাঁর উপদেষ্টারা হুগো চাভেজ ও নিকোলাস মাদুরোর সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্দোলনটিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করছেন—যেখানে আদর্শের পরিবর্তে বাস্তববাদ, লেনদেনভিত্তিক কূটনীতি এবং নতুন আঞ্চলিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

একসময়ের ‘বিপ্লবী কমরেডরা’ এখন ট্রাম্পপন্থী আঞ্চলিক রাজনীতির সঙ্গে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।

রদ্রিগেজের নীতিগত পরিবর্তনের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো ইসরায়েলকে ঘিরে তাঁর অবস্থান। চাভেজ-মাদুরো আমলে ভেনেজুয়েলার সরকারগুলো ইসরায়েলকে ‘গণহত্যাকারী রাষ্ট্র’ এবং ‘শান্তির শত্রু’ হিসেবে আখ্যা দিত। তারা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের প্রায় সব সামরিক অভিযানের নিন্দা করত এবং অনেক সময় ইসরায়েলের রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করত।

২০০৯ সালে হুগো চাভেজ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। একই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলের প্রধান আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান এবং তার ঘনিষ্ঠ আঞ্চলিক মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করেন।

কিন্তু ডেলসি রদ্রিগেজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। শুরুতে তিনি মাদুরোকে অপসারণে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপকে ‘জায়নবাদী প্রভাবযুক্ত’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। তবে পরে তিনি ধীরে ধীরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে শুরু করেন।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানবিরোধী হামলার পর তাঁর সরকার ওয়াশিংটন বা তেল আবিবের সরাসরি নিন্দা না করে বরং সংলাপের আহ্বান জানায় এবং যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, সেসব দেশে ইরানের পাল্টা হামলার সমালোচনা করে। এ অবস্থান ভেনেজুয়েলাকে ইরান থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দেয় এবং ইঙ্গিত দেয় যে রদ্রিগেজ সরকার আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান নেবে না।

এপ্রিল মাসে তিনি ভেনেজুয়েলার ইহুদি সম্প্রদায়ের উদ্দেশে পাসওভার উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান।

> জুন মাসে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ইসরায়েল উদ্ধারকারী দল পাঠালে ভেনেজুয়েলা ১৭ বছর পর প্রকাশ্যে তাদের ধন্যবাদ জানায়। রদ্রিগেজ ব্যক্তিগতভাবে ইসরায়েলি উদ্ধারকর্মীদের দক্ষতার প্রশংসা করেন।

সেখানে তিনি ইহুদি জনগণের প্রশংসা করেন এবং শান্তি, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্প্রীতির আহ্বান জানান।

কয়েক দিন পর এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি প্রধান রাব্বি আইজ্যাক কোহেন ও ভেনেজুয়েলার ইহুদি নাগরিকদের আশ্বস্ত করেন যে ভেনেজুয়েলার কোনো ‘ইহুদিবিরোধী’ অবস্থান নেই।

জুন মাসে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ইসরায়েল উদ্ধারকারী দল পাঠালে ভেনেজুয়েলা ১৭ বছর পর প্রকাশ্যে তাদের ধন্যবাদ জানায়। রদ্রিগেজ ব্যক্তিগতভাবে ইসরায়েলি উদ্ধারকর্মীদের দক্ষতার প্রশংসা করেন। এর মাধ্যমে বহু বছর পর দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ক্ষমতায় টিকে থাকার নতুন কৌশল

প্রথমত, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরে ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থন নিশ্চিত করতে চাইছেন।

ইসরায়েলের পাশাপাশি তিনি আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই এবং এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলের মতো ট্রাম্পঘনিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দাবির মুখে ভেনেজুয়েলার তেল, খনিজ ও বিদ্যুৎ খাত বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছেন এবং ভূমিকম্প-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে মার্কিন সেনা মোতায়েনেরও অনুমতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ—যেমন ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহ—থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র অর্থপাচার এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কে জড়িত থাকার অভিযোগ করে আসছে।

মাদুরো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মাদুরো সরকারের সঙ্গে হিজবুল্লাহর সম্পর্কের অভিযোগ তোলেন। এর জবাবে রদ্রিগেজ সরকার কথিত দুই হিজবুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করে। আলি জাকি হাজে জলিলকে পানামায় এবং অ্যালেক্স সাবকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

পানামা আলি জাকি হাজে জলিলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনেছে, আর যুক্তরাষ্ট্র অ্যালেক্স সাবের বিরুদ্ধে অর্থপাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা করেছে।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হিসাব

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের আরেকটি বড় কারণ হলো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি।

বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

যদি রদ্রিগেজ নেতানিয়াহুর সমর্থন নিজের দিকে আনতে পারেন, তাহলে মাচাদো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং বিশেষ করে ওয়াশিংটনে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন হারাতে পারেন।

এই লক্ষ্যেই রদ্রিগেজ ক্রমেই ইসরায়েলপন্থী অবস্থান নিচ্ছেন এবং ভেনেজুয়েলার ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছেন।

লেখক: ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

ফিফা কি রাজনীতির হাতিয়ার?

জাবিয়ার আবু ঈদ

চলমান বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচ যত দিন গড়াচ্ছে, ফিফা তথা আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন এবং এর নেতৃত্বকে ততই কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের পর এক মার্কিন ফুটবল খেলোয়াড়ের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে মিসর ও কেপ ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচে রেফারিদের সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট ছিল; যেটি আর্জেন্টিনার পক্ষে ছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ফিলিস্তিনে আমরা বহু বছর ধরেই ফিফার দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছি, এতে আমরা ভুক্তভোগীও হয়েছি। সংস্থাটির নিজস্ব গঠনতন্ত্রে মানবাধিকারকে সম্মান করার বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও ফিলিস্তিনি ফুটবলের ক্ষেত্রে সেই নীতির বাস্তবায়নে ফিফা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অবৈধ ইসরায়েলি বসতিতে বসবাসকারী দলগুলোকে অধিকৃত ও দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে লিগ ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দেওয়ার কারণে ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (আইএফএ) স্থগিত করার জন্য ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) করা দাবিও ফিফা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে।

ফিফা ফিলিস্তিনি ফুটবলারদের গণহত্যা ও পঙ্গু করে দেওয়ার ঘটনায় কখনও নিন্দা জানায়নি। আটক ফুটবলারদের মুক্তির দাবিও তারা তোলেনি। সর্বশেষ ফিলিস্তিন নারী ফুটবল দলের সদস্য র‍্যান্ড হালাওয়ানি ও নাতালি আবু দাইয়েহও আটক হয়েছেন। ফিলিস্তিনি ফুটবল স্টেডিয়াম ধ্বংসের বিরুদ্ধেও তারা কোনো প্রতিবাদ জানায়নি।

এমনকি ফিলিস্তিনি ফুটবলের ওপর আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ, যেমন দলগুলোর ভ্রমণ অনুমতি প্রত্যাখ্যান বন্ধ ইত্যাদিতে ইসরায়েলের ওপর কোনো কার্যকর চাপও সৃষ্টি করেনি। ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) কেবল বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যমূলক শাসন এবং দখলদারিত্বকে স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং গাজা ও লেবাননে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধে ইসরায়েলি ফুটবলারদের অংশগ্রহণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন চেষ্টায়ও অংশ নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও জাতিসংঘের বিভিন্ন রেজুলেশনে স্পষ্টভাবে রায় দেওয়া সত্ত্বেও ফিফা ফিলিস্তিনিদের দাবিকে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জটিল বিষয় হিসেবে দাবি করছে অব্যাহতভাবে। এভাবে এখনও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের চূড়ান্ত সমাধান ঝুলে আছে। এটি মূলত ইসরায়েলপন্থি বক্তব্যকে সমর্থন করারই নামান্তর, যা ট্রাম্প প্রশাসনও গ্রহণ করেছিল তাদের মিত্র ইসরায়েলকে রক্ষা করতে এবং ফিলিস্তিনি ভূমি দখলকে বৈধতা দিতে।

যেভাবে ইসরায়েল পর্যটন, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে অবৈধ দখলকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছে, ঠিক একইভাবে তারা ফুটবলকেও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। এটি ফিফার সমর্থনও পেয়েছে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর নেতৃত্বে ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডে ফিফার সম্পৃক্ততা আরও বিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো যথার্থভাবেই ইনফান্তিনোর কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে উত্থাপন করেছে। তাদের অভিযোগ, তিনি ‘পূর্ণ জ্ঞাতসারে এমন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেছেন, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন, বর্ণবাদী বৈষম্য এবং যুদ্ধাপরাধের শামিল’ এবং এ বিষয়ে একাধিক প্রতিবেদন ও চিঠি তিনি উপেক্ষা করেছেন।

ফিফা নেতৃত্ব শুধু ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড ও ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) ভূমিকা নিয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয়ই থাকেনি; বরং সেগুলোকে আড়াল করার চেষ্টাতেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। গত মাসে ফিফা প্রস্তাব দেয়, ‘শান্তি প্রতিষ্ঠার’ লক্ষ্যে একটি অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলকে মুখোমুখি করা হোক। এর কয়েক সপ্তাহ আগে ইনফান্তিনো ব্যক্তিগতভাবে ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) প্রধানকে তার ইসরায়েলি সমকক্ষের সঙ্গে করমর্দন করতে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

ফিফা এভাবে তার নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার চরিত্র হারিয়েছে, যদিও তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলার কথা। ফিফা এমন রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সমর্থন করছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে ইনফান্তিনো বিতর্কিত ‘বোর্ড অব পিস’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে, যে বোর্ড চাইছে ফিলিস্তিন বিষয়ে জাতিসংঘ যুক্ত না হোক; তারা ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধ ও ইসরায়েলি দখলদারিত্ব শেষ করার যে কোনো আন্তর্জাতিক আইনি প্রচেষ্টা বন্ধ করতে চায়। ফিফার আচরণে এটি মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। এ অবস্থায় এটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাবমূর্তির জন্য মর্যাদাহানিকর। কারণ ক্রীড়ার কোনো ভেদরেখা নেই। এটি সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	212-808-0790
ATLANTA	770-936-9906
BROOKLYN	718-853-9558
JACKSON HTS	718-507-6002
BRONX	718-822-1081
JAMAICA	347-644-5150
MICHIGAN	313-368-3845
OZONE PARK	347-829-3875
PATERSON	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

INTERLINKED360

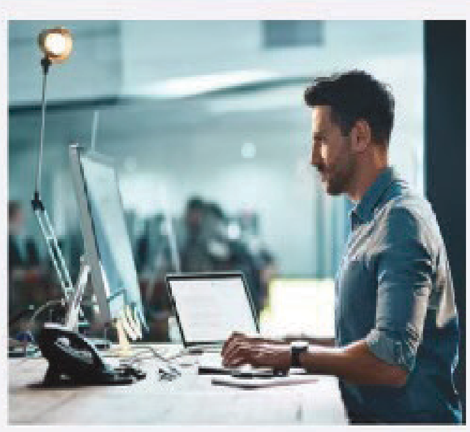

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই
আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
যোগাযোগ মাধ্যমঃ
516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুমিনের করণীয়

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

দুনিয়াতে মানুষের জীবনে যেমন খুশি, আনন্দ ও সুখের উপলক্ষ আসে, তেমনি আচমকা হানা দেয় বিপদাপদ, মুসিবত ও দুঃখ-বেদনার কালো মেঘ। এই নশ্বর পৃথিবীতে এমন কোনো মানবের আগমন ঘটেনি যিনি চিরকাল কেবল সুখ, শান্তি আর অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে গেছেন। এমনকি আল্লাহর প্রেরিত প্রিয় নবীগণও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না; তাঁদেরও জীবনের বিভিন্ন বাঁকে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মূলত বিপদ-আপদ আর বালা-মুসিবতের আবর্তেই মানুষের এই পার্থিব জীবন আবর্তিত, আর এটাই এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চিরন্তন স্বভাব। মহান আল্লাহ তায়ালা এই ধরাধামকে সুখ-দুঃখের মিশ্রণেই সাজিয়েছেন। তবে দুনিয়ার এই কষ্ট কিংবা আনন্দ, কোনোটিই স্থায়ী নয়। তাই জীবনের কঠিনতম বিপদে যেমন ভেঙে পড়া বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না, তেমনি বড় কোনো প্রাপ্তিতে আত্মহারা কিংবা অহংকারী হওয়াও একজন মুমিনের পক্ষে সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন কারণে বান্দাদের উপর বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত আপতিত করেন। অনেক সময় এটি আসে বান্দার জন্য এক মহাজাগতিক পরীক্ষা স্বরূপ, যাতে যাচাই করা যায় বান্দা কঠিন সংকটে পড়েও আল্লাহর প্রতি আস্থা হারায় কি না, চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারে কি না এবং আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে কি না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি অবশ্যই মানুষকে কখনো ভয়-ভীতি, কখনো ক্ষুধা এবং কখনো জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করবেন, আর ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ (সূরা বাকারা: ১৫৫)। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, ভালো-মন্দ অবস্থা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয় যাতে সে সঠিক পথে ফিরে আসে (সূরা আ'রাফ: ১৬৮)। বিপদ-আপদের আরেকটি কারণ হলো আল্লাহর দরবারে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা; তিনি তাঁর প্রিয়জনদের বেশি বেশি পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, আর হাদিসে এসেছে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীগণের, তারপর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের পরবর্তীদের (ইবনে মাজাহ: ৪০২৩)।

এর পাশাপাশি মানুষের নিজস্ব গুনাহের প্রাদুর্ভাবের কারণেও যমীনে নানাবিধ আসমানী ও যমীনী মুসিবত নেমে আসে; এই দুর্যোগগুলো মূলত মানুষের নিজের হাতের কামাই। কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষের যে বিপদ দেখা দেয় তা নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে, আর আল্লাহ অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন (সূরা শূরা: ৩০)। সমাজে যখন নির্দিষ্ট কিছু গুনাহ ও পাপাচার চরম আকার ধারণ করে, তখন বন্যা, সুনামি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ভূমিধস ও যালিম শাসকের নিপীড়নের মতো ভয়াবহ গজব নেমে আসে। এর একটি প্রধান কারণ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা ও তাঁর বিধান লঙ্ঘন করা। আল্লাহ বলেন, যে তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে তার জীবন-যাপন সংকুচিত হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে (সূরা ত্বহা: ১২৪-১২৭)। ইমাম কুরতুবি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন থাকে যামানা তার উপর যুলুম করে, তার রিযিকে ঘাটতি দেখা দেয় এবং জীবন সংকুচিত হয়ে পড়ে (তাফসিরে কুরতুবি: ১১/২৫৯)।

একইভাবে সমাজে অঙ্গীকার ভঙ্গ, অবিচার আর কুরআনিক বিচারব্যবস্থার অনুপস্থিতি দেখা দিলে আল্লাহ সেখানে যালিম শাসক নিযুক্ত করেন এবং রক্তপাত বাড়িয়ে দেন (মুয়াত্তা মালেক: ৯২৭)। অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বিজাতীয় দুশমন ক্ষমতাসীন হয় এবং শাসকরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করলে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায় (ইবনু মাজাহ: ৪০১৯)। সমাজের বিত্তশালীরা ঠিকমতো যাকাত না দিলে আসমান থেকে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, যা দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে (মুসতাদরাক হাকিম: ২৫৭৭)। ব্যভিচার ও বেহায়াপনা বৃদ্ধি পেলে প্লেগ ও নিত্যনতুন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে যা পূর্বসূরিরা কখনো দেখেনি, আর যিনার আধিক্যে মৃত্যুহারও বেড়ে যায় (ইবনু মাজাহ, মুয়াত্তা মালেক)। সুদি লেনদেনের কারণে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে আর ঘুসের কারণে মনে দুশমনের ভয় ঢুকে যায় (মুসনাদে আহমাদ: ১৭৮২২)। ওজনে কম দেওয়া ও পরিমাপে কারচুপির কারণেও দুর্ভিক্ষ, শাসকের নিষ্ঠুরতা এবং বৃষ্টি হ্রাস পায় (ইবনু মাজাহ: ৪০১৯)।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন মুহূর্তে মুমিনের প্রধান করণীয় হলো সমস্ত গুনাহ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি তাওবা করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেকোনো ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে দ্রুততার সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে তওবা করতে (বুখারি: ১০৫৯)। পাশাপাশি দুর্যোগের সময় বেশি বেশি দোয়া করা উচিত; বৃষ্টি হলে নবীজি দোয়া করতেন যেন তা উপকারী হয় (বুখারি: ১০৯২), অতিবৃষ্টির সময় দোয়া করতেন আশেপাশে বর্ষণের জন্য, নিজেদের উপর নয় (বুখারি: ১০১৫), আর বজ্রপাতের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করতেন (তিরমিযী: ৩৪৫০)।

বিপদ-আপদে মুমিনের আরেকটি বড় আমল সবর বা ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেন, ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ, যারা মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন", তাদের প্রতি রয়েছে বিশেষ করুণা ও হিদায়াত (সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭)। লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানকে বিপদে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছিলেন (সূরা লুকমান: ১৭), আর ধৈর্যশীলদের অপরিমিত সওয়াব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (সূরা যুমার: ১০); নবীজি বলেন সবরের প্রতিদান জান্নাত (শুয়াবুল ঈমান: ৩৩৩৬)। বিপদের সময় মুমিনের হৃদয় আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, একে বলা হয় রুজু ইলাল্লাহ (সূরা আ'রাফ: ১৬৮)।

এছাড়া প্রতিটি মুমিনের জন্য তাকদিরের উপর পূর্ণ সমর্পণ জরুরি। আল্লাহ বলেন, প্রতিটি মুসিবত ঘটার আগেই লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে, যাতে মানুষ হারানোর জন্য দুঃখিত না হয় এবং প্রাপ্তিতে উল্লসিত না হয় (সূরা হাদীদ: ২২-২৩)। এই বিশ্বাস মুমিনকে শত বিপদেও সান্ত্বনা দেয় এবং আত্মহত্যার মতো জঘন্য পথে পা বাড়াতে দেয় না।

বর্তমান সময়ে দুর্যোগ কবলিত অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নবীজি বলেন, যে মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন, বিপদ দূর করলে কিয়ামতে তার বিপদ দূর হবে (বুখারি: ২৪৪২)। ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকা পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন (মুসলিম: ২৬৯৯)। দয়াশীলদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন (আবু দাউদ: ৪৯৪১), আর মুমিনরা একে অপরের সঙ্গে এক দেহের মতো, একজন আক্রান্ত হলে গোটা দেহ অনুভব করে (মুসলিম: ২৫৮৬)। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যিনি আত্মীয়ের হক আদায় করেন ও দুস্থদের দায়িত্ব নেন, আল্লাহ তাঁকে লাঞ্ছিত করবেন না (বুখারি: ৩)। অসহায়ের সাহায্যে চলাফেরা করা একমাস ইতিকাফের চেয়েও প্রিয় (আত-তারগীব: ৩৯৮৫), আর দান-সাদাকা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে ও অপমানজনক মৃত্যু রোধ করে (তিরমিযী: ৬৬৪)।

দুর্যোগে কষ্ট হলেও এতে মুমিনের গুনাহ মাফ হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নবীজি জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় বলেছিলেন রোগে গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায় যেমন গাছ থেকে পাতা ঝরে (বুখারি: ৫৬৪৭)। সামান্য কাঁটা বিঁধলেও গুনাহ মাফ হয় ও মর্যাদা বাড়ে (মুসলিম: ২৫৭), আর মুমিনের উপর, তার সন্তান ও সম্পদের উপর বিপদ লেগেই থাকে যাতে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে (তিরমিযী: ২৩৯৯)।

দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ আখিরাতের সেই ভয়াবহ ও স্থায়ী মুসিবতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেদিন মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান থেকেও পালাবে, কেননা সেদিন প্রত্যেকের নিজস্ব দুশ্চিন্তাই তাকে ব্যস্ত রাখবে (সূরা আবাসা: ৩৪-৩৭)। অতএব আমাদের কাজ হবে দুনিয়ার এই ছোট মুসিবত থেকে শিক্ষা নিয়ে আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসার তাওফিক দিন এবং দুনিয়া-আখিরাতের সব বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

শিরক ক্ষমার অযোগ্য এক মহা অপরাধ

আব্দুল্লাহ শোয়াইব

মানবজীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। শরিয়তের পরিভাষায় একে আকবারুল কাবাইর বা সবচেয়ে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান মুসলিম সমাজে অবচেতনভাবেই এই মারাত্মক ব্যাধির প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অনেকে মনে করেন, মূর্তিপূজা না করলে বুঝি শিরক থেকে মুক্ত থাকা যায়, অথচ শিরকের জাল এতই সূক্ষ্ম যে মানুষ নিজের অজান্তেই এতে জড়িয়ে পড়ে। তাই কুরআন, হাদিস ও সমাজবাস্তবতার আলোকে শিরকের সামগ্রিক রূপ বোঝা আজ সময়ের দাবি।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি শিরকের গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না, তবে অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন (সুরা নিসা: ১১৬)। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সতর্ক করে বলেছেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ তিনটি আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতা-মাতার নাফরমানি করা এবং মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (মুসলিম: ১৪৩)। এই তালিকায় শিরককে সর্বাগ্রে রাখা প্রমাণ করে যে আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে শিরকের চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওজিয়্যাহ তাঁর মাদারেজুস সালেকিন গ্রন্থে লিখেছেন, শিরক দুই প্রকার— শিরকে আসগর বা ছোট শিরক এবং শিরকে আকবর বা বড় শিরক (মাদারেজুস সালেকিন: ১/৩৩৯)। শিরকে আসগর হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি অন্য উদ্দেশ্যে ইবাদত করা, অর্থাৎ রিয়া বা লোক-দেখানো আমল, যাতে মানুষ পুরোপুরি কাফের না হলেও তার ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়। আর শিরকে আকবর হলো আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, যার পরিণতি ইসলাম থেকে বিচ্যুতি বা কুফর।

বর্তমান যুগে বাহ্যিক ইবাদত, দান-সদকা ও ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জাঁকজমক বাড়লেও লৌকিকতার কারণে তা ভেস্তে যাচ্ছে; আমল যত গোপন হয়, কবুলিয়াত তত বাড়ে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা কিংবা দান-সদকা করে, সে মূলত শিরক করে (মুসতাদরাক: ৮১৫২, আহমদ: ১৭১৪০)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রবণতাকে দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও ভয়ংকর বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, এটি গোপন শিরক— যেমন কেউ নামাজে দাঁড়িয়ে অন্যের নজর টের পেয়ে তা আরও সুন্দর করে ফেলে, এটাও শিরক (ইবনে মাজাহ: ৪২০৪)।

শিরকে আকবরের প্রথম দিক হলো সত্তাগত শিরক, অর্থাৎ আল্লাহর জাতের মধ্যে কাউকে শরিক করা। ইহুদিরা উজায়েরকে আর খ্রিস্টানরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র দাবি করেছিল, অথচ আল্লাহ সন্তানাদি ও পিতা-মাতা থেকে পবিত্র (সুরা তওবা: ৩০)। ফেরাউনও নিজেকে শ্রেষ্ঠ রব দাবি করেছিল, যার পরিণতিতে আল্লাহ তাকে দলবলসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। আধুনিক যুগেও এর ভিন্ন রূপ দেখা যায় কোনো দুর্যোগ বা মহামারি থেকে দেশ রক্ষা পেলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের বদলে রাষ্ট্রীয় বা প্রযুক্তিগত বাহাদুরি প্রকাশ করা হয়, যা প্রকারান্তরে ফেরাউনি মানসিকতারই প্রতিধ্বনি।

দ্বিতীয় দিকটি জ্ঞানগত শিরক, অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানে কাউকে শরিক করা। একমাত্র আল্লাহই অদৃশ্যের সব বিষয়ের নিরঙ্কুশ জ্ঞাতা, এতে কেউ শরিক নেই; নবী কিংবা কোনো ওলি-বুজুর্গকে এই গুণে শামিল করা স্পষ্ট শিরক। কুরআনে বলা হয়েছে, অদৃশ্যের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহরই কাছে (সুরা আনআম: ৫৯), আর নবী নিজেই বলেছেন আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না (বুখারি: ৭৩৮০)। ফিকহের কিতাবেও এসেছে, বিবাহের মজলিসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে যৌথভাবে গায়েবি সাক্ষী রেখে বিয়ে করলে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, কারণ নবীকে সর্বত্র হাজির-নাজির ও অন্তর্যামী মনে করা আল্লাহর গুণের অবমাননা (ফতোয়ায়ে কাজিখান: ৮৮৩)।

তৃতীয় দিকটি ক্ষমতাগত শিরক, অর্থাৎ আল্লাহর একক সর্বময় ক্ষমতায় কাউকে শরিক করা। সমাজের অনেকেই মাজার-দরগায় গিয়ে মৃত ওলি-বুজুর্গের কাছে সন্তান, আরোগ্য, চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতির প্রার্থনা করে, অথচ যা কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া সম্ভব তা সৃষ্টির কাছে চাওয়া মূর্তিপূজার নামান্তর; মাজার পূজা আর মূর্তি পূজায় কাঠামোগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক আকিদায় কোনো পার্থক্য নেই। চতুর্থ দিকটি ইবাদতগত শিরক, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা। পীর বা মাজার তো দূরের কথা, স্বয়ং নবিকে সেজদা করাও সম্পূর্ণ হারাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিজের প্রতি সেজদা করতে নিষেধ করে বলেছেন, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো (মুসনাদ: ৩২৭০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৭৬৫৪, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ৬/১৪৪)। কুরআনেও বলা হয়েছে, সেজদাসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না (সুরাতুল জিন: ১৮)। নবী ওফাতের পূর্বেও সতর্ক করে গেছেন যেন কেউ কবরকে সেজদার জায়গা না বানায় (মুসলিম: ৫৩২, ইবনে হিব্বান: ৬৪২৫, সহিহুল জামে: ২৭৪৫), আর মুয়াত্তা মালেকে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সবচেয়ে কঠিন গোস্বা তাদের উপরই হবে যারা নবির কবরকে সেজদার জায়গা বানিয়েছে (মুয়াত্তা মালেক: ৫৭০, আহমদ: ৭৩৫৮)।

ইতিহাসের আলোকে পৃথিবীতে শিরকের সূচনা হয়েছিল আদম ও নুহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যবর্তী সময়ে। সে যুগে ওয়াদ্দা, সুয়াআ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরা নামের পাঁচজন পরম ধার্মিক বুজুর্গ ছিলেন (সুরা নুহ: ২৩)। তাঁদের ওফাতের পর শয়তান মানুষরূপে ভক্তদের কাছে এসে পরামর্শ দেয়, তাঁদের স্মৃতি ধরে রাখতে অবয়বে মূর্তি বানিয়ে ইবাদতখানায় রাখা হোক। প্রথম প্রজন্ম স্মারক হিসেবে রাখলেও পরবর্তী প্রজন্মের মনে শয়তান কুসংস্কার ঢুকিয়ে দেয় যে পূর্বপুরুষরা এই মূর্তিরই উপাসনা করতেন— এভাবেই মানব ইতিহাসে প্রথম মূর্তিপূজা ও শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে (মারিফুল কুরআন: সুরা নুহ: ২৩)। ইবাদতগত শিরকের আরেক প্রচলিত রূপ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা; মান্নত কেবল আল্লাহর নামেই হতে পারে, পীর-মাজারের নামে মান্নত সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও গোমরাহি।

পরকালে শিরকের শাস্তি সবচেয়ে ভয়াবহ ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, কুফরি ও শিরককারীদের জন্য জাহান্নামের পোশাক প্রস্তুত এবং তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে (সুরা হজ: ১৯-২২)। মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানবজাতির লানত এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে (সুরা বাকারা: ১৬১-১৬২)। জীবন বিপন্ন হলেও ঈমানের প্রশ্নে আপস করা যাবে না; নবী বলেছেন, আল্লাহর সাথে শরিক করো না যদিও তোমাকে হত্যা বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় (মুসনাদে আহমদ: ২২০৭৫, সহিহুত্ তারগিব: ৫৭)। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফেরাউনের কন্যাদের চুল বিন্যাসকারী দাসী হযরত মাশেতা বিনতে ফেরাউন, যিনি গোপনে মুসা আলাইহিস সালামের দ্বীন গ্রহণ করেছিলেন। ফেরাউনের প্রভুত্ব অস্বীকার করায় তাঁর চোখের সামনে পাঁচ সন্তানকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়; ছয় মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে ছিনিয়ে নেওয়ার সময় অলৌকিকভাবে শিশুটি কথা বলে মাকে ধৈর্যের সান্ত্বনা দেয়, এরপর মাশেতাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হয় (ইবনে কাসির, সুরা তাহরিম: ১১; ইবনে হিব্বান: ২৯০৪)। নবী মেরাজের রাতে এই মহীয়সী নারী ও তাঁর সন্তানদের কবর থেকে জান্নাতি সুঘ্রাণ পেয়েছিলেন (আহমদ: ২৮২১, মুসতাদরাক: ৩৮৩৫)।

শিরকমুক্ত খাঁটি তাওহীদি বিশ্বাসই পরকালে মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন থেকে শিরকের সব অন্ধকার দূর করে কুরআন-সুন্নাহর আলোয় একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করাই একজন মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিরকের এই মহামারি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

সেনবাগ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আনন্দভ্রমণ

রুদ্র মাসুদ

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার প্রবাসীদের প্রাণপ্রিয় সামাজিক সংগঠন সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র বার্ষিক আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) নিউইয়র্কের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সদস্যদের পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।

বাৎসরিক এই আয়োজনে নানাপ্রান্ত থেকে ছুটে আসা প্রবাসী পরিবারগুলো দীর্ঘদিন পর দেখা হয়ে একে অপরের সাথে খোশগল্পে মেতে উঠে, আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। শিশু-কিশোর ও নারী-পুরুষদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শুভেচ্ছা জানাতে অংশ নেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। বিভিন্ন পর্বে খাবারের আয়োজন ছিলো চোখে পড়ার মতো।

বিকালে এএসএম মাইনউদ্দিন বাবলুর সভাপতিত্বে ও মোঃ নজরুল ইসলাম মিলনের সঞ্চালনায় সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আলম, আনন্দ ভ্রমনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোয়াজ্জেম হোসেন কাজল, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর হোসেন, আনন্দ ভ্রমণ আয়োজক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী জসিম উদ্দিন, আহবায়ক কবির আহমেদ এবং সদস্য সচিব সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ফয়সাল।

আটলান্টিক সিটিতে কমিউনিটি পদযাত্রা

সুব্রত চৌধুরী

নিরাপদ ও সহিংসতামুক্ত আটলান্টিক সিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিটি কাউন্সিল সহসভাপতি কলিম শাহবাজ এর উদ্যোগে "কমিউনিটি ওয়াক ফর এ সেইফার আটলান্টিক সিটি" অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে অল ওয়ার্স মেমোরিয়াল বিল্ডিং থেকে শুরু হওয়া এই পদযাত্রায় শহরের বাসিন্দা, তরুণ-তরুণী, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সংগঠন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ জার্সির অ্যাটর্নি জেনারেল জেন ড্যাভেনপোর্ট। এছাড়াও অংশ নেন আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র এবং স্থানীয় বিভিন্ন কমিউনিটি ও আইনশৃঙ্খলা সংস্থার প্রতিনিধিরা।

ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চলাচল কমে যাওয়ায় তেলের বাজারে চাপ তৈরি হয়েছে, মার্চ থেকে প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে, বুধবার এক ইরানি ড্রোন হামলায় কুয়েতে একটি গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভবনের দেয়ালে দৃশ্যমান ক্ষতি ও পোড়ার দাগ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বুধবার সিএনএন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায়—কুয়েতের মিনা আবদুল্লাহ শিল্প এলাকায় ইতিমধ্যেই জ্বলতে থাকা একটি গুদামে ইরানি ড্রোন আঘাত হানছে।

ইরানের বিপ্লবী গার্ড দাবি করেছে, তারা মিনা আবদুল্লাহতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর লজিস্টিকস ও সহায়তা কেন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। তবে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে থাকা গুদামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে ইরানের দাবির ওপর মন্তব্য জানতে সিএনএন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে।

ইরানের হুমকি: যুক্তরাষ্ট্র ইরানি অবকাঠামোতে হামলা চালালে আঞ্চলিক অবকাঠামো 'চূর্ণ' করে দেওয়া হবে। ইরানের খাতাম আল-আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইব্রাহিম জোলফাঘারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানি অবকাঠামোতে হামলা চালালে ইরান পাল্টা আঘাত হেনে আঞ্চলিক অবকাঠামো ধ্বংস করবে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি বলেন, যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার হুমকি বাস্তবায়ন করেন, 'তাহলে অঞ্চলের সব অবকাঠামো ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর ইস্পাত আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাবে, যেন তাদের কোনো অস্তিত্বই কখনো ছিল না।'

তিনি আরও বলেন, হরমুজ প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইরান কোনোভাবেই মেনে নেবে না। 'কোনো পরিস্থিতিতেই এবং কোনোভাবেই আমরা আমেরিকাকে—যা একটি বিদেশি ও বহিঃআঞ্চলিক দেশ—হরমুজ প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। এটি ইরানের অজেয় লাল রেখা।'

হরমুজ প্রণালীকে ইরানের মালিকানা থেকে কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা বিশ্বের কোনো শক্তির নেই: ইরানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা আলী আকবর ভেলায়েতি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলেছেন, হরমুজ প্রণালী ইরানেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, 'বিশ্বের কোনো শক্তিই হরমুজ প্রণালীকে ইরানের মালিকানা থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

সাবেক এই শীর্ষ কূটনীতিক আরও যোগ করেন: 'এই প্রণালীকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সার্বভৌমত্বের অধীনে আনা হয়েছে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুজতবা খামেনি (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন)-এর সাহসী ও প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বে, যা ৪০ দিনের যুদ্ধের একটি মূল্যবান অর্জন।'

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ইরানের ওপর নতুন করে হামলা চালিয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলকে হুমকি দেওয়ার ইরানের সক্ষমতা কমানো। এর আগে তেহরান বিকল্প রুট ব্যবহার করে ট্যাঙ্কারে হামলা চালায়। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইরান উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তু বলে দাবি করা স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে, যার মধ্যে বাহরাইন ও কুয়েতও রয়েছে।

বাহরাইন বলেছে, তারা ইরানের 'অশুভ হামলার' চেষ্টা প্রতিহত করেছে: বাহরাইনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইরান উপসাগরীয় দেশটির বেসামরিক জনগণকে লক্ষ্য করে 'পরিকল্পিত শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড' অব্যাহত রেখেছে।

এক বিবৃতিতে বাহরাইনের সেনাবাহিনী বলেছে: 'দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চমাত্রার যুদ্ধ প্রস্তুতির মাধ্যমে আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আজ ইরানের চালানো একাধিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বিমান হামলা শনাক্ত করে, প্রতিহত করে এবং ধ্বংস করেছে।'

সেনাবাহিনী জনগণকে সতর্ক করে আরও বলেছে: 'নৃশংস ইরানি হামলার ফলে পড়ে থাকা কোনো অচেনা বা সন্দেহজনক বস্তু থেকে সবাই যেন দূরে থাকেন এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন।' এর আগে ইরানের সেনাবাহিনী দাবি করেছিল, তারা বাহরাইনের শেখ ঈসা বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। তাদের দাবি, এটি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাব হিসেবে করা হয়েছে।

ইরানের 'প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই': ইরানের সামরিক মুখপাত্র মোহাম্মদ আকরামিনিয়া বলেছেন, তেহরানের মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই। যদিও এর আগে ইরানের আরেক সামরিক কর্মকর্তা সতর্ক করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালায়, তাহলে আঞ্চলিক অবকাঠামো "গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে'।

আকরামিনিয়া বলেন: 'ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলো বা অঞ্চলের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই। ইরান সবসময় আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন: 'ইরানি জাতির নিরাপত্তা, স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষা করাই সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে তারা কোনো ধরনের প্রচেষ্টার ত্রুটি করবে না।" তিনি যোগ করেন: 'অঞ্চলের বাইরের দেশগুলোর উচিত পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। দেশের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

'অনেক হয়েছে' ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বাক্ষরের পরও যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যাতে ইরান যুদ্ধ চালিয়ে যেতে না পারেন, সেজন্য গত মাসে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট- উভয় কক্ষেই 'ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্ট' বা যুদ্ধ ক্ষমতা আইন প্রস্তাব পাস হয়। এখন নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ায় কংগ্রেসে 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজোলিউশন' বা যুদ্ধ ক্ষমতা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট সিনেটর অ্যাডাম শিফ।

এই প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছেন ভার্জিনিয়ার ডেমোক্র্যাট সিনেটর টিম কেইন, নিউ জার্সির অ্যান্ডি কিম, ওরেগনের জেফ বার্কলি এবং ম্যারিল্যান্ডের ক্রিস ভ্যান হোলেন।

হরমুজ প্রণালিতে ফের নৌ-অবরোধের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে অ্যাডাম শিফ বলেছেন, যুদ্ধ শেষ করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপর ইরানের সঙ্গে বাজে চুক্তি, নৌ-অবরোধ করে নতুন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি এখন জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িয়ে দেবে।

অ্যাডাম শিফ বলেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া আরও ৬০ দিন সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করছে ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে এর কোনো ভিত্তি নেই। এই যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে নতুন করে ভোটের আয়োজন করা প্রয়োজন।

পুনরায় সংঘাত শুরু করায় ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনায় সরব হয়েছেন সিনেটের মাইনোরিটি লিডার চাক শুমার। তিনি বলেছেন, ইরানের সঙ্গে ট্রাম্পের তথাকথিত 'সমঝোতা' কলমের কালি শুকানোর আগেই ভেস্তে গেছে। সশস্ত্র বাহিনী যাতে নতুন করে বিপদে না পড়ে সেজন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ট্রাম্পকে অবশ্যই তা মেনে চলতে হবে।

চাক শুমার বলেন, 'অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার যুদ্ধ বন্ধ করুন।'

জীবনযাত্রার ব্যয় ও যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান খরচের বিষয়টি সামনে এনে শুমার বলেন, 'আমরা কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছি। গ্যাসের দাম চড়া, হতাহতের সংখ্যা আর খরচ বাড়ছে। এই যুদ্ধটা যে কত বড় ব্যর্থতা, তা ভাবাই যায় না।'

কানেকটিকাটের ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস মারফিও যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আসল কথা হলো, ট্রাম্পের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। তাঁর অযোগ্যতা আমেরিকাকে কোণঠাসা পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। সামনের পরিস্থিতি আরও খারপ হতে যাচ্ছে।'

মারফির মতে, ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনিকে হত্যা করাটা ছিল মস্ত বড় ভুল। কারণ এরপর আরও বেশি কট্টরপন্থীরা খামেনির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

নিউ মেক্সিকোর ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি তেরেসা লেজার ফার্নান্দেজও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ট্রাম্প কাগজে-কলমে একটি যুদ্ধ শেষ করতে পারেন না। আবার নিজের সুবিধামতো সময়ে তা শুরুও করতে পারেন না। তাঁর মিথ্যা বলা ও যুদ্ধ এবার বন্ধ হোক।

আ.লীগকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিচারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, যা বিশ্বে বিরল ঘটনা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, এই গণহত্যার জন্য আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার কোনো অনুশোচনা নেই। বরং তারা জুলাইয়ের যোদ্ধাদের 'জঙ্গিবাদী' হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে।

সালাহউদ্দিন আরও বলেন, আওয়ামী লীগের ইতিহাস গণতন্ত্র হত্যা, রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা ও একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিবাদের উত্থান হতে দেওয়া হবে না বলেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি। রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে যাতে কোনো স্বৈরাচারের উত্থান না ঘটে, সে লক্ষ্যেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্গঠন করা হবে।

সালাহউদ্দিন বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কোনো একক সংগঠনের নয়; এটি ছিল দেশের আপামর জনগণের আন্দোলন। ফ্যাসিবাদবিরোধী এই ঐক্য ধরে রেখে শহীদদের প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো সরকার যেন ফ্যাসিবাদী আচরণ করতে না পারে, সে জন্য গণভবনকে 'জুলাই স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বক্তব্যের শেষাংশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, '১৯৭১-এর শহীদ এবং জুলাইয়ের শহীদেরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব আমরা তরুণ প্রজন্মের হাতে রেখে যাচ্ছি। ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান জিন্দাবাদ, জুলাই স্মৃতি আমাদের শক্তির উৎস হোক।'

আপনি কি মুসলিম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লারসেন তাঁর ওপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ইউটা ইসলামিক সেন্টারের ইমাম শুয়াইব দিন জানান, হামলার আগে অভিযুক্ত সোহাইলের কাছে এক বোতল পানি চান। সোহাইল পানি আনতে ঘুরে দাঁড়াতেই লারসেন ছুরি বের করে আক্রমণ করেন।

স্থানীয়দের উদ্যোগে খোলা একটি 'গো-ফান্ডমি' তহবিলের তথ্যমতে, সোহাইলকে অন্তত ১৫ বার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। একাধিক অস্ত্রোপচারের পরও তিনি সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন সাহসী পথচারী ও মলের কর্মী লারসেনকে ধরে ফেলেন এবং মাটিতে চেপে রেখে আরও বড় ক্ষয়ক্ষতি ঠেকান। পরে পুলিশ লারসেনকে গ্রেপ্তার করে। কর্তৃপক্ষ বলেছে, তার সহিংস মতাদর্শ ও পরিকল্পিত হামলার প্রবণতার কারণে তিনি জননিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

সোহাইলের সহকর্মীরা তাঁকে পরিশ্রমী ও হাসিখুশি মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দুই সন্তান ও স্ত্রী রয়েছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তাঁর চিকিৎসা ব্যয় নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সোহাইলের ব্যবস্থাপক আদনান মোহাম্মদ এই ঘটনাকে 'ঘৃণাজনিত অপরাধ' উল্লেখ করে বলেন, 'ঘৃণার কোনো স্থান নেই। একজন মানুষকে হত্যা মানে শুধু একজনকে নয়, একটি পুরো পরিবারকে ধ্বংস করা।' আরেক প্রত্যক্ষদর্শী লুনা নুনেজ জানান, হামলা ঠেকাতে তিনি জুতা, চেয়ার—হাতে যা পেয়েছেন, তাই ছুড়ে মেরেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, তিনি বাঁচবেন না।'

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক ঘটনার সংখ্যা নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ জানিয়ে আসছে। তাদের মতে, অভিবাসীবিরোধী বক্তব্য, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী তৎপরতা এবং গাজা যুদ্ধকে ঘিরে উত্তেজনা এমন ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

থানায় নষ্ট হচ্ছে ৪০ হাজার গাড়ি

মিনহাজুল ইসলাম

- মামলা জটিলতার কারণেই অনেক সময় গাড়িগুলো দেওয়া যায় না
- অনেক সময় মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না
- অনেক নতুন গাড়িও থানাতেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে
- খোলা রাখায় অনেক যন্ত্রাংশ চুরিও হয়ে যায় মা

রাজধানীর বিভিন্ন থানার ভেতর ও আশপাশে বছরের পর বছর ধরে সারিবদ্ধভাবে পড়ে আছে শত শত জব্দ গাড়ি। কোনো গাড়ির বডি ভেদ করে গজিয়ে উঠেছে গাছ, কোনোটি ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে, আবার কোনোটি এতটাই ক্ষয়প্রাপ্ত যে সেটিকে আর গাড়ি বলেই চেনা কঠিন। খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে থাকতে অনেক নতুন গাড়িও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে অসংখ্য গাড়ির ব্যাটারি, ইঞ্জিন, চাকা, লাইটসহ মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গেছে; পড়ে আছে শুধু অবকাঠামো। থানার ভেতরে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় কোথাও কোথাও রাস্তার পাশেই সারিবদ্ধভাবে ফেলে রাখা হয়েছে জব্দ যানবাহন, যা দখল করে রেখেছে জনসাধারণের চলাচলের জায়গাও।

এসব গাড়ির বেশিরভাগই দুর্ঘটনায় জব্দ, লাইসেন্স-সংক্রান্ত অভিযানে আটক, চুরি বা ছিনতাই থেকে উদ্ধার কিংবা বিভিন্ন মামলার আলামত হিসেবে থানায় আনা হয়েছিল। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর বিলম্ব, আইনি জটিলতা এবং প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পাওয়ার কারণে সেগুলোর বড় একটি অংশ আর থানার গণ্ডি পেরোতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, অনেক সময় মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার মামলা জটিলতার কারণেই অনেক সময় গাড়িগুলো দেওয়া যায় না। ফলে আদালতের নির্দেশ বা আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত যানবাহনগুলো থানার হেফাজতেই পড়ে থাকে।

অথচ দীর্ঘদিন অযত্নে খোলা জায়গায় পড়ে থাকায় প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে এসব সম্পদ। সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, অনেক নতুন গাড়িও থানাতেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং খোলা রাখায় অনেক যন্ত্রাংশ চুরিও হয়ে যায়। ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রও হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ও সম্ভাব্য আয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে প্রায় ৪০ হাজার জব্দ গাড়ি বর্তমানে বিভিন্ন থানা ও ডাম্পিং ইয়ার্ডে পড়ে আছে। যথাসময়ে নিষ্পত্তি, নিলাম বা প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় বছরের পর বছর ধরে এসব যানবাহন পরিণত হচ্ছে পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষে। এতে একদিকে বাড়ছে অব্যবস্থাপনা, অন্যদিকে শত শত কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সরকারের সম্ভাব্য রাজস্বও হারাচ্ছে যার কার্যকর সমাধান এখনও দৃশ্যমান নয়।

রাজধানীর কয়েকটি থানায় সরেজমিন দেখা যায়, নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করার দফতরগুলো ছাড়া থানার বাকি প্রায় সবটা জায়গাজুড়েই পড়ে আছে নতুন-পুরোনো গাড়ি। এ ছাড়া থানার সামনের রাস্তায়ও পড়ে রয়েছে বেশ কিছু গাড়ি। যেখানে বাস থেকে শুরু করে ট্রাক, রিকশা ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন রয়েছে। যা মূলত ডাম্পিং করে রাখা হয়েছে নানা আইনি কারণে। যার অধিকাংশই বেশ পুরোনো। এ ছাড়া কিছু গাড়িতে শুধু অবকাঠামো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। যন্ত্রপাতির প্রায় সবই চুরি হয়ে গেছে। সেসব গাড়ি দেখে মনে হয়, যেন কোনো এক যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের স্থিরচিত্র।

তবে থানা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সেসবের বিষয়ে খুব বেশি কিছু করার নেই তাদের। মামলার কারণে আদালতের নির্দেশে ফেলে রাখা হয়েছে সেসব গাড়ি। তাই আদালতের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সেসব গাড়ি না মালিকের কাছে হস্তান্তর করা যাচ্ছে, না থাকছে বিক্রি করে দেওয়ার সুযোগ। তবে ডাম্পিং করা সেসব গাড়ি কেন্দ্রীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার সুযোগ থাকলে থানার পরিবেশ ভালো থাকত সেই সঙ্গে গাড়িগুলোর ক্ষয়ক্ষতিও কম হতো বলে মত তাদের।

সারাদেশে বিভিন্ন থানার জব্দ আলামতের তথ্যমতে, দেশজুড়ে বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার গাড়ি ডাম্পিং অবস্থায় রয়েছে বলে জানা গেছে। গত ৮ জুলাই এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়। সেই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, বর্তমানে দেশের থানা ও আদালতের মালখানায় ১৪ লাখ ২৪ হাজার ৭৭টি জব্দকৃত আলামত ও সম্পত্তি সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫ হাজার ৫৮৮টি যানবাহন ও ৪ হাজার ৩১২টি জলযান এবং ১৪ লাখের মতো অন্যান্য আলামত এবং সম্পত্তি রয়েছে।

পুলিশের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বড় আকারের জব্দকৃত সম্পত্তি রাখার জন্য সরকারিভাবে কোনো ডাম্পিং ইয়ার্ড নেই। তবে মাত্র ৬টি থানায় শেডযুক্ত ডাম্পিং সুবিধা রয়েছে। আর যেসব থানার আশপাশে সরকারি বা কোনো সংস্থার উন্মুক্ত জায়গা নেই, সেসব থানা ভবনের সামনে-পেছনে, গেটে অথবা চলাচলের রাস্তায় কিংবা ফাঁকা জায়গায় ও খোলা আকাশের নিচে নিরুপায় হয়ে হাজার হাজার জব্দকৃত গাড়ি, মোটরসাইকেল, ট্রাক, বাস ও নৌযানসহ বড় আকারের সম্পত্তি রাখা হয়। ফলে দীর্ঘদিন রোদ-বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে এসব সম্পত্তির বড় অংশই ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক ডিভিশনের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন, মামলা হলে তখন গাড়িটার পুরো এখতিয়ার আদালতের। আমরা শুধু কাস্টডিয়াল। তবে মামলা শেষে আদালত ডিরেকশন দিয়ে দেন যে পরবর্তী সময়ে কী করা হবে গাড়িগুলোর, যা অনেক সময় লেগে যায়। আমাদের কিছু করার থাকে না। তবে খোলামেলা জায়গায় রাখায় গাড়িগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাফিক ডিভিশনের কোনো দায় রয়েছে কি না সেই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই বিষয়টাতে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করি। অধিকাংশ থানাতেই ডাম্পিং জোন নেই, দেখাশোনার জন্যও লোকবল নেই। মানুষের মানে অন্যের জায়গায় রাখতে হয় এবং রাস্তায়ও রাখতে হয়। এভাবে থানাগুলোতে এসব গাড়ি পড়ে থাকায় কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে, গাড়ি যারই হোক- এভাবে আলটিমেটলি দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে ডাম্পিং জোনের জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এখন সহজে জমিও পাওয়া যায় না। সবকিছুই দেরিতে হয়।

নিউইয়র্কে রেজা কামালের একক সংগীত সন্ধ্যা

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে 'শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা' স্লোগানকে সামনে রেখে কাজ করা সংগঠন 'উনবাঙাল' এর উদ্যোগে শিল্পী রেজা কামালের একক সংগীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) নিউইয়র্কের একটি মিলনায়তনে এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

সংগঠনটির নিজস্ব শিল্পী রেজা কামাল গত অর্ধশতাব্দী ধরে সংগীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত আছেন। ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবে তার গাওয়া প্রায় আড়াই শ গান রয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পী রেজা কামাল একটানা প্রায় দুই ঘণ্টা গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান দিয়ে তার পরিবেশনা শুরু করেন। এরপর তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান এবং বেশ কিছু ধ্রুপদী গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে তিনি শ্রোতাদের অনুরোধে আধুনিক, লোকসংগীত (ফোক) ও সুফী ধারার জনপ্রিয় কিছু গান গেয়ে শোনান।

অনুষ্ঠান শেষে শিল্পী রেজা কামালকে উনবাঙালের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়। শিল্পীর হাতে এই সম্মাননা ও উপহার তুলে দেন বিশিষ্ট কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, উনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহির এবং সংগঠনের সংগীত বিভাগের পরিচালক মিতা হোসেন।

জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক মেজর ৪৫ বছর পর গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক

মোজাফফর হোসেন

সাড়ে চার দশক আগে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর (অব.) মোহাম্মদ মোজাফফর হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন। সে সময় তাঁকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মোহাম্মদ মোজাফফর হোসেন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে আছেন। যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে তাঁকে তাঁর নিজ বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হবে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সেনাসদস্যদের হাতে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান। ঘটনার আগের দিন দুই দিনের সফরে চট্টগ্রামে যান জিয়াউর রহমান। সফরের উদ্দেশ্য ছিল বিএনপির স্থানীয় নেতাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা। সারা দিন বৈঠক শেষে রাতে তিনি সার্কিট হাউসে অবস্থান নেন। ভোরে একদল সেনা কর্মকর্তা সেখানে হামলা চালালে তিনি নিহত হন। পরে রাষ্ট্রীয় বেতারে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করা হয়।

সরকারের পক্ষ থেকে তখন জানানো হয়, 'বিপ্লবী পরিষদ' পরিচয়ে একদল সেনাসদস্য এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এরপর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হত্যাকাণ্ডের পর জিয়ার মরদেহ গোপনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার একটি পাহাড়ি এলাকায় দাফন করা হয়। পরে সরকারি উদ্যোগে মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকায় এনে সে বছর ২ জুন জাতীয় সংসদ ভবনের পাশে দাফন করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর ওই সেনাসদস্যরা চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ায় পুরো শহর কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা রাষ্ট্রপতির মরদেহ সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ পরিস্থিতিতে তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৩১ মে দুপুর ১২টার মধ্যে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল মনজুরসহ হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া সেনা কর্মকর্তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের পরিবর্তে মেজর জেনারেল মনজুরসহ কয়েকজন কর্মকর্তা সেনানিবাস ত্যাগ করে পালিয়ে যান।

আবু সাঈদ হত্যা মামলা: খালাস চেয়ে ৪ আসামির আপিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় প্রথম শহীদ রংপুরের আবু সাঈদ হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ আসামি খালাস চেয়ে আপিল করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগে এই আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁদের আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলু।

আপিলকারীরা হলেন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক এএসআই আমির হোসেন ও কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়। আর ৫ বছরের কারাদণ্ড পাওয়া সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান রাসেল ও ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমরান চৌধুরী ওরফে আকাশ।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্ক মোড়ে আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ওই ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ চলতি বছরের ৯ এপ্রিল রায় দেন। রায়ে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড, তিনজনকে যাবজ্জীবন এবং ২৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।

নিউইয়র্কে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনকের বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনকের বার্ষিক বনভোজন উৎসবমুখর পরিবেশ ও জমাজমাট আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৫ জুলাই (রোববার) হ্যাক শেয়ার স্টেট পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে চাঁদপুরবাসিসহ অন্যান্য জেলার লোকজনও অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে বনভোজনের শুরুতে পবিত্র কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডঃ এনামুল হক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বনভোজন কমিটির আহবায়ক মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম। বনভোজনে আগত সুধীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল, বনভোজন কমিটির সদস্য সচিব ফরহাদ প্রদান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের সভাপতি দুলাল বেহেদু।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এ ধরনের আয়োজন শুধু বিনোদনের সুযোগই সৃষ্টি করে না, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে নিজ জেলা ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে এটি প্রবাসী চাঁদপুরবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে সহায়ক।

আয়োজকরা জানান, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রবাসে সামাজিক সম্প্রীতি, মানবিক কর্মকাণ্ড এবং চাঁদপুরবাসীর ঐক্য সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রতিবছরের বনভোজন সেই ধারাবাহিকতার অন্যতম বড় আয়োজন।

পরিশেষে সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান অনুষ্ঠান সফল করতে সংগঠনের কর্মকর্তা, সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতেও প্রবাসী চাঁদপুরবাসীকে নিয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে এমন মিলনমেলার আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি।

নিউইয়র্কে আনন্দঘন আয়োজনে 'বিগ সিক্স টাওয়ার্স' এর বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন

ফরিদা ইয়াসমীন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সের উডসাইডে অবস্থিত মিশেল-লামা হাউজিং করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত 'বিগ সিক্স টাওয়ার্স' এর বার্ষিক বনভোজন ও চড়ুইভাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১২ জুলাই) লং আইল্যান্ডের ভ্যালি স্ট্রিম স্টেট পার্কের মনোরম ও ছায়াতরু পরিবেশে এই বনভোজন সম্পন্ন হয়।

দেড় শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মুখরিত ছিল পার্ক প্রাঙ্গণ। সকাল ১১টা থেকে শুরু করে বিকেল ৭টা পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে অংশ নেন বিগ সিক্স টাওয়ার্সের বিপুল সংখ্যক বাসিন্দা।

দিনব্যাপী আয়োজিত এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন বয়সী প্রবাসী ও শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক সব খেলাধুলা। এর মধ্যে ছোট বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা, বড়দের বল খেলা, নারীদের জন্য বালিশ বদল (পিলো পাসিং) এবং দম্পতিদের (কাপল) অংশগ্রহণে ঐতিহ্যবাহী 'সাতচাড়া' খেলা ছিল অন্যতম উপভোগ্য। বিশেষ করে দম্পতিদের সাতচাড়া খেলাটি উপস্থিত দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। জমজমাট এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সন্দীপ দম্পতি, দ্বিতীয় হন হাবিব দম্পতি এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন মোহাম্মদ আলী দম্পতি। কাপলদের এই খেলাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন শাফী মাহমুদ ও নাজমা আকরাম।

বনভোজনের আনন্দঘন মুহূর্তে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনের ডিস্ট্রিক্ট-৩০ এর অন্যতম প্রধান প্রার্থী শামসুল হক।

বার্ষিক এই বনভোজনকে সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাজমা আকরাম, শেখ আকরাম, শাফী মাহমুদ, আলী হায়দার, রফিকুল ইসলাম জিয়া, আলী আহসান প্রিন্স, কাজী সোহেল, রফিকুল ইসলাম ও মোবারক হোসেন প্রমুখ।

পুরো আয়োজনের সার্বিক সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন ও শাফী মাহমুদ। দিনশেষে এক আনন্দমুখর পরিবেশে খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা দক্ষতা সেবাই আমাদের প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সমালোচনার মুখে নিউইয়র্কের অভিবাসী পাড়ার মানচিত্রে পরিবর্তনের ঘোষণা মেয়র মামদানির

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্বকাপ উপলক্ষে প্রকাশিত নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকার পর্যটন মানচিত্রে ঐতিহাসিক লিটল ইতালি বাদ পড়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। সমালোচনার পর তিনি মানচিত্রে পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত 'ইমিগ্র্যান্ট এনক্লেভ' মানচিত্রে পাঁচটি বরো জুড়ে ৩০টি অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকা স্থান পেয়েছিল। এর মধ্যে ছিল কোরিয়াটাউন, লিটল পাকিস্তান, লিটল ইয়েমেন, তিনটি চায়নাটাউন, লিটল বাংলাদেশ, লিটল পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসতি। তবে ঐতিহাসিক লিটল ইতালির নাম না থাকায় ইতালীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

ম্যানহাটনের ঐতিহ্যবাহী ফেরারা বেকারির প্রতিনিধি আর্নেস্টো লেপোরে বলেন, লিটল ইতালি শুধু একটি এলাকা নয়, এটি নিউইয়র্কের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড বরো প্রেসিডেন্ট ভিটো ফোসেলা সমালোচনা করে বলেন, শুধু লিটল ইতালিই নয়, ব্রুকলিনের ইহুদি সম্প্রদায়, স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের শ্রীলঙ্কান সম্প্রদায়সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসী জনগোষ্ঠীর নামও বাদ পড়েছে। তিনি বলেন, যারা এই শহর গড়ে তুলেছেন, তাদের অবদান উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

শুক্রবার মেয়র জোহরান মামদানি জানান, এই মানচিত্রটি মূলত ২০২৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর এতে কয়েকটি নতুন এলাকা যুক্ত করা হয়েছে। তবে এটি নিউইয়র্কের ২০০টিরও বেশি জাতিগত সম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়।

তিনি বলেন, "লিটল ইতালিকে মানচিত্রে যুক্ত করা হবে এবং ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তন আনা হবে, যাতে শহরের বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।"

এদিকে লিটল ইতালিতে ঘুরতে আসা পর্যটকরাও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে, নিউইয়র্কের বহুসাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব অভিবাসী পাড়ার প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।

ছেলে আন্দোলনে বিএনপি নেতা বাবাকে বহিষ্কার

ঢাকা ডেস্ক

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ নানা দাবিতে চলমান আন্দোলনে শিবির সমর্থক ছেলের অংশগ্রহণের ঘটনায় বগুড়ায় মো. ফারুক হোসেন নামে এক বিএনপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি বগুড়া জেলা বিএনপির সদস্য এবং মহানগর বিএনপির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

গত মঙ্গলবার রাতে বগুড়া মহানগর বিএনপির এক বিজ্ঞপ্তিতে ফারুক হোসেনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পদ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ফারুক হোসেনের ছেলে সিফাত হোসেন সরকারি শাহ সুলতান কলেজের শিক্ষার্থী ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সমর্থক। গত মঙ্গলবার ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের কয়েকটি জেলায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। এ প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা শহরের সাতমাথা এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে সিফাত তর্কে জড়ান। পরে জেলা বিএনপির কয়েক সিনিয়র নেতা ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেন। পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে সিফাতের তর্কের ছবি সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

জানতে চাইলে ফারুক হোসেন বলেন, 'আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু এর আগে আমাকে কোনো শোকজ (কারণ দর্শানো) নোটিশ দেওয়া হয়নি। আমার ছেলে ছাত্রশিবিরকে সমর্থন করে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ছেলে অংশ নেওয়ার কারণে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'জেলা বিএনপিতে এমন অনেক নেতা আছেন, যাদের পরিবারের সদস্যরা আওয়ামী লীগ বা জামায়াতের রাজনীতি করেন।'

সব ধর্মাবলম্বীর ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির

নিউইয়র্ক সিটি

রুদ্র মাসুদ

নিউইয়র্ক সিটিতে সকল ধর্মাবলম্বীর উপযোগী ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক্। শুক্রবার (১০ জুলাই) সংগঠনের এক যৌথসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া স্কচটাউন বাংলাদেশ বাংলাদেশ সেমিট্রিতে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও জানানো হয়।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন- ট্রাষ্ট্রি সালামত উল্যা, নাজমুল হাসান মানিক, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশারফ, উপদেষ্টা নাজির ভান্ডারি, মমিনুল ইসলাম, শাহআলম, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, শাহ নাসের স্বপন, মোহাম্মদ মোস্তাক হোসেন, মালেক খান, কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, এনামুল হক রুমি, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, সদস্য আনোয়ারুল আজিম, সদস্য এএসএম মাইনউদ্দিন বাবলু, সদস্য মাহমুদুল হক প্রমুখ।

সভায় বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি ও স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিট্রির মুখপাত্র জাহিদ মিন্টু জানান, আমি যা কিছু করি, চেষ্টা করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার। বাংলাদেশ সেমিট্রির জন্য আমাদেরকে আগামি ১'শ বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। এখানে ব্যাক্তিগত লাভক্ষতির কোন সুযোগ নেই।

সেমিট্রির প্রয়োজনে ফিউনারেল হোম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেমিট্রিতে মুসলমানদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটিতে সকল ধর্মাবলম্বীর উপযোগী একটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। সবাই সম্মত হলে কাজটি দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

জাহিদ মিন্টু জানান, একটি ফিউনারেল হোম সম্পূর্ণ ইসলামিক ফেইথ বেইজড। কিন্তু আমাদের (বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি) সংখ্যাগরিষ্ট সদস্য মুসলিম হলেও আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী সদস্যও রয়েছেন।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সক্রিয় করতে না পারা সরকারের সক্ষমতার প্রশ্ন তোলে

ইসলামী আন্দোলন

ঢাকা ডেস্ক

চট্টগ্রামে এককালীন ২ কোটি ও মাসে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির পর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটির মতে, দায়িত্ব নেওয়ার চার মাসেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সক্রিয় করতে না পারা সরকারের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে।

মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান।

বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেন, 'দেশি-বিদেশি নম্বর থেকে ফোন দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার হুমকি দেওয়া এবং পূর্বঘোষণা দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করার যে ঘটনা ঘটেছে তা কোনো রাষ্ট্রে হওয়া সম্ভব না। যে রাষ্ট্রে সরকার আছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আছে, একটি প্রশাসন আছে সেখানে যুদ্ধাবস্থাতেও এটা হওয়া সম্ভব না।' এই ঘটনার মাধ্যমে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুকতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ থমকে থাকার পেছনে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও নিরাপত্তার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ বলে দাবি করেন ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব। তিনি আরও বলেন, এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার চার মাস হলেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি দৃশ্যমান করতে পারেনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করে গাজী আতাউর বলেন, 'সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চেয়ে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। অথচ একজন আইনমন্ত্রী আছেন। আমরা বলি, যদি সালাহউদ্দিন আহমেদকে আইন ব্যাখ্যায় বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁকেই আইনমন্ত্রী করুন। আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ্য ও নিবেদিত কাউকে বসান।' আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রাষ্ট্রকে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' হিসেবে উপস্থাপিত করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerue Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

২৫০ সিনিয়র সিটিজেনকে সংবর্ধনা দিলো অ্যল কাউন্টি হোমকেয়ার

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৫০ জন সিনিয়র সিটিজেনকে বিশেষ সংবর্ধনা দিয়েছে অ্যল কাউন্টি হোমকেয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান অ্যল কাউন্টি সোস্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার। গত ৫ জুলাই (রোববার) নিউইয়র্ক সিটির ইষ্ট রিভার ও হাডসন নদীতে ভ্রমণরত একটি বিনোদন জাহাজে ব্যতিক্রমধর্মী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা দিবসের আবহে প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারগুলোর অংশগ্রহণে জাহাজজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হাতে নতুন প্রজন্মের উচ্ছ্বাস অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন, নাজু আকন্দ ও কামরুজ্জামান বকুল। দেশীয় গানের সঙ্গে নৃত্য ও পরিবেশনার মাধ্যমে তারা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আনন্দ উদযাপনে অংশ নেন।

কুইন্সের করোনায় অবস্থিত ওয়ার্ল্ডফেয়ার ম্যারিনা থেকে জাহাজটি যাত্রা শুরুর আগে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ কাদের সিআইপি অতিথিদের স্বাগত জানান এবং স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিনের কমিউনিটি লিয়াজোঁ নীল ত্রিবেদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মদক্ষতা ও অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি মূলধারার রাজনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে আরও সক্রিয় সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসী কমিউনিটিকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার রঙে সাজানো বেলুন উড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কয়েকজন সিনিয়র সিটিজেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যল কাউন্টি হোমকেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান সিফা আমিন এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে মোহাম্মদ কাদের সিআইপি ও অ্যল কাউন্টি হেলথ কেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং বাংলা গেজেটের প্রকাশক সিফা আমিন যৌথভাবে উপস্থিত সিনিয়র সিটিজেনদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

এসডিজি বাস্তবায়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান

জাতিসংঘে প্রতিমন্ত্রী সাকি

উত্তর আমেরিকা অফিস

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (এইচএলপিএফ) এর সাধারণ বিতর্কে বাংলাদেশের জাতীয় বক্তব্য প্রদানকালে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জাতীয় নির্বাচনের পর নতুন সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে রিকভারি, রিস্টোরেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন (থ্রি-আর) কৌশল বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিমন্ত্রী সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগ তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন, ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ শিল্পের সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার, জীবনচক্রভিত্তিক সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের জন্য 'ফার্মার্স কার্ড' চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদনশীলতা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

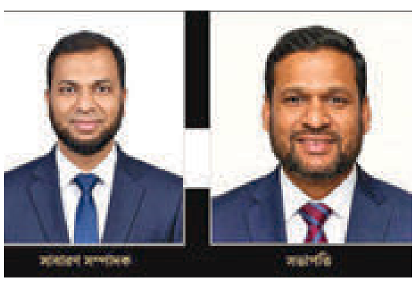

ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের ৭১ সদস্যের আংশিক কমিটির অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কে আগামী দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের ৭১ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কার্যনির্বাহী কমিটি কণ্ঠভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী তিন মাসের মধ্যে ১০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নবগঠিত কমিটিতে সুনামগঞ্জের ইমতিয়াজ আহমদ বেলাল সভাপতি এবং বরিশালের আবু জাফর ফরাজী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সিলেটের মোহাম্মদ ফখর উদ্দিন। সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সুনামগঞ্জের সুমন আহমেদ। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সিলেটের ফরিদ খন্দকার আখতার ও মৌলভীবাজারের আব্দুল ওয়াহেদ তামজিদ ও আবেদুর রহমান বাবলু, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সিলেটের আবুল হাসান মো. নোমান, দপ্তর সম্পাদক হিসেবে ঢাকার আবদাল হুসেন এবং প্রচার সম্পাদক হিসেবে সিলেটের ফরিদ হোসেন ও সহ প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মৌলভীবাজার গিয়াস উদ্দিন খান।

কমিটিতে সহ সভাপতি হিসেবে রয়েছেন এস এম শাহাজাদা,গাজী হাফিজুর রহমান, একে এম হাসান,আহমদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম, বাতেন সরকার, মোঃ সোহেল সর্দার, শামীম তরফদার, মনিরুল ইসলাম, জাহিদ বিশ্বাস, ফয়েজ আহমদ, মোঃ লুৎফর রহমান, ছামছুল হক, আতিকুর রহমান, নাজীবুল হক চৌধুরী, জুবায়ের আহমদ এবং নাফিস আহমেদ।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সবুজ মিয়া, মোঃ ইছমাইল, তাজুল হোসেন, ছায়েদুর রহমান, মোঃ আবু হানিফ বেপারী। কমিটিতে আরও রয়েছেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মুন্সিগঞ্জের রনি মৃধা; আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ঢাকা জাহাঙ্গীর হোসেন; ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হবিগঞ্জের ছারওয়ার মাহমুদ; মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সিলেটের মোছাম্মত ছুমাইয়া আকতার; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সুনামগঞ্জের খুসবা বেগম; যুব বিষয়ক সম্পাদক টাংগাইলের মোঃ আব্বাস উদ্দিন; তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক বরিশালের আবদুল লতিফ; যোগাযোগ সম্পাদক সিলেটের সৈয়দ রাসেল আলি; ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ঢাকার আকরাম হোসেন চৌধুরী; সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক কুমিল্লার কিবরিয়া হোসেন মুমিত।

এ ছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন সিলেটের ইসফাক আমিন চৌধুরী, মুজিব হায়দার বদরুল, মোঃ আজির উদ্দিন, আব্দুস ছাত্তার, তাজ উদ্দিন আহমেদ, চমক মিয়া, মাজেদ আহমদ, নাজিম হোসেন, আবুল হোসেন; সুনামগঞ্জের শুকুর আলী, আলী হোসেন, নবিজ আলী, মোঃ লায়েছ মিয়া, বাশার রহমান, আব্দুল নূর; হবিগঞ্জের জাকির চৌধুরী, সোহান আহমদ খান, মোহাম্মদ আহমদ, ইকরামুল হক, সুমন আহমদ; চট্টগ্রামের সুহান আহমেদ খান,মোঃ ফয়ছল আহমদ; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইব্রাহীম বুলবুল, ইব্রাহিম বুলবুল; বরিশালের সৈয়দ সানজিদ; ঢাকার মোঃ আখতার হোসেন রোবেল, কুমিল্লার সুহেল আহমদ মোল্লা এবং বড়লেখার আশোক উদ্দিন।

নেতারা বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য সুদৃঢ় করা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা এবং সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে নবগঠিত কমিটি কাজ করবে। একই সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

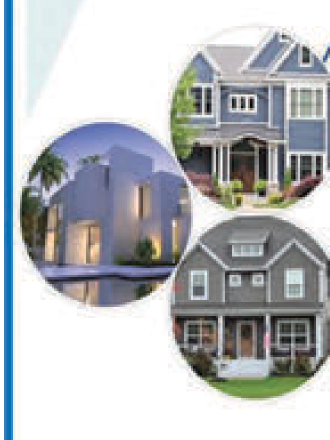

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

হমুদ আহমাদিনেজাদ

মোসাদের সঙ্গে সম্পর্ক উড়ালেন আহমাদিনেজাদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ইসরায়েলের সহায়তায় আবার ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করেছেন—এমন অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ‘হলিউডি কল্পকাহিনি’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তাঁকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক এবং ক্ষমতায় ফেরার পরিকল্পনায় যুক্ত বলে দাবি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আহমাদিনেজাদের দপ্তর এক বিরল প্রকাশ্য বিবৃতিতে অভিযোগগুলো দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়—অভিযোগগুলো এতটাই অবিশ্বাস্য যে এগুলোর জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই ছিল না। তবে দেশের বর্তমান সংবেদনশীল পরিস্থিতি এবং ‘ইরানের শত্রুদের ষড়যন্ত্র’ নস্যাৎ করার স্বার্থে এসব অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আহমাদিনেজাদের সাম্প্রতিক সময়ের রাস্তায় হাঁটা ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করে তাঁর গৃহবন্দী থাকার দাবিও অস্বীকার করা হয়েছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, আহমাদিনেজাদ হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে মোসাদের এক শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসরায়েলের সমর্থনে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৫ সালে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েলি এজেন্টরা তাঁকে তেহরান থেকে একটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। পরে ইরানি কর্তৃপক্ষ তাঁর কথিত ইসরায়েল-সংযোগের তথ্য জানতে পেরে তাঁকে গৃহবন্দী করে।

তবে আহমাদিনেজাদের কার্যালয় এসব দাবিকে ‘সম্পূর্ণ মিথ্যা’ উল্লেখ করে বলেছে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং জনগণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরানের আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ঘিরেও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কুদস ফোর্সের কমান্ডার ইসমাইল কানি সম্পর্কেও নানা গুঞ্জন ছড়ায়, যদিও সেগুলোর কোনো স্বাধীন সত্যতা নিশ্চিত হয়নি।

২০২৫ সালের জুনে ইরান ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে ইরান ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। দেশটির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হত্যাকাণ্ড ইরানের ভেতরে ইসরায়েলি গোয়েন্দা তৎপরতার ব্যাপকতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

২০05 থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। তিনি কঠোর অবস্থানের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিতর্কিত অর্থনৈতিক নীতি এবং পারমাণবিক কর্মসূচি জোরদারের কারণে তিনি আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়েন। ২০০৯ সালের বিতর্কিত পুনর্নির্বাচনের পর ‘গ্রিন মুভমেন্ট’-এর ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যা সে সময় ইরানের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ আন্দোলন হিসেবে বিবেচিত হয়।

গত দুই দশকে তিনি অন্তত পাঁচবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টা করেছেন। তবে ২০১৭,২০২১ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের এভিন কারাগারে মার্কিন নাগরিকদের আটক রাখার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে।

নিউইয়র্কে জমকালো আয়োজনে ‘আবসা’র বার্ষিক বনভোজন

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) অধীনে কর্মরত স্কুল সেফটি অফিসারদের সংগঠন আমেরিকান বাংলাদেশী স্কুল সেফটি অ্যাসোসিয়েশনের (আবসা) বার্ষিক বনভোজন ও চড়ুইভাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল সংখ্যক স্কুল সেফটি অফিসার, তাদের পরিবারের সদস্য, প্রবাসের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে মুখরিত ছিল পার্ক প্রাঙ্গণ। বনভোজনের সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সারওয়ার চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেলিম চৌধুরী।

সংগঠনের সেফটি অফিসারদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ শরীফ খান, দিপা দাস তিন্নি, অসীম সরকার, জুবায়ের আহমেদ, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, অমিত দে, রমা দাশ, আব্দুল কুদ্দুস, শেখ আব্দুর রহিম, মুহিতুর রহমান, তমা চক্রবর্তী, আবুল হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, মাহবুবুর রহমান, ইশিতা দাশ ও জুবায়ের বিন আবু মোল্লা প্রমুখ।

কমিউনিটির বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে অনুষ্ঠানে যোগ দেন এনওয়াইপিডি লেফটেন্যান্ট বিলাল উদ্দিন, বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ জামিল সারওয়ার, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ওয়াছি চৌধুরী, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, পোস্টাল এমপ্লয়ী ইউনিয়নের সহসভাপতি মতি দাস, লোন অফিসার চিরঞ্জিত ঘোষ এবং রিয়াল এস্টেট প্রফেশনাল নাজমুস সাকিব সালাম।

এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ অফিসার লিটন সরকার, ট্রাফিক সুপারভাইজার মোহাম্মদ মোহিত, এইচআরএ সুপারভাইজার শীলা মনি, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মাসুক মিয়া, স্টেটেন আইল্যান্ড ডেমোক্র্যাট সোসাইটির সভাপতি আফজাল আলী আনসারী, চৌধুরী মোমিত তানিম ও হাবিবুর রহমানসহ অনেকে।

সকালে ঐতিহ্যবাহী নাস্তার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই আয়োজনের সূচনা হয়। এরপর সংগঠনের সদস্যরা অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিতভাবে আকাশে রঙিন বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের পর শুরু হয় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক পর্ব। এতে চমৎকার সংগীত পরিবেশন করেন সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য তমা চক্রবর্তী। দিনভর নানা বয়সী নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিকেলে ছিল প্রবাসীদের চিরচেনা মুখরোচক ‘ঝালমুড়ি পর্ব’।

দিনশেষে আয়োজনের মূল আকর্ষণ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও র‍্যাফেল ড্র এর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী। এবারের ক্রীড়া পুরস্কারগুলো যৌথভাবে স্পন্সর করেন শরীফ খান, সেলিম চৌধুরী, সারওয়ার চৌধুরী ও জুবায়ের আহমেদ।

র‍্যাফেল ড্রতে ছিল আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। এর মধ্যে প্রথম পুরস্কার ৬৫ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি স্পন্সর করেন লোন অফিসার চিরঞ্জিত ঘোষ, দ্বিতীয় পুরস্কার ল্যাপটপ স্পন্সর করেন লোন অর্গানাইজার ক্রিস রুদ্র, তৃতীয় পুরস্কার ল্যাপটপ স্পন্সর করেন রিয়ালটর সাইদুর রহমান লিঙ্কন।

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক
SATKANIA SAMITY USA INC.

৬ষ্ঠ তম বার্ষিক বনভোজন-২০২৬

রবিবার, ২রা আগস্ট, ২০২৬
6th Annual Picnic-2026
SUNDAY, 2 AUGUST, 2026

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র | খেলাধুলা
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

যাতায়াত: নিজস্ব পরিবহন
পার্ক / প্যাভেলিয়নে পৌঁছানোর সময়: সকাল ১০ টা

রেজিষ্ট্রেশন ফি
পরিবার : $১০০ ডলার (স্বামী-স্ত্রী ও ১৮ বছর পর্যন্ত বাচ্চা)
একক : $৫০ ডলার
রেজিষ্ট্রেশন ফি পাঠাতে পারেন নিচের ZELLE নাম্বারে:
Zelle
ABUL KASHEM
646-413-2229
রেজিষ্ট্রেশনের সর্বশেষ সময়: ১৬ শে জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত
(সার্বিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে রেজিষ্ট্রেশন আবশ্যক।)

সংগীত পরিবেশন করবেন
নন্দিত কণ্ঠশিল্পী

স্থান: বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক
OAK PAVILION
Place: Belmont Lake State Park
625 Belmont Ave, West Babylon, NY 11704

প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৬ষ্ঠ বারের মতো আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক এর আয়োজনে ২রা আগস্ট, রবিবার ২০২৬ইং বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক বনভোজনে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমন্ত্রনে

আহ্বায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব
মোহাম্মদ সফিউল্লাহ 646-733-8464	আহমেদ নবী চৌধুরী 646-740-6299	ইরফান নিশাত 347-774-6700
যুগ্ম আহ্বায়ক	**যুগ্ম সমন্বয়কারী**	**যুগ্ম সদস্য সচিব**
মোহাম্মদ মুসা 929-272-8925	ডাঃ নুর মোহাম্মদ 212-365-4557	মোহাম্মদ রবি 516-914-8001
মোঃ সামসুজ্জোহা (সোহেল) 718-219-9363	খোরশেদ আলম 917-873-3601	ইসরাত মুসা 631-429-3273
মোঃ নুরুজ্জামান 929-310-1305	নাসের চৌধুরী 917-251-3946	মোঃ আবদুল আউয়াল 347-832-6582

উপদেষ্টা	উপদেষ্টা	উপদেষ্টা	উপদেষ্টা	উপদেষ্টা	উপদেষ্টা	উপদেষ্টা
করিম রেজা	আলহাজ্ব মোঃ এ জাফর	আবদুস সালাম	সাহান উদ্দিন চৌধুরী	রফিক উদ্দিন	মোহাম্মদ তারেক	শাহিদা সিকদার হাই
917-400-4789	929-582-9576	201-993-1347	646-491-1570	347-207-5966	646-639-5714	646-327-2005

যোগাযোগ

জ্যামাইকা
কনিকা ধর মুনমুন Ph: 718-737-2605
মিসকাত রহমান Ph: 929-413-7374
সাজ্জাদ হোসাইন (সাব্বির) Ph: 347-605-5347
মোঃ নুর হোসাইন Ph: 631-535-3954

ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের Ph: 347-774-6664

জ্যাকসন হাইটস
শাহারুল ইসলাম (এজাজ) Ph: 646-821-3882

লং আইল্যান্ড
রফিকুল ইসলাম Ph: 929-557-7494

এস্টোরিয়া
জাহেদুর রহমান 347-208-4925

নিউজার্সী
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম Ph: 201-234-2244

ব্রুকলিন
মোহাম্মদ সামসুদোহা (রাসেল) Ph: 917-400-2728
বোরহান উদ্দিন Ph: 347-941-9214

ওজন পার্ক
নুরুল আবছার চৌধুরী Ph: 929-712-6749
সালাহ্ উদ্দিন Ph: 339-204-3390
সঞ্জয় দাস Ph:917-776-4556

ব্রঙ্কস
নাজমুল আলম Ph: 347-886-1171
বিধান চন্দ্র দে Ph: 917-686-9339
মো: ইউনুস Ph: 929-613-5366

বাফেলো
হাসান মুরাদ Ph: 646-576-8015

পেনসিলভেনিয়া
প্রফেসর কাশা মিশ্র Ph: 717-668-1584
জসিম উদ্দিন Ph: 267-774-3208
জহির ফারসার Ph: 929-365-4228

আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম Ph: 609-233-2846

কানেকটিকাট
জিনাত আলম (সুমি) Ph: 917-400-3170
আরিফ জোবায়ের Ph: 203-760-0253
শওকত হোসেন চৌধুরী Ph: 203-760-0420
রফিকুল আনোয়ার Ph: 203-344-8329

আবুল কাসেম
সভাপতি
646-413-2229

আমিন উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক
347-394-9052

প্রচারে: মোঃ লোকমান সিকদার, ৯১৭-৭০৮-৪২৯১, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

RAISE HEALTH

প্রদান করছেন কুইন্স জুড়ে বিশেষজ্ঞ হৃদরোগের চিকিৎসা

Northwell's Cardiovascular Institute এর শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা কুইন্স জুড়ে বিভিন্ন স্থানে রয়েছেন।

Kumar Sarkar, MD

Naseem Hossain, DO

ডা. Sarkar এবং ডা. Hossain গ্লেনডেল, জ্যাকসন হাইটস এবং রিগো পার্ক জুড়ে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উন্নত মানের হৃদরোগের চিকিৎসা প্রদান করেন।

তাঁরা বিস্তৃত পরিষেবা প্রদান করেন—হৃদরোগর প্রতিরোধমূলক যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে আধুনিক রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা—, পাশাপাশি বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার দিকেও গুরুত্ব দেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে (929) 930-1127 নম্বরে কল করুন

Northwell℠

গ্লেনডেল | জ্যাকসন হাইটস | রেগো পার্ক

BRICK POINTING MAN WANTED

FOR BRONX

LANDLORD SEEKS A BRICK POINTING MAN.

PLEASE CALL: 917-846-9752 • 917-557-0027

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. তিতুমীর

এসডিজি অর্জনে এলডিসির জন্য ন্যায্য বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামো জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অধিক পরিমাণে স্বল্পসুদে ও সহজশর্তে অর্থায়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কার, সহজলভ্য জলবায়ু অর্থায়ন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার এবং প্রযুক্তি সহায়তা জোরদার করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (এইচএলপিএফ) স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এই আহ্বান জানান। স্থানীয় সময় ১৩ জুলাই নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্যে ড. তিতুমীর উল্লেখ করেন, ক্রমবর্ধমান ঋণঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) হ্রাস, ডিজিটাল বৈষম্যের বিস্তার এবং সাশ্রয়ী অর্থায়নের সীমিত প্রবেশাধিকার স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ২০৩০ এজেন্ডা ও দোহা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে।

তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের টেকসই উন্নয়নের জন্য ন্যায্য ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা, ন্যায্য ঋণ সমাধান ব্যবস্থা গড়ে তোলা, জলবায়ু অর্থায়নে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, উন্নয়নবান্ধব বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ডিজিটাল রূপান্তরে সহযোগিতা জোরদার করা জরুরি।

অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ২০৩০ এজেন্ডা ও দোহা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে এ লক্ষ্য অর্জনে তাদের বাস্তব চাহিদা ও ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে আরও ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইরাক থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেনা প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইরাক থেকে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জাইদি। তার এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে ২০০৩ সালে সাদ্দাম হোসেন সরকারের পতনের পর শুরু হওয়া ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ ২৩ বছরের সামরিক উপস্থিতির অবসান ঘটবে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা আলী আল-জাইদি মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা মনে করি না, ইরাকে আমাদের সামরিক বাহিনী রাখার আর প্রয়োজন আছে।'

ট্রাম্প এ সময় ইরাকের সঙ্গে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে আলী আল-জাইদি বলেন, 'আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ইরাক ছেড়ে যাবে। তবে মার্কিন কোম্পানিগুলো ইরাকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।'

এদিকে এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন জানিয়েছে, আইএসবিরোধী অভিযান সমাপ্ত করার লক্ষ্যে ২০২৪ সালে ইরাকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি

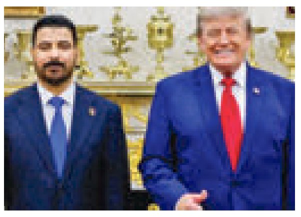

যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা আলী আল-জাইদি মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন।

যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। ওই চুক্তির সময় ইরাকে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন ছিল।

২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ইরাকে সামরিক অভিযান শুরু করে এবং সাদ্দাম হোসেন সরকারের পতন ঘটায়। এরপর দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশটিতে মার্কিন সেনা অবস্থান করে। কর্মকর্তাদের মতে, ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হলে সেই অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক ইরান-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনার মধ্যেও ইরাকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও রাজধানী বাগদাদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছে। ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক এসব হামলার দায় স্বীকার করেছিল।

মার্কিন হামলায় ইরানে ৭ সেনাসহ নিহত ৩৭

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে গত কয়েকদিনে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ৩০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। বুধবার দেশটির সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি এমন তথ্য দিয়েছেন। আর সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে অন্তত সাতজন সেনা নিহতের কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে মোহাজেরানি লিখেছেন, শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি আমরা নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াবে। ইরানের দক্ষিণাঞ্চল হলো এই ভূখণ্ডের স্পন্দন।

সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ইরানশাহর শহরের বামপুর গ্যারিসনে (সেনাঘাঁটি) যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এতে ৩৮৮ ব্রিগেডের সাতজন সদস্য নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। সামরিক বাহিনী উপযুক্ত সময়ে এই অপরাধের জবাব দেবে।

একইদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হোসেইন কেরমানপুর জানিয়েছেন, গত কয়েকদিনের মার্কিন হামলায় ২৬০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২২২ জনকে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের বয়স ১৮ বছরের কম।

সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুশেহর প্রদেশে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলেও তাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। উদ্ধারকারী সংস্থাগুলো সতর্ক অবস্থানে আছে এবং শহরে শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ব্যবসার জন্য আমেরিকার সেরা রাজ্য ভারমন্ট

টানা ষষ্ঠবার শীর্ষে

ইব্রাহীম চৌধুরী

কর সুবিধা, সড়ক যোগাযোগ কিংবা শিল্প অবকাঠামো—একসময় ব্যবসার জন্য অঙ্গরাজ্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু সেই বাস্তবতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কর্মীরা কোথায় থাকতে চান? কোথায় পরিবার নিয়ে নিরাপদ ও স্বস্তির জীবন কাটানো সম্ভব? সেই প্রশ্নের উত্তরই এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি (CNBC) প্রকাশিত "America's Top States for Business 2026" জরিপে টানা ষষ্ঠবারের মতো দেশের সেরা অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ভারমন্ট। এবারের জরিপের বিশেষত্ব হলো, ২০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো "জীবনযাত্রার মান (Quality of Life)" বিভাগকে আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

করোনা মহামারির পর কর্মস্থলে ফেরার প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলো বুঝতে শুরু করেছে, দক্ষ কর্মী ধরে রাখতে হলে শুধু ভালো বেতন নয়, ভালো জীবনযাপনের পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে। নিউইয়র্কভিত্তিক সাইট-নির্বাচন পরামর্শক টম স্ট্রিঞ্জারের ভাষায়, আগে মানুষ চাকরির খোঁজে এক শহর থেকে আরেক শহরে যেত। এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোই মানুষের পছন্দের জায়গাগুলোতে যাচ্ছে।

এবারের মূল্যায়নে জীবনযাত্রার মান মোট স্কোরের ১১.৬ শতাংশ। এতে অপরাধের হার, স্বাস্থ্যসেবা, বায়ুর মান, শিশু পরিচর্যার ব্যয় ও সহজলভ্যতা, নাগরিক অধিকার এবং প্রজনন অধিকার—সবকিছুই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

শীর্ষে থাকা ভারমন্টের সবচেয়ে বড় শক্তি বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য। ইউনাইটেড হেলথ ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে রাজ্যের ৫৪ শতাংশ মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্যকে "ভালো" বা "চমৎকার" বলে মূল্যায়ন করেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ। অপরাধের হারও তুলনামূলক কম এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় রাজ্যটির অবস্থান শক্তিশালী। তবে গৃহহীনতার সংকট এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। ৬ লাখ ৪৪ হাজার জনসংখ্যার রাজ্যে তিন হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন। এ সমস্যা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ৮৩ মিলিয়ন ডলারের একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেইন। দেশটির মধ্যে সবচেয়ে কম সহিংস অপরাধের হার এই রাজ্যে। তবে মাদকজনিত মৃত্যু ও মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যায় রাজ্যটি এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

নিউজার্সি এবারের তালিকায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, শ্রমিক সুরক্ষা, প্রজনন অধিকার এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভালো ফল করে রাজ্যটি এ+ গ্রেড অর্জন করেছে। অকালমৃত্যুর হারও দেশের মধ্যে অন্যতম কম। তবে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়ে গেছে।

এদিকে মিনেসোটা প্রজনন অধিকার সুরক্ষায় অন্যতম অগ্রগামী রাজ্য হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, গর্ভপাত-সংক্রান্ত অধিকার সীমিত এমন রাজ্যগুলো থেকে বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠী অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, যা শ্রমবাজার ও অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলছে।

এ বছরের শীর্ষ ১০ অঙ্গরাজ্যের তালিকায় আরও রয়েছে কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার, হাওয়াই, ভার্জিনিয়া, নর্থ ডাকোটা, ম্যাসাচুসেটস এবং নেব্রাস্কা।

প্রতিটি রাজ্যেরই রয়েছে নিজস্ব শক্তি। যেমন নর্থ ডাকোটা শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থায় দেশসেরা, নেব্রাস্কা মাদকজনিত মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সফল, ম্যাসাচুসেটস স্বাস্থ্যবীমা কভারেজে শীর্ষ অবস্থানে এবং ভার্জিনিয়া সহিংস অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অন্যতম সফল রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সিএনবিসির এবারের জরিপ একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে—ব্যবসার জন্য আদর্শ অঙ্গরাজ্য নির্ধারণের সমীকরণ বদলে গেছে। শুধু কর ছাড় বা অবকাঠামো নয়, মানুষ কোথায় নিরাপদে থাকতে পারে। সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য অনুকূল পরিবেশ পায়। এখন সেই বিষয়গুলোই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্তে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে এখন চাকরির পেছনে মানুষ নয়, মানুষের পেছনেই ছুটছে ব্যবসা।

রয়টার্স-ইপসোসের জরিপ

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা ৭৯% মার্কিনির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাত দীর্ঘ সময় ধরে চলবে বলে মনে করছেন প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজন মার্কিন নাগরিক। রয়টার্স-ইপসোসের এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও তীব্র হওয়া এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানের জাহাজ চলাচলে আবারও অবরোধ ঘোষণার পর এই জরিপটি করা হয়। তিন দিনব্যাপী পরিচালিত জরিপটি গত রোববার শেষ হয়। এতে অংশ নেওয়া ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। মার্চের শেষ দিকে একই ধরনের জরিপে এ হার ছিল ৬৫ শতাংশ। মাত্র ১৮ শতাংশ মনে করেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

জরিপে অংশ নেওয়া ৩৭ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলার পক্ষে মত দিয়েছেন। গত ২৬ জুন হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার অভিযোগ তুলে ইরানের বিরুদ্ধে আবারও সামরিক অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। সারাদেশ থেকে এক হাজার ১৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক এই জরিপে অংশ নেন। এর সম্ভাব্য ত্রুটির হার প্রায় ৪ শতাংশ।

জরিপে আরও দেখা গেছে, ৬০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন, এই যুদ্ধের কারণে আগামী এক বছরে জ্বালানির দাম আরও বাড়বে। আর অর্ধেক উত্তরদাতা মনে করেন, এই যুদ্ধের জন্য যে মূল্য দিতে হচ্ছে, তা সার্থক নয়।

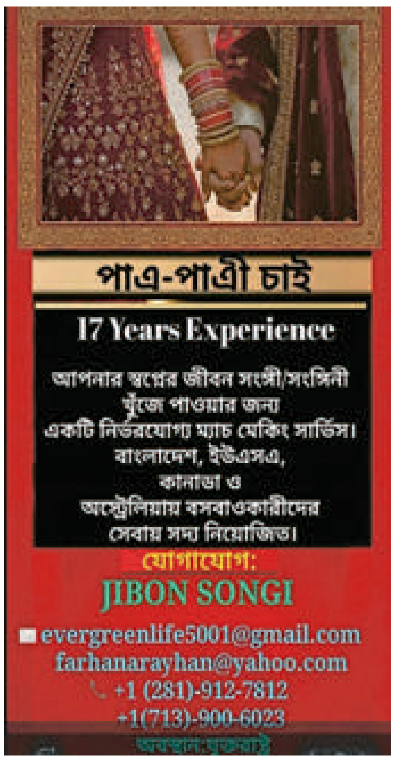

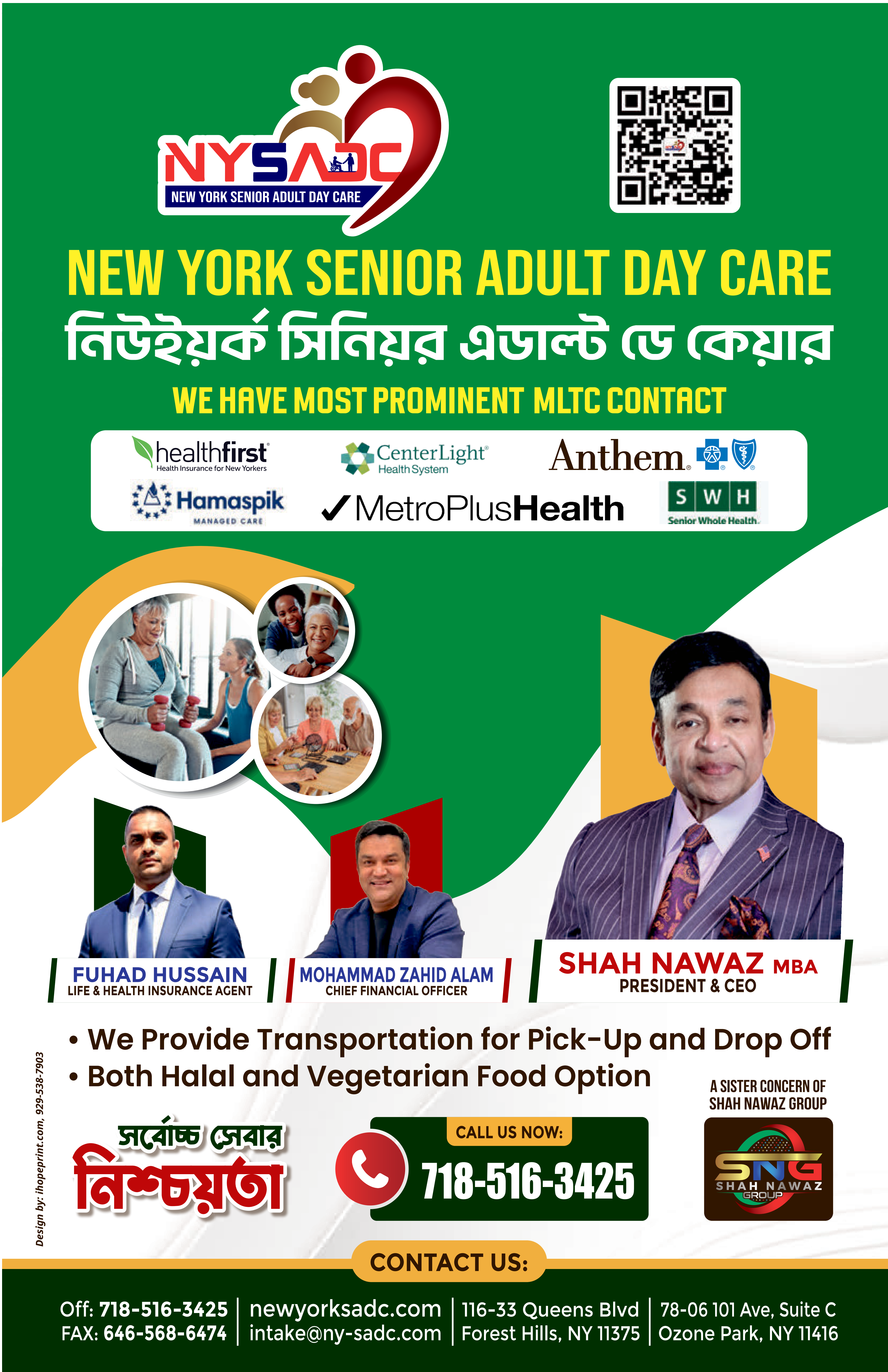
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

হবিগঞ্জ জেলা অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের বার্ষিক বনভোজন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো হবিগঞ্জ জেলা অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের বার্ষিক বনভোজন। গত ৫ জুলাই (রোববার) উৎসবমূখর পরিবেশে মিশিগান প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীরা মিলিত হয়েছিলেন এ মিলন মেলায়। হ্যারিসন টাউনশিপের সেইন্ট ক্লিয়ার মেট্রো পার্কে সারা দিনব্যাপী খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আড্ডা, রাফেল ড্র,সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যরা বার্ষিক বনভোজন উদযাপন করেন।

নীল আকাশে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করা হয়। শিশু, কিশোর, তরুণ, তরুণী, নারীরা বিভিন্ন খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন। রাফেল ড্রতে ছিল গাড়ী, আইফোনসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার। বনভোজনের আরেক আকর্ষণ ছিল ফিফা ফুটবল, অনেকে পিকনিক স্পটে বসে খেলা উপভোগ করেন। দুপুরে পরিবেশন করা হয় রকমারি স্বাদের দেশীয় খাবার।

সংগঠনের সভাপতি মো: নূর মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিন আহমেদ বনভোজনে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠান সুন্দর ও সফল করার জন্য। তারা বলেন, এ বনভোজন তথা মিলন মেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার সাথে যোগাযোগ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং এখানে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম যেন জানতে পারে আমাদের অতীত ইতিহাস, বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শেকড়ের কথা।

পাল্টা শুল্কের ৮১ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা পাল্টা শুল্ক বাবদ আদায়কৃত অর্থের মধ্যে ৮১ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় সোমবার প্রকাশিত বাজেট পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শুল্ক ফেরতের এই বিপুল উল্লম্ফন পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছে। বেশিরভাগ অর্থই ফেরত দেওয়া হয়েছে গত মে ও জুন মাসে।

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসে গত বছর আমদানিকৃত পণ্যের ওপর একতরফাভাবে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। এ নিয়ে আইনি লড়াইয়ের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট অতিরিক্ত শুল্কের বড় অংশ বাতিল করেন। ফলে শুল্ক প্রদানকারী কোম্পানিগুলোকে অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হয় সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রের চলতি অর্থবছর শুরু হয়েছে গত অক্টোবরে। বাজেট পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী, ওই সময়ের পর থেকে এ পর্যন্ত ৮১ বিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়া হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প মূলত মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, দেশের অভ্যন্তরে কারখানা চালু, ভালো বাণিজ্য চুক্তি এবং ফেডারেল বাজেটের ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে শুল্ক নীতিকে সমাধান হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এ থেকে আসা আয়ের কারণে গত বছর বাজেট ঘাটতি কিছুটা কমলেও এখন তা বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ঘাটতির পরিমাণ ২ শতাংশ বেড়ে ১ দশমিক ৩৬৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

যুক্তরাষ্ট্র কেবল তার ঋণের সুদ পরিশোধ করতেই ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে দেশটির সামরিক ব্যয় বেড়েছে ৫ শতাংশ।

মার্কিন প্রশাসনের বর্তমান সাময়িক ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্কের মেয়াদ আগামী ২৪ জুলাই শেষ হওয়ার কথা। তবে জোরপূর্বক শ্রমবিরোধী আইনের শিথিল প্রয়োগ এবং অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে হোয়াইট হাউস নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র দস্যু রাষ্ট্র হয়ে উঠছে

লুলা দ্য সিলভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী কার্গো জাহাজের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার সাও পাওলো অঙ্গরাজ্যে এক জনসমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এমন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হলে যুক্তরাষ্ট্র এক 'দস্যু রাষ্ট্রে' পরিণত হবে।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত আশারাক আল–আওসাতের খবরে বলা হয়েছে, এর আগে ট্রাম্প নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ঘোষণা দেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত সব ধরনের কার্গোর ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এ ঘোষণার পরপরই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

লুলা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বৃহৎ দেশ, যে দেশকে আমি দীর্ঘদিন ধরে জলদস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি বলে বিশ্বাস করি, তারা এখন নিজেরাই জলদস্যু হয়ে উঠতে পারে না।'

অন্যদিকে, ট্রাম্পের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিও সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ সঠিক। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ ও সুরক্ষিত চলাচল নিশ্চিত করে যে পক্ষ, তার এই সেবার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। ইরান সবসময়ই এই প্রণালীর অভিভাবক ছিল এবং চিরকাল থাকবে। অবশ্যই ২০ শতাংশ অনেক বেশি। আমরা ন্যায্য থাকব।'

গতকাল সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প আরও জানান, তিনি হরমুজ প্রণালীর ইরানি বন্দরগুলোর ওপর পুনরায় অবরোধ কার্যকর করবেন এবং ওই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত সব ধরনের কার্গোর ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। তাঁর দাবি, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যয় বহন করছে, সেই ব্যয় মেটাতেই এ অর্থ ব্যবহার করা হবে।

রুম ভাড়া

১৯১১৮-১১৫তম এভিনিউ, সেইন্ট আলবেনস, NY 11412 এ প্রাইভেট বাসার দ্বিতীয় তলায় একটি রুম ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৭৮০ ডলার। স্ট্রীট পার্কিং এভেইলেভেল। মসজিদ থেকে ২ মিনিটের দুরত্ব, বাস স্টেশন থেকে ১ মিনিট দুরত্ব। Phone: 929 258 8421 3/7/26

বেইজমেন্ট ভাড়া

আগষ্ট মাসের ১ তারিখ থেকে ওজন পার্ক এলাকায় ১০৭ এভিনিউ এবং ১০৬ স্টিটে A টেনের কাছে ভাড়া হবে। দুই রুম, কিচেন, ডাইনিং, ফুল বাথ। বাস Q 112, Q 7, Q 10, Q 34, মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ফোন: 718-928-7989 2/7/26

ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হবে

আমেরিকান এম্বাসির পূর্ব পাশে নতুন বাজার এলাকায় ৩ কাঠা জমির উপর ৬ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন ডুপ্লেক্স করা একটি বাড়ি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **যোগাযোগ: 718-924-1763** 4/2/26

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:

* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র(২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন । যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।

যোগাযোগ:

rbprinceton@yahoo.com

(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

স্বাধীনতা দিবসের দুই দিন পর মসজিদে অগ্নিসংযোগ

ফিলাডেলফিয়া

মোহাম্মদ আরিফ

যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বহুত্ববাদের দেশ হিসেবে নিজেকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মাত্র দুই দিনের মাথায় পেনসিলভানিয়ার নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়া ইসলামিক সেন্টার, যা টাইসন মসজিদ নামে পরিচিত, সেখানে পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ফেডারেল ও স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথভাবে এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাটি ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত 'হেট ক্রাইম' কি না, সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে ইতোমধ্যে ১০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

গত বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত আন্তধর্মীয় সংহতি সমাবেশে এক বিরল দৃশ্যের অবতারণা হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য, অঙ্গরাজ্যের সিনেটর, সিটি কাউন্সিল সদস্য, শেরিফ, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন কমিউনিটি নেতা। সবার কণ্ঠে ছিল একই বার্তা—ঘৃণার কোনো ধর্ম নেই, আর ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আঘাত মানেই আমেরিকার সাংবিধানিক মূল্যবোধের ওপর আঘাত।

তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী, ৫ জুলাই রোববার রাত প্রায় ২টার দিকে মুখোশধারী এক ব্যক্তি আগুন জ্বালানো একটি ব্যাগ মসজিদের প্রধান প্রবেশপথে ছুড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনাটি মসজিদের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ হয়। ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়া এক নারী খাবার সরবরাহকারী আগুন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ৯১১ নম্বরে ফোন করলে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কয়েক মিনিট দেরি হলে পুরো মসজিদটি আগুনে পুড়ে যেতে পারত।

ফিলাডেলফিয়া সিটি কমিশনার্স বোর্ডের চেয়ারম্যান ওমর সাবির বলেন, "মসজিদ শুধু নামাজের স্থান নয়; এটি একটি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র। এখানে মানুষ বিয়ে করে, জানাজা হয়, শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে। একটি মসজিদকে লক্ষ্যবস্তু করা মানে প্রতিটি গির্জা, সিনাগগ ও উপাসনালয়কে লক্ষ্যবস্তু করা।"

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ২ হাজার ৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেন। এর আগে ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস (এটিএফ) ৫ হাজার ডলার এবং কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ার) ফিলাডেলফিয়া শাখা ২ হাজার ৫০০ ডলার ঘোষণা করায় মোট পুরস্কারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়া ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি মাসুখুল ইসলাম খান বলেন, "আল্লাহর রহমতে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। কিন্তু এই মসজিদ আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি। এখানে শত শত পরিবার ইবাদত করেন, শিশু-কিশোররা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। এই হামলা শুধু একটি ভবনের ওপর নয়, আমাদের বিশ্বাস, নিরাপত্তাবোধ এবং সম্প্রীতির ওপর আঘাত। তবে ঘৃণা আমাদের পরাজিত করতে পারবে না।"

ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলের অ্যাট-লার্জ সদস্য ড. নীনা আহমেদ বলেন, ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কোনো সম্প্রদায়কে একা ফেলে রাখা যাবে না।

ফিলাডেলফিয়ার মেয়রের মুসলিম এনগেজমেন্ট বিষয়ক পরিচালক ইমাম কুয়াসিয়ার আবদুল্লাহ বলেন, "মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলেছি। আজ একটি উপাসনালয়ে হামলার জবাব দিতে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ভয় দেখিয়ে কখনো স্তব্ধ করা যাবে না।"

রকল্যান্ড রিট্রিট অ্যান্ড বুক ফেয়ার ২৫-২৬ জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাহিত্য, প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতাকে একসূত্রে গাঁথতে আগামী ২৫ ও ২৬ জুলাই নিউইয়র্কের চেস্টনাট রিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪র্থ রকল্যান্ড রিট্রিট অ্যান্ড বুক ফেয়ার ২০২৬। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে বেঙ্গলি ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটি (Bengali International Literary Society)।

চেস্টনাট রিজের থ্রিফোল্ড এডুকেশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য এ আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য— "Read. Write. Reflect. Connect."। আয়োজকদের আশা, প্রবাসী বাংলা সাহিত্যপ্রেমী, লেখক, কবি, শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের মিলনমেলায় পরিণত হবে এবারের অনুষ্ঠান।

মেলায় কবিতা, গল্প ও ছড়া পাঠের পাশাপাশি থাকবে তাৎক্ষণিক সাহিত্য রচনা প্রতিযোগিতা, অটিজম স্পেকট্রামের লেখকদের সৃজনশীল কাজ উপস্থাপনের বিশেষ পর্ব এবং লেখকদের জন্য নিজস্ব বই প্রদর্শন ও বিক্রির সুযোগ। নতুন লেখকদের মৌলিক পাণ্ডুলিপি প্রকাশের সুযোগ তৈরির উদ্যোগও থাকবে।

শুধু সাহিত্য নয়, প্রকৃতির সান্নিধ্যে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকছে বনভ্রমণ, যোগব্যায়াম, সাঁতার ও স্ট্রেচিংসহ বিভিন্ন আউটডোর কার্যক্রম। পাশাপাশি পরিবেশন করা হবে আমেরিকান ও বাঙালি খাবারের সমন্বয়ে বিশেষ খাদ্য আয়োজন। দুই দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ও পাশ্চাত্য সংগীতের পরিবেশনাও থাকবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুবোধ সরকার। উদ্বোধক হিসেবে থাকবেন ড. মোস্তফা সারওয়ার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন মোহাম্মদ নুরুল হুদা এবং সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছেন গিয়ানা মেল্লা।

অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে থ্রিফোল্ড এডুকেশনাল সেন্টার, ২৮৫ হাংরি হলো রোড, চেস্টনাট রিজ, নিউইয়র্ক ১০৯৭৭-এ।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি শ্রমিক ভিসা নিয়ে নতুন বিতর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খাতে বিদেশি মৌসুমি শ্রমিক নিয়োগের H-2A ভিসা কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাবকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদিকে কৃষি খাতের নিয়োগকর্তারা শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় এই কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন, অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠন ও রক্ষণশীল মহলের একাংশ এর বিরোধিতা করছে।

ট্রাম্প প্রশাসন যখন অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, তখন কৃষি খাতের নিয়োগকর্তা, আমেরিকান ফার্ম ব্যুরো ফেডারেশন এবং কয়েকজন মধ্যপন্থী রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা বৈধ কৃষি শ্রমিক আনার সুযোগ সম্প্রসারণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে হাউস কৃষি কমিটির চেয়ারম্যান গ্লেন থম্পসন একটি বিল উত্থাপন করেছেন, যাতে H-2A ভিসার পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে।

মূলত মেক্সিকোসহ বিভিন্ন দেশ থেকে মৌসুমি কৃষি শ্রমিক নিয়োগের জন্য চালু হওয়া এই কর্মসূচির ব্যবহার গত এক দশকে দ্রুত বেড়েছে। ২০১২ সালে যেখানে H-2A ভিসার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬২ হাজারের কিছু বেশি, সেখানে ২০২৫ সালে তা প্রায় চার লাখে পৌঁছেছে। কৃষি খাতের দাবি, দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত শ্রমিক না পাওয়ায় এই কর্মসূচির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে।

মার্কিন কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ফসল উৎপাদন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেকই বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কাজ করছেন। ফলে ব্যাপক অভিবাসন অভিযান ও নির্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য সরবরাহে বড় ধরনের সংকট তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খামার মালিকরা।

তবে H-2A কর্মসূচি নিয়ে সন্তুষ্ট নন অনেক নিয়োগকর্তাও। তাদের অভিযোগ, প্রতিটি শ্রমিকের জন্য বাসস্থান, পরিবহন ও চিকিৎসার ব্যয় বহন এবং নির্ধারিত মজুরি বৃদ্ধির কারণে কর্মসূচিটি ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। তারা আরও নমনীয় নীতিমালার দাবি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, এই কর্মসূচির আওতায় আসা শ্রমিকরা নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় শোষণের ঝুঁকিতে থাকেন। ইউনাইটেড ফার্ম ওয়ার্কার্স (ইউএফডব্লিউ) বলছে, বৈধ স্থায়ী বসবাসের সুযোগ ছাড়া শুধু ভিসা সম্প্রসারণ শ্রমিকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে কোনো সমাধান নয়। সংগঠনটির মতে, বিদেশি শ্রমিকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা স্থানীয় শ্রমবাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

রক্ষণশীল থিংক ট্যাংক হেরিটেজ ফাউন্ডেশনও বর্তমান ব্যবস্থাকে জটিল বলে উল্লেখ করলেও ভিসা সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেছে। তাদের আশঙ্কা, ভিসার সংখ্যা কার্যত সীমাহীন হয়ে গেলে তা আমেরিকান শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়াবে এবং মজুরির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

থম্পসনের প্রস্তাবিত বিলে H-2A ভিসার মৌসুমি সীমাবদ্ধতা শিথিল করে দুগ্ধ খামার, পশুপালন, বনায়ন ও জলজ চাষসহ আরও কয়েকটি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। একই সঙ্গে বর্তমানে অবৈধভাবে কর্মরত কিছু শ্রমিককে এই কর্মসূচির আওতায় আনার সুযোগ রাখা হলেও স্থায়ী বসবাসের কোনো পথ প্রস্তাব করা হয়নি।

বর্তমানে বিলটির ৫০ জন সহ-উত্থাপক রয়েছেন, যার মধ্যে চারজন ডেমোক্র্যাট। তবে হোয়াইট হাউস এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অবস্থান জানায়নি। হাউস ও সিনেটেও বিলটি নিয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত পদক্ষেপ হয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের মধ্যেই বৈধ কৃষি শ্রমিকের চাহিদা পূরণে H-2A ভিসা সংস্কার এখন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির অন্যতম আলোচিত ইস্যু হয়ে উঠেছে। কৃষি উৎপাদন, খাদ্য সরবরাহ এবং অভিবাসন নীতির ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা হবে, তা নিয়ে ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার আভাস মিলছে।

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

* Tuition is Free but there is little fee for books

• Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com

(আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠন, ৮ আগস্ট আন্তর্জাতিক স্মরণানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ৮ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক স্মরণ, শ্রদ্ধা ও ঐক্য অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (৮ জুলাই) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেস্টুরেন্টে প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি-আমেরিকান প্যাট্রিয়টসের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন এ. কে. আব্দুল কাদের।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শেখ মিজানকে প্রধান করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ড. আবিদ বাহার, ডা. জুনুন চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, রহমত উল্লাহ, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, এমদাদ চৌধুরী দীপু, মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, এ. কে. আব্দুল কাদের, আবুল কালাম আজাদ, রেজাউল করিম, নূরুল হক চৌধুরী, জাবেদ আহমদ, আব্দুল আলীম এবং দীপন গাজী।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শহীদদের আত্মত্যাগ ও আহত সংগ্রামীদের অবদান স্মরণে দ্বিতীয় বার্ষিকীকে শুধু স্মরণানুষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস, মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনা তুলে ধরার একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উদযাপন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, 'জান দেবো, কিন্তু জুলাই দেবো না' প্রতিপাদ্যে এবং শহীদ ওসমান বিন হাদির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত আন্তর্জাতিক স্মরণ, শ্রদ্ধা ও ঐক্য অনুষ্ঠান আগামী ৮ আগস্ট নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া, জুলাই বিপ্লবের শহীদদের স্মরণ, দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী সংগীত, ইসলামী নাশীদ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আর্ট ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ভিডিও ডকুমেন্টারি, উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক পর্ব, আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাঙ্ক সেশন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তি ও সংগঠনকে সম্মাননা দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে।

বক্তারা বলেন, এ আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকারকর্মী, গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামনে জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বার্তা তুলে ধরা হবে।

সভার শেষে মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও ড. শেখ মিজান অনুষ্ঠানটি সফল করতে প্রবাসী বাংলাদেশি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম, মানবাধিকারকর্মী এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

ফিলাডেলফিয়ায় গুলিতে নিহত মাহফুজুল হকের দাফন হবে ভ্যাঙ্কুভারে

উত্তর আমেরিকা অফিস

জীবন বাঁচাতে নয়, পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। হাতে ছিল একটি খাবার সরবরাহের অর্ডার। কিন্তু সেই পথই হয়ে উঠল জীবনের শেষ যাত্রা। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় ডোরড্যাশে (DoorDash) খাবার সরবরাহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন বাংলাদেশি চক্ষু চিকিৎসক ও কানাডার নাগরিক ডা. মো. মাহফুজুল হক (৪৩)।

৭ জুলাই মঙ্গলবার রাতে ফিলাডেলফিয়ার কিংসেসিং এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ৯টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর গাড়ি, ডোর ড্যাশ-এর ডেলিভারি ব্যাগ এবং রাইফেলের দুটি ব্যবহৃত খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা ঘটনাটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছেন। এখনো কোনো গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

ডা. মাহফুজুল হকের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার ভেড়িবাজার এলাকায়। তিনি প্রয়াত শিক্ষক মোজাম্মেল হক (বাঘু মাস্টার)-এর একমাত্র ছেলে। বাংলাদেশে চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও উন্নত ভবিষ্যতের আশায় উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমান। পরবর্তীতে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও সুরক্ষিত করতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি ডোর ড্যাশ-এর ডেলিভারি কর্মী হিসেবেও কাজ করছিলেন।

বিয়ের পরদিন মুয়াজ্জিনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, শোকে মামার মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় বিয়ের মাত্র এক দিন পর মসজিদের ভেতর থেকে আব্দুল মালেক (২৫) নামে এক মুয়াজ্জিনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে ভাগনের মৃত্যুর খবর সইতে না পেরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাটাক) হয়ে মারা গেছেন তাঁর আপন মামা আহিদুল ইসলাম (৪০)। বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের মুনাকাশা কাঁকড়া চৌপতি জামে মসজিদে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল মালেক ওই এলাকার মুনাকাশা গ্রামের নুরুল হকের ছেলে।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার আব্দুল মালেকের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের মাত্র এক দিন পর গতকাল মধ্যরাতে স্থানীয় মুসল্লিরা মসজিদের ভেতরে ছাদের কাঠামোর সঙ্গে আব্দুল মালেককে গলায় রশি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে ডিমলা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। এদিকে ভাগনের মরদেহ দেখতে এসে তীব্র শোক সইতে না পেরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন অহিদুল। তাঁকে জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

নিউইয়র্কে বেকারত্ব ভাতা জালিয়াতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কিথ সন্ডারলিংয়ের নেতৃত্বে বিভাগ জালিয়াতি নির্মূলে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং প্রতিটি চুরি হওয়া ডলার উদ্ধারে কাজ করবে।

শ্রম বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর নিউইয়র্কে বেকারত্ব বীমা কর্মসূচিতে ৭৫ কোটি ডলারের বেশি অনিয়মিত (Improper) পেমেন্ট এবং ৫০ কোটি ৭০ লাখ ডলারের প্রতারণামূলক (Fraudulent) পেমেন্ট শনাক্ত হয়েছে। অথচ রাজ্যটি এ পর্যন্ত প্রতারণার মাধ্যমে নেওয়া অর্থের মাত্র ২৫ শতাংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

এই স্ট্রাইক টিম গঠনের সিদ্ধান্ত জুন মাসে ঘোষিত শ্রম বিভাগের একটি জাতীয় উদ্যোগের অংশ। ওই উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের সব অঙ্গরাজ্য ও অঞ্চলের গভর্নরদের বেকারত্ব বীমা কর্মসূচির তদারকি জোরদার এবং জালিয়াতি, অপচয় ও অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারপ্রাপ্ত শ্রম সেক্রেটারি কিথ সন্ডারলিং সতর্ক করে বলেন, করদাতাদের অর্থ সুরক্ষা এবং সরকারি কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে প্রশাসনিক তহবিল স্থগিত রাখাসহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, "আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নরদের সতর্ক করছি। আমেরিকার জনগণ তাদের কষ্টার্জিত করের অর্থের অপচয়, জালিয়াতি ও অপব্যবহার আর মেনে নেবে না। কোনো রাজ্য যদি এসব চলতে দেয়, তাহলে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

শ্রম বিভাগের জুন মাসের মূল্যায়নে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয়কে বেকারত্ব বীমা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সমস্যাযুক্ত অঙ্গরাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্কে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ লাখ ডলার জালিয়াতি ও অনিয়মের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে এবং অনিয়মিত অর্থ পরিশোধের হার দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ। ক্যালিফোর্নিয়ার বিরুদ্ধে বেকারত্ব বীমা কর্মসূচিতে জালিয়াতি, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত ২ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি ফেডারেল ঋণের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ইলিনয়ে অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত বেকারত্ব ভাতার পরিমাণ ৩২ কোটি ২০ লাখ ডলার ছাড়িয়েছে।

এদিকে গভর্নর ক্যাথি হকুলের প্রশাসন জানিয়েছে, নিউইয়র্ক সরকার বেকারত্ব বীমা জালিয়াতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সহযোগিতায় প্রতারণামূলক দাবি তদন্তের পাশাপাশি প্রকৃত যোগ্য আবেদনকারীরা যাতে সময়মতো তাদের প্রাপ্য ভাতা পান, সে বিষয়েও কাজ চলছে।

এরশাদের স্মরণসভায় জিএম কাদের

বিএনপির সঙ্গে বাটোয়ারা করে জামায়াত-শিবির সব করছে

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির সঙ্গে ভাগবাটোয়ারা করে জামায়াত-শিবির সব করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। তিনি বলেন, বিএনপি, জামায়াত-শিবির এবং তাদের দোসর একদল। বাইরে নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে কিন্তু তাদের নেতাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং (বোঝাপড়া) ঠিক আছে। আসল শত্রু আওয়ামী লীগ, আর একটা ছোটখাটো শত্রু আছে–জাতীয় পার্টি।

গত মঙ্গলবার রংপুর নগরীর পল্লীনিবাসে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জিএম কাদের বলেন, ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে হয়েছে। আর ২০২৪ সালে দিনের ভোট আরও খারাপভাবে হয়েছে। এখানে দিনের ভোট রাতে হয়েছে, পরদিন সকালে হয়েছে, দুপুরে হয়েছে, আবার রাতেও হয়েছে। অনেক সময় ভোট ছাড়াই কাগজে লেখা হয়েছে কে কত ভোট পেয়েছে। এসবের যথেষ্ট প্রমাণ ও নথি আমাদের কাছে আছে। কাদের বলেন, নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকার করলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা খবর পেয়েছি, সেখানে বিএনপি, জামায়াত-শিবির ও তাদের দোসরদের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল।

দাগনভূঁঞা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের বনভোজন

রুদ্র মাসুদ

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী দাগনভূঁঞাবাসীর প্রাণপ্রিয় সামাজিক সংগঠন দাগনভূঁঞা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ ও দাগনভূঁঞা ইয়াং জেনারেশন ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৫ জুলাই) নিউইয়র্কের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত বনভোজনে নিউইয়র্ক ছাড়াও বিভিন্ন স্টেট থেকে দাগনভূঁঞার বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন।

সকাল দশটা থেকে বিকাল ৭টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে নিজেদের মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগি করেন নেন বনভোজনে অংশগ্রহণকারী। বেশীরভাগ মানুষজন ব্যাক্তিগত গাড়িতে করে গেলেও তিনটি বিলাসবহুল বাসও রাখা হয় বনভোজনে যাবার জন্য।

সকাল থেকেই স্বেচ্ছাসেবীরা আগত দাগনভূঁঞাবাসীকে বরণ করে নেন। এরপর সকালের নাস্তা, ফলমূল, চা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। বিভিন্ন পর্বে শিশুদের জন্য দৌড় প্রতিযোগীতা, ক্বিরাত প্রতিযোগীতা, বড়দের জন্য প্রীতি ফুটবল, নারী অংশগ্রহণকারীদেও জন্য বালিশ খেলা, সুই-সুতো দৌড়সহ বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রবাসী দাগনভূঁঞার বাসিন্দদের মধ্যে এবছর ব্যাচেলর ডিগ্রী অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থী ও কুরআনে হাফিজদের সম্মাননা প্রদান কর হয়। সর্বশেষ আয়োজন ছিলো র‍্যাফেল-ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

দুপুরে জোহরের নামাজ আদায়ের পর অংশগ্রহণকারীরা মধ্যাহ্নভোজে অংশ গ্রহণ করেন সারিবদ্ধভাবে। বনভোজনে সংহতি জানাতে অংশ নেন মুলধারার রাজনীতিবিদ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা নাইম টুটুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁঞা, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, উপদেষ্টা মালেক খান, সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি এএসএম মাইনউদ্দিন বাবলু প্রমুখ।

ইসরায়েলের বিপক্ষে ভোট শতাধিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

টমাস মাসির প্রস্তাবিত এই সংশোধনীটি শেষ পর্যন্ত ১০৪-৩১৪ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। তবে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ১০৩ জন ডেমোক্র্যাট (এবং ১ জন রিপাবলিকান) এই সহায়তা বন্ধের পক্ষে ভোট দেন। এর বিপরীতে ৯৮ জন ডেমোক্র্যাট বিপক্ষে ভোট দেন এবং ১০ জন ভোটদানে বিরত ('প্রেজেন্ট') থাকেন। এমনকি ডেমোক্র্যাটিক শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে সংখ্যালঘু নেতা (মাইনোরিটি লিডার) হাকিম জেফরিস ও পিট অ্যাগুইলার বিলের বিপক্ষে ভোট দিলেও, হুইপ ক্যাথরিন ক্লার্ক এটির পক্ষে ভোট দেওয়ায় দলের ভেতরের বিভক্তি চূড়ান্ত রূপ নেয়।

প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা তাঁদের দলের এই যুগান্তকারী পরিবর্তনকে উদযাপন করেছেন। কারণ এবারই প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিরা ইসরায়েলে কোটি কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা বন্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। মাত্র দুই বছর আগে অনুরূপ একটি ভোটের মুখোমুখি হওয়ার সময় মাত্র ৩৭ জন ডেমোক্র্যাট ইসরায়েলে সহায়তা বন্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

ভোটের পর কংগ্রেসনাল প্রোগ্রেসিভ ককাসের নেতা ডেমোক্র্যাটিক রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রেগ ক্যাসার বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য ভাবুন। আজ থেকে শুরু করে, এই ভবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্র্যাটরা ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর কাছে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র পাঠানোর পক্ষে ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এটি নেতানিয়াহুকে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠায় যে, তাঁর যুদ্ধ এবং তাঁর যুদ্ধাপরাধের জন্য একটি জবাবদিহিহীন ব্ল্যাঙ্ক চেক (উন্মুক্ত ছাড়পত্র) দেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে; অন্তত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ থেকে।'

গ্রেগ ক্যাসার আরও বলেন, আমি মনে করি এই ঐতিহাসিক ভোটের পর এই ইস্যুতে কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে না।

দলের অভ্যন্তরীণ ফাটল এড়াতে ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা (হুইপ) জারি না করে সদস্যদের নিজেদের বিবেক অনুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

পক্ষে ভোট দেওয়া ক্যাথরিন ক্লার্ক অবশ্য স্বীকার করেছেন, রিপাবলিকানদের আনা এই প্রস্তাবটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল; কারণ এটি গাজার ফিলিস্তিনিদের মানবিক সহায়তাও বন্ধ করতে চেয়েছিল। তবে মার্কিন আইন ও মূল্যবোধ অমান্যকারী দেশকে সামরিক সহায়তা না দেওয়ার কঠোর বার্তা দিতেই তিনি এর পক্ষে অবস্থান নেন।

অন্যদিকে ভোটদানে বিরত থাকা জ্যারেড হাফম্যান বলেন, বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য নীতি পরিবর্তনের এক তীব্র সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কাজ করছে।

বাংলাদেশকে ধন্যবাদ দিল আর্জেন্টিনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেটি আরেক মাত্রা পেয়েছে। ডালাসে জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে এমিলিয়ানো মার্তিনেস চলে গিয়েও এই প্রতিবেদকের ডাকে আবার ফিরে এসেছিলেন। সেটা যেন একজন সাংবাদিকের কাছে 'মোমেন্ট অব দ্য ক্যারিয়ারে'র মতো। 'বাংলাদেশ' শুনেই ফিরে এসে বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক বলেছিলেন, 'ও, বাংলাদেশ। আমি বাংলাদেশকে পছন্দ করি।' প্রতিবেদক তাঁকে বাংলাদেশের ভক্তদের নিয়ে কিছু বলতে বললে মার্তিনেস বলেন, 'আমি বাংলাদেশের ভক্তদের অনেক ভালোবাসি। সেখানে গিয়েছিলাম (২০২৩ সালে)। সত্যিই দেশটাকে ভালোবাসি।' এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সৌজন্যে শুধু বাংলাদেশেই নয়, ছড়িয়ে পড়ে পুরো ফুটবল পৃথিবীতেই। যেটির প্রমাণ বিশ্বকাপজুড়ে পেয়েছি।

আটলান্টায় আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের সেমিফাইনালের আগে আবারও আলোচনায় বাংলাদেশ। আটলান্টা স্টেডিয়ামে হাজারের কাছাকাছি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনকক্ষে একের পর এক প্রশ্ন ধেঁয়ে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির দিকে। বেশির ভাগ প্রশ্নই সেমিফাইনাল ঘিরে। টেকনিক্যাল প্রশ্ন তো ছিলই, এমনকি আর্জেন্টিনা কেন অ্যাওয়ে জার্সি পরে খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, এ প্রশ্নও হলো। এত সাংবাদিকের ভিড়ে বাংলাদেশি কারও প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়ার খুব বেশি যৌক্তিকতা নেই, যেহেতু বাংলাদেশ ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে এক আলোকবর্ষ দূরে। তবু শেষ দিকে একটা প্রশ্ন করার সুযোগ মিলল এই প্রতিবেদকের।

নিজের দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে স্কালোনিকে প্রশ্নটা ছিল, আপনাকে কোনো টেকনিক্যাল প্রশ্ন নয় (অসংখ্য টেকনিক্যাল প্রশ্ন আসলে হয়ে গেছে), বরং সাধারণ এক প্রশ্ন করি। ইংরেজিতে প্রশ্ন শুনেই দ্রুত অনুবাদক অ্যাপের হেডফোন কানে নিলেন আর্জেন্টিনা কোচ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা জানেন বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার লাখ লাখ উৎসাহী সমর্থক রয়েছেন। আগামীকাল (আজ) আর্জেন্টিনা আরেকটি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের যেসব ভক্ত আপনাদের সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন, তাঁদের উদ্দেশে কী বার্তা দিতে চান?

স্কালোনি তাঁর স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমাদের প্রতিবারই বিস্মিত করে। আর্জেন্টিনা থেকে এত দূরের একটি দেশ, তবু আপনাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা সত্যিই অভূতপূর্ব। আপনাদের দেশে মানুষকে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে গর্বের সঙ্গে দেখতে পাওয়া আমাদের জন্য এক অনন্য অনুভূতি। আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দুই-তিনবার কৃতজ্ঞতার সুরে 'গ্রাসিয়াস' শব্দটা উচ্চারণ করলেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনা কোচের মুখে এমন কৃতজ্ঞতা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এটা বাংলাদেশের শুধু আর্জেন্টিনা সমর্থকদেরই নয়, সব বাংলাদেশি ফুটবলপ্রেমীরই কাছে ভালো লাগার বিষয়। এতে যেন প্রমাণ হয়, বিশ্বকাপে খেলার না সুযোগ মিললেও 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে'র অংশীদার বাংলাদেশও। এতে প্রমাণ হয়, আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের জন্য গলা ফাটানো নিরর্থক নয়, বরং যথেষ্ট অর্থবহ ও যৌক্তিক। বাংলাদেশের মানুষও খুব ভালো করেই চেনে সেই শৈশব—মোজা গুটিয়ে বানানো বল, জুতা দিয়ে গোলপোস্ট চিহ্নিত করা, আর গলিতে হঠাৎ শুরু হয়ে যাওয়া ফুটবল ম্যাচ। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো এখানেও ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি মানুষের পরিচয়, আবেগ আর একাত্মতার ভাষা।

সেই ভাষা হতে পারে বাংলা, হতে পারে স্প্যানিশ-পর্তুগিজ, কিন্তু তা এক বিন্দুতে মিলিয়ে একটি চর্মগোলক, নাম তার ফুটবল। ফুটবল বিশ্বকাপ তাই না খেলেও খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের মহারণের আগে আসে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। ফুটবল ছাপিয়ে অযুত-নিযুত বাংলাদেশি ফুটবলপ্রেমীর কাছে এটা বড় প্রাপ্তি কি নয়?

সুরের সম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলের প্রতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবাঙালি দর্শকদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। ঠিক ৬টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত এই আয়োজন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় ডা. ফারুক আজম অতিথিদের সালাম ও নমস্কার জানিয়ে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বিশ্বকাপের উন্মাদনার মধ্যেও যারা সঙ্গীতের এই সন্ধ্যাকে বেছে নিয়েছেন, তাদের প্রতি রয়েছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এরপর তিনি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান এই আয়োজনের স্বপ্নদ্রষ্টা, সঙ্গীতপ্রেমী ও মূল উদ্যোক্তা শামসুল হককে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে শামসুল হক জানান, কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকেই এই আয়োজনের জন্ম। এরপর ডা. ফারুক আজম মঞ্চে ডাকেন তাঁর সহ-উপস্থাপিকা, গুণী শিল্পী অজন্তা সিদ্দিকীকে।

ফারুক আজম ও অজন্তা সিদ্দিকীর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় শুরু হয় আশা ভোঁসলের সঙ্গীত জীবনের এক অনন্য যাত্রা। সংক্ষিপ্ত সময়ে তাঁরা তুলে ধরেন এই কিংবদন্তির প্রায় আট দশকের সঙ্গীত অভিযাত্রা।

আশা ভোঁসলে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীত ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর হাজার হাজার গান, শত শত চলচ্চিত্রে তাঁর কণ্ঠের উপস্থিতি এবং বিশ্বজুড়ে তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনের বিশালতাকে কয়েক ঘণ্টার মঞ্চে তুলে ধরা ছিল নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল কয়েকটি পর্বে।

প্রথমেই আসে আশা ভোঁসলের দ্বৈত কণ্ঠের গান—যেখানে তাঁর সঙ্গে মিশে আছে মোহাম্মদ রফি, কিশোর কুমার, মান্না দে-সহ উপমহাদেশের আরও অনেক কিংবদন্তি শিল্পীর কণ্ঠ। অভি শুক্লার সঙ্গে গায়ত্রী শর্মা, বিদিশা মুখার্জি ও জয়ন্তীর পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

ক্লাসিক্যাল ও সেমি-ক্লাসিক্যাল পর্বে উঠে আসে আশা ভোঁসলের শিল্পীসত্তার অন্য এক দিক। বিশেষ করে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত *উমরাও জান* ছবির গানগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর কণ্ঠের গভীরতা ও পরিশীলন।

আরেকটি আকর্ষণীয় পর্ব ছিল "আশা-পঞ্চম"—আশা ভোঁসলে ও আর ডি বর্মণের ঐতিহাসিক সঙ্গীত জুটিকে ঘিরে। উপস্থাপনায় বলা হয়, এই জুটি শুধু গান তৈরি করেননি, তাঁরা ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতে নতুন এক ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন। প্রচলিত ধারাকে ভেঙে তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন আধুনিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন।

এরপর আসে আশা ভোঁসলের বাংলা গানের পর্ব। জনপ্রিয় বাংলা গানগুলো দর্শকদের মধ্যে নতুন উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। বিদিশা মুখার্জি, দিলীপ মুখার্জি, তনিমা, তিথি, রিক্তা, রাজীব সরকারসহ শিল্পীদের পরিবেশনা ছিল প্রশংসনীয়।

হিন্দি ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিবেশনায় বিশেষভাবে নজর কাড়েন অসমের জনপ্রিয় শিল্পী গায়ত্রী শর্মা এবং মোহাম্মদ রফির একনিষ্ঠ ভক্ত অভি শুক্লা। তাঁদের কণ্ঠে ছিল পেশাদারিত্ব ও আবেগের সুন্দর সমন্বয়। মনে হচ্ছিল, তাঁরা যদি ভারতের বড় কোনো মঞ্চে নিয়মিত সুযোগ পেতেন, আরও বড় পরিচিতি অর্জন করতে পারতেন।

অজন্তা সিদ্দিকী, শাব্বির আহমেদ, বিদিশা মুখার্জি, আঁখি ও জয়ন্তীর পরিবেশনাও ছিল উপভোগ্য। শাহীন হক ও আশরাফুল শামীমের গান দর্শকদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি করে। সিনিয়র শিল্পী সোনালের পরিবেশনা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতের পাশাপাশি নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ফাহমিনা জব্বার ও সারিনা। আশা ভোঁসলের গানের সঙ্গে তাঁদের নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়।

প্রায় চার ঘণ্টার এই দীর্ঘ আয়োজন নিয়ে কারও কারও মন্তব্য ছিল—সময় ব্যবস্থাপনায় আরও কিছুটা সংযম থাকলে অনুষ্ঠানটি আরও গতিশীল হতে পারত। কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও আরও পরিমার্জিত পরিকল্পনায় এটি হয়তো আরও স্মরণীয় হয়ে উঠত। তবে এতজন গুণী শিল্পীর একসঙ্গে এমন চমৎকার পরিবেশনা দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়েছে—এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মঞ্চসজ্জায় আশা ভোঁসলের ছবি ও নান্দনিক আয়োজনের কৃতিত্ব আশরাফুল শামীমের। গানের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গতে ছিলেন—লিড গিটারে নাইস, কী-বোর্ডে অতীশ মিত্র, অক্টোপ্যাডে তুষার দত্ত, তবলায় রবিশংকর ভট্টাচার্য এবং বাস গিটারে আকাশ। সাউন্ড নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সৈয়দ; পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে শব্দ ব্যবস্থাপনায় ছিল চমৎকার সমন্বয়।

খাবার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আব্দুল লতিফ। টিকিট সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করেছেন সাদি হোসেন ও আনিস। ফারুক আজম ও অজন্তা সিদ্দিকীর সাবলীল উপস্থাপনা পুরো আয়োজনকে প্রাণবন্ত রেখেছে।

সবশেষে কৃতিত্ব দিতে হয় শামসুল হককে—এতজন উচ্চমানের শিল্পীকে একত্রিত করে তিনি প্রবাসে এমন একটি সঙ্গীত সন্ধ্যা উপহার দিয়েছেন, যা দীর্ঘদিন দর্শকদের স্মৃতিতে থাকবে। আশা ভোঁসলের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল আসলে সুরের প্রতি ভালোবাসার এক অপূর্ব উদযাপন।

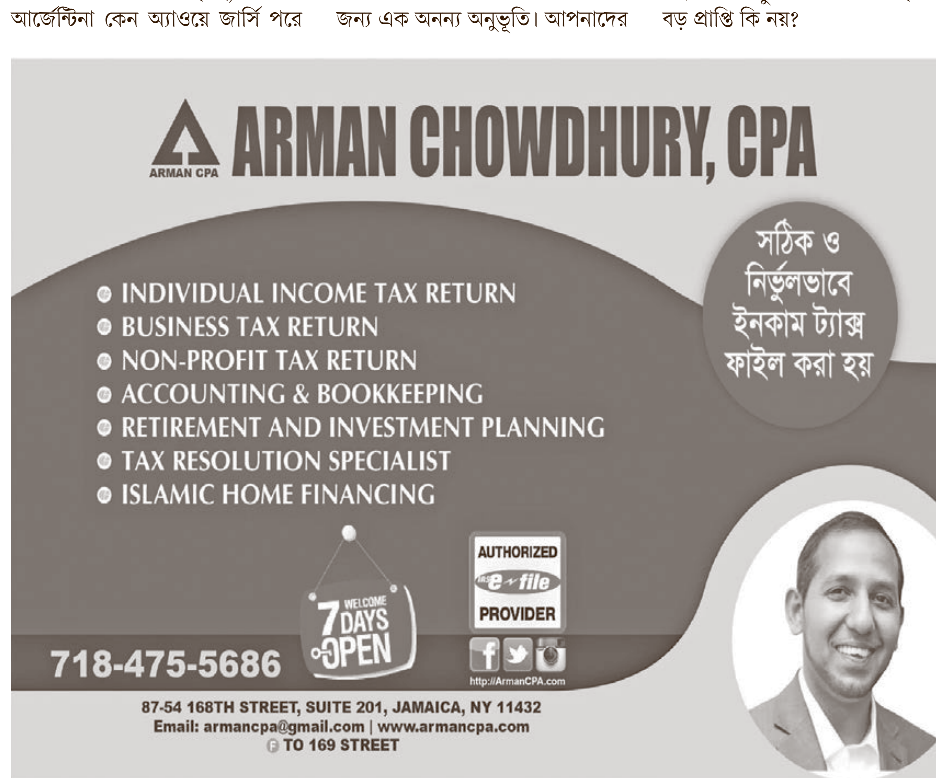

ব্রঙ্কসে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নবনির্বাচিত কমিটির শুভেচ্ছা বিনিময়

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের এক শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৮ জুলাই) সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার বাংলাবাজারে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি মো. সেবুল মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

মতবিনিময় সভায় ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত এবং মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমানসহ যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা রেজা আব্দুল্লাহ, সাবেক দপ্তর সম্পাদক ছাদেকুর রহমান, সোয়েব আহমেদ, আল মামুন সরকার, জহুরুল ইসলাম, রিটন সরকার, রেজাউল হক রুহেল, মাসুদুর রহমান শাহীন, তোফাজ্জল আলী, তাজ উদ্দিন ও রুপচান মিয়াসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নবনির্বাচিত সভাপতি সেবুল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। নতুন কমিটির নেতৃত্বে প্রবাসে যুবলীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

সৌজন্য সাক্ষাতের আগে যুবলীগের নবনির্বাচিত ও সাবেক নেতৃবৃন্দ গুরুতর অসুস্থ যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল আহমেদকে দেখতে তার ক্যাসল হিলের বাসভবনে যান। নেতৃবৃন্দ তার পাশে কিছু সময় কাটান, চিকিৎসকদের কাছ থেকে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পরে তার দ্রুত রোগমুক্তির জন্য দোয়া কামনা করেন।

স্টান্টবাজ শিক্ষামন্ত্রী চাই না: হাসনাত আবদুল্লাহ

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘শিক্ষামন্ত্রী যাদের ফার্মের মুরগি বলছেন, তাদের জন্যই আপনি শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। তাদের জন্যই শিলং থেকে এসে সংবিধান বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। তাদের জন্যই লন্ডন থেকে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সাধারণ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ছাত্রদল মাদকাসক্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। এই স্টান্টবাজ শিক্ষামন্ত্রী আমরা চাই না।’

মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া চৌরাস্তা মোড়ে পদযাত্রা ও সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দম্ভ করে বললেন, সংবিধান সংস্কার কমিটি সংবিধানে নেই। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন ২০২৬ সালে হওয়ার কথা ছিল না। সংবিধান অনুযায়ী বিএনপির নেতা-কর্মীদের থাকার কথা ছিল ধানখেতে।’

জকিগঞ্জ সোসাইটি অব ইউএসএ’র বনভোজন ২ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জকিগঞ্জবাসীদের অন্যতম সংগঠন জকিগঞ্জ সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক আগামী ২ আগস্ট রোববার তাদের বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করেছে। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের পেলহাম বে পার্কে (Pelham Bay Park) দিনব্যাপী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।

সংগঠনের প্রকাশিত আমন্ত্রণপত্রে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত জকিগঞ্জের প্রবাসীদের মিলনমেলায় অংশ নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, পরিবার-পরিজন নিয়ে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী এতে অংশ নেবেন।

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচনে ‘কুনু-ফিরোজ’ পরিষদের মতবিনিময়

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ‘কুনু-ফিরোজ’ পরিষদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ জুলাই সন্ধ্যায় পার্কচেস্টার বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারির সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কাজী তোফায়েল, অধ্যাপক আব্দুল বাসিত ও বাবুল চৌধুরী। সভায় ব্রঙ্কস এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ভোটাররা অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ফুল মিয়া, মাইনউদ্দিন নটু, বেলাল উদ্দিন ফকরু, মামুন ইসলাম, কাজী হাসান, সৈয়দ মোহাম্মদ আনসার আলী প্রমুখ।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

নেতৃত্বের দায় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তর

শেখর ভট্টাচার্য

যারা মানুষের আচরণের সংস্কৃতি বিষয়ে কৌতূহলী এবং মনোযোগী, তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন—স্বাভাবিক কথামালায় আমাদের স্বর অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। সমাজে বিভেদ, বিভক্তি যত বেড়ে যায়, প্রতিহিংসাও সমতালে বৃদ্ধি পায়। মানুষের স্বাভাবিক স্বর অস্বাভাবিকভাবে উঁচুতে উঠতে থাকে। আক্রমণাত্মক হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। বাঙালি স্বভাবজাতভাবে কিছুটা উচ্চস্বরে যোগাযোগে অভ্যস্ত। সমসাময়িক কালে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে মার্জিত, চিন্তা-উদ্রেককারী বক্তব্য খুব কম শোনা যায়। সকলেই ভাবেন, স্বর যত উচ্চ হবে, শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য তত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে খুব বেশি চিন্তা না করলেও চলে, বক্তব্যের শালীনতাও চিন্তার বিষয় নয়। অশালীন শব্দের অধিকতর ব্যবহার বক্তব্যকে ক্ষমতায়িত করে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের পেছনে যুক্তির কোনো অভাব নেই। ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে বিশ্বখ্যাত বিপ্লবীদের কথাও শোনা যায়। অনেকেই প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বা সূত্র ছাড়াই বলে থাকেন, ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা অশ্লীল শব্দাবলীর চর্চা নিয়মিত করতেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাই আমরা মহাজ্ঞানী চে কিংবা কাস্ত্রোর মতো গড়ে তুলছি। তাই মনে হয়, সংস্কৃতি বিনির্মাণের পথের পথিকদের আমাদের "চরৈবেতি" বলা মহৎ কর্ম। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্রে আমরা মহানন্দে, মুক্তভাবে অশ্লীলতার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি বাক্স্বাধীনতার নামে।

ষাটের দশকে জন্ম। লেখাপড়ার দৌড় খুব সীমিত। চে গুয়েভারার অশ্লীল শব্দচর্চার দর্শনের কথা জানা নেই। তবে মানুষ হিসেবে এতটুকু বুঝি, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যতই অশ্লীলতা প্রবেশ করবে, সামাজিক সংস্কৃতি ততই অগ্রহণযোগ্য এবং পশ্চাৎপদ হতে থাকবে দ্রুত। যেহেতু ষাটের দশকে জন্ম, আন্দোলন, অভ্যুত্থান, যুদ্ধ দেখেই বড় হয়েছি। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন কীভাবে সংগঠিত হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে গেছে। বড় বড় জাতীয় নেতাকে সামনে থেকে দেখার এবং বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। রসসিক্ত, ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এসব মহান নেতার মেঠো বক্তৃতাতেও কখনো সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল অশ্লীলতার ইঙ্গিত পাইনি। মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, মনি সিংহের বক্তব্যে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখিনি। ভিন্ন আদর্শের নেতাদের মতাদর্শের বিরোধিতা করতে দেখেছি, কিন্তু এ কারণে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কোনো বক্তব্য শুনতে পাইনি। সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির মাঠের মেঠো বক্তৃতা, দেয়াললিখন ও স্লোগানে যখন উচ্চারণ-অযোগ্য খিস্তি-খেউড়ের দৌরাত্ম্য দেখি, তখন মনে হয় সময়ের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছি বোধ হয় আমরা বহু মানুষ। আশার কথা, এখনও অগণন রাজনৈতিক নেতা ও নাগরিক সমাজের সদস্য বিশ্বাস করেন, এসব খিস্তি-খেউড় বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির অংশ নয়। মানুষের মুখের ভাষাই মূলত রাজনীতি এবং সমাজের ভাষা। নির্লিপ্তভাবে উচ্চারিত এসব অশ্লীল শব্দাবলি ক্ষণিকের জন্য চমক সৃষ্টির উপাদান মাত্র; এসব বক্তব্য দীর্ঘমেয়াদি আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হবে।

ভাষা, শ্রেণি ও সমাজের একটি সভ্য কাঠামো রয়েছে। এই কাঠামো ভেঙে যাওয়ার জন্য দুঃখবোধ, ভাঙন রোধের জন্য সামাজিক অভিভাবকদের নির্লিপ্ততা, উদাসীন আচরণ মোটেই কাম্য নয়। ভয়ের দিক হলো, সমাজের বাতিঘর হিসেবে যাদের আমরা চিহ্নিত করে রেখেছিলাম, তারা কেউ এর প্রতিবাদ করছেন না। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ বলার চেষ্টা করছেন, এটি ভাষার রূপান্তর বা বদলে যাওয়া। এটি নতুন প্রজন্মের নতুন অভিব্যক্তি। যদিও তারা গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে এরকম অস্বাভাবিক বাঁকবদলের নজির কখনো দেখা যায়নি।

অশ্লীলতার বৈধকরণ যারা করছেন, তারা অনেকেই সমাজের জ্ঞানী মানুষ হিসেবে পরিচিত। তারা সমাজের নৈতিকতার দেয়াল ভাঙার জন্য উৎসাহ প্রদান করছেন। নেতৃত্বের আসন থেকে 'অশ্লীলতা বৈধ'—এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা পরবর্তী প্রজন্ম এবং সমাজকে নিশ্চিতভাবেই

আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত, লক্ষ্যহীন বিবর্তন চাই না। আমরা চাই এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে আলোচনার গভীরতা থাকবে, সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে। মার্জিত, রুচিসম্পন্ন স্লোগান, দেয়াললিখন ও মেঠো বক্তৃতায় জাতি নতুন পথের সন্ধান পাবে।

আরও গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। গবেষণা না করেই এ কথা বলা যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, অশ্লীল শব্দ এবং বাক্যগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সরাসরি নারীদের উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশের নৈতিকতায় মাতৃজাতির প্রতি অভাবনীয় শ্রদ্ধার জায়গা নির্দিষ্ট করা ছিল এবং এ বিষয়ে সমাজের সকলেই একই সুরে কথা বলতেন। সংবেদনশীল কোনো মানুষ যখন উন্মুক্ত আকাশের নিচে অশ্রাব্য শব্দে মাতৃজাতির প্রতি অপমানসূচক স্লোগান তোলেন, তখন আমাদের সামগ্রিক সংস্কৃতির মানের অবস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে পারা যায় না। অসভ্যতাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দেওয়া কিংবা নীরবতার সংস্কৃতি পালন করাকে দায়িত্বশীল, দেশপ্রেমিক নাগরিকের লক্ষণ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। দায় না থাকলে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অভিভাবকত্বের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। নির্লিপ্ততা, এড়িয়ে যাওয়া, উদাসীনতার দায় কিংবা জবাবদিহিতা সামাজিক অভিভাবকদের একসময় বহন করতে হবে—এ কথা মনে রাখা উচিত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্রুত অধঃপতনের এই সময়ে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির কথা নিয়ত শুনে থাকি। তবে যারা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাজনীতির জন্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তারা নিশ্চয় জানেন যে আক্রমণাত্মক যোগাযোগ সমাজে প্রতিহিংসা বাড়িয়ে দেয় এবং রাজনীতিতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এরকম অস্থির এক সময়ে নানা ভাবে বিভক্ত সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি চর্চার কথা অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক বয়ান বলে মনে হয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক চর্চার প্রয়োজন। সব কিছুর পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিশুদ্ধকরণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের সদস্য, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পূর্বে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। সাধারণ নাগরিকদের কর্ণকুহরে বহু মধুর শব্দ এবং বাক্য এখনও অনুরণন করে বেড়াচ্ছে। নির্বাচনের পর সব পথ, সব মত বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হবে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে সবচেয়ে সাহসী উচ্চারণ আমরা শুনেছি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কণ্ঠে।

গণতন্ত্রের মৌলবাণী হচ্ছে শত ফুল বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করা। নির্বাচনী জনসভায় আমরা ডানপন্থী দলগুলোর কাছ থেকেও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এবং রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে, ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বাম প্রগতিশীল দলগুলোর নবগঠিত জোট 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট'-এর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তারেক রহমান বলেছিলেন, একটি আধুনিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আস্তিক-নাস্তিক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কিংবা সংশয়বাদী—সকল শ্রেণির মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। (৫ জানুয়ারি ২০২৬, দৈনিক বাংলা) যারা রাজনীতিতে সক্রিয় নন, উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তারা অনেকেই এরকম সাহসী উচ্চারণ শুনে নড়ে-চড়ে ওঠেন।

সাতচল্লিশের পর থেকে আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অঙ্গীকারের কথা শুনে আসছি। পাকিস্তানের তেইশ বছর, স্বাধীন বাংলাদেশের পঞ্চান্ন বছর অতিক্রম করার সময়ও আমরা একই অঙ্গীকারের কথা শুনছি। প্রশ্ন হলো, আমরা কি অনেক দূর অতিক্রম করেও যাত্রা শুরুর বিন্দুতেই অবস্থান করছি? মনে রাখতে হবে, ভৌত কাঠামোর উন্নয়নের চেয়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানোন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। ভৌত কাঠামোর উন্নয়নের সঙ্গে যদি আমাদের সংস্কৃতির উন্নয়ন না ঘটে, তাহলে উন্নয়ন কখনো টেকসই হবে না। ভৌত কাঠামো বালির বাঁধের মতো ভেঙে যাবে।

ফিরে আসি রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনায়। অশ্লীলতার নহর বয়ে যাওয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভেতর থেকে ঐক্যবদ্ধ, সভ্য, গণতান্ত্রিক জাতি গঠন কি সম্ভব? এ জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্লেটো, এরিস্টটল কিংবা মার্ক্স পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জাতিকে কদর্য পথ থেকে ফেরানোর জন্য সামাজিক অভিভাবক, বিশেষ করে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিকসহ সব শ্রেণির মানুষের সচেতন প্রয়াস খুব জরুরি। রাজনৈতিক ভাষার বিবর্তন, রূপান্তর ঘটবে—এ কথা মনে রেখেই এগোতে হবে। বিবর্তন মানে বিপথে গমন নয়। বিবর্তন হলো কাঙ্ক্ষিত জাতীয় স্বপ্নের গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা। মনে রাখতে হবে, আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত, লক্ষ্যহীন বিবর্তন চাই না। আমরা চাই এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে আলোচনার গভীরতা থাকবে, সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে। মার্জিত, রুচিসম্পন্ন স্লোগান, দেয়াললিখন ও মেঠো বক্তৃতায় জাতি নতুন পথের সন্ধান পাবে। এরকম লক্ষ্যে যদি জাতীয় ঐক্য গড়ে না ওঠে, তাহলে আমাদের সার্বিক উন্নয়নের সব চেষ্টা যে দূর আকাশে উবে যাবে—এরকম উপসংহারে পৌঁছানো অন্যায় কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

ইচ্ছে হলেই কি শতবর্ষী গাছ কাটা যায়

ড. বিভূতি ভূষণ মিত্র

পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক গাছ কোনটি? গাছের নামটি বলার আগে আরেকটি তথ্য জানিয়ে দিই—এটি সেই গাছ, যার নিরাপত্তার জন্য সঠিক অবস্থান গোপন রাখা হয়েছে। গাছটির নাম হলো মিথুসেলাহ। এটি একধরনের পাইনগাছ, যার বয়স প্রায় ৪ হাজার ৮৫০ বছরের বেশি। একবার ভাবুন, একটি গাছকে যেন হুমকিতে না পড়তে হয়, সে জন্য তার অবস্থানই গোপন রাখা হয়েছে! আর আমাদের দেশে শতবর্ষী গাছগুলোর কী হচ্ছে!

শতবর্ষী গাছ হলো সেসব গাছ, যেগুলোর বয়স ১০০ বছরের বেশি হয়েছে। অন্যান্য গাছের তুলনায় শতবর্ষী গাছ পরিবেশের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এসব গাছ প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কমায়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও মাটিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের অনেক জায়গা শতবর্ষী গাছের জন্য বিখ্যাত। যেমন, যশোর রোডের গাছ। যশোর রোড ঐতিহাসিক কারণে বিখ্যাত হলেও শতবর্ষী গাছের জন্যও এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যশোর রোডে অনেক শতবর্ষী কড়ইগাছ রয়েছে। নড়াইল জেলায়ও শতবর্ষী গাছ রয়েছে। এখানে এমন অনেক গাছ আছে, যার বয়স ২০০ বছরের বেশি। চট্টগ্রামের সিআরবি এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজও শতবর্ষী গাছের জন্য পরিচিত। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে শতবর্ষী জোড়া বট-পাকুড় এখন দর্শনীয় স্থান।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এসব শতবর্ষী গাছ কাটার সংবাদ। কিছুদিন আগে নড়াইলে কাটা হলো শতবর্ষী গাছ। একটি তথ্যমতে, নড়াইলে গত এক দশকে পাঁচ শতাধিক শতবর্ষী গাছ কাটা হয়েছে। সেখানে ৫০ বছরের বেশি বয়সী গাছের তালিকা করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেও কোনো কাজ হয়নি। এমনকি স্থানীয়দের মতে, যে বন বিভাগের দায়িত্ব এসব সংরক্ষণের, তারাও উদাসীন। আরেকটি পত্রিকার তথ্যমতে, দেয়াল বা বাগান করতেও চট্টগ্রামে কাটা হয়েছে শতবর্ষী গাছ। মার্চে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্প্রতি শত বছরের পুরোনো গাছ কেটেছে। তারা বন বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই গাছগুলো কেটেছে। এ রকম অসংখ্য সংবাদ রয়েছে শতবর্ষী গাছ কাটার।

অথচ বাংলাদেশে বন ও গাছ সংরক্ষণ আইন রয়েছে। শতবর্ষী গাছ সুরক্ষায় আইন কঠিন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বন বিভাগ কর্তৃক বিপদাপন্ন বা সংরক্ষিত বা ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষগুলোর মধ্যে প্রাচীন ও শতবর্ষী গাছও অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব তালিকাভুক্ত গাছ কোনোভাবেই কাটা যাবে না। সংরক্ষিত বা বিপন্ন গাছ কাটলে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা জরিমানা ধরা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাণিজ্যিক বাগান ছাড়া অন্য কোনো গাছে পেরেক ঠুকলেও সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। আইন অনুযায়ী বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বন, সামাজিক বন, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণপরিসরে গাছ কাটা ও অপসারণ করা যাবে। গাছ কাটার আবেদন মঞ্জুর হলেই শেষ হয়ে গেল না। বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে কর্তিত গাছের বিপরীতে আবেদনকারী একই এলাকায় নির্দিষ্ট প্রজাতি ও সংখ্যার গাছ রোপণ করেছে কি না। তবে রোগাক্রান্ত গাছ, ঝড়ে পড়া গাছ, সড়ক যোগাযোগে বাধা সৃষ্টিকারী গাছ, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, ভারী বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো গাছ কাটার ক্ষেত্রে আবেদন করতে হবে না।

বিশ্বের অনেক জায়গায় গাছ কাটা নিয়ে বেশ কিছু আইন আছে। যেমন, ইউপি ট্রি সংরক্ষণ আইন। এটি সংশোধিত হয় ২০১৭ সালে। এই আইন অনুযায়ী নিম, আম, মহুয়া, পিয়াল ইত্যাদি গাছ কাটার আগে অনুমতি নিতে হয়। এই আইনে এ-ও বলা আছে, যদি একটি বড় গাছ কাটা হয়, তবে তার বিপরীতে জন্য ১০টি ছোট গাছ লাগাতে হবে। ১০টি ছোট গাছ লাগাতে যদি জমি কম পড়ে, সে ক্ষেত্রে বাকি জমি বন বিভাগকে দিতে বলা হয়েছে। ১৯২৭ সালের ভারতীয় বন আইন অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যে গাছ কাটা বন্ধে বিধিনিষেধ রাখার কথা বলা হয়েছে। এখানেও গাছ কাটার জন্য অনুমতি এবং অনুমতি ছাড়া গাছ কাটলে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের কথা বলা আছে। ২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বনাঞ্চল সংরক্ষণ আইনেও গাছ কাটা বন্ধে বলা হয়েছে, বনাঞ্চলের কোনো গাছ কাটা যাবে না। তবে আগাছা-জাতীয় গাছ কেটে ফেলতে বা অপসারণ করতে পারবে। এখানেও বেআইনিভাবে গাছ কাটলে এক বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৭১ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের গাছ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, বেআইনি গাছ কাটার শাস্তি ১ হাজার থেকে ৫ হাজার এবং এক সপ্তাহ থেকে এক বছরের কারাদণ্ড।

নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণামতে, পৃথিবীতে এখনো যে পরিমাণ গাছ টিকে আছে, তার সংখ্যা ৩.০৪ ট্রিলিয়ন। গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর ১৫.৩ বিলিয়ন গাছ কাটা হয়। গত ১২ হাজার বছরে পৃথিবীর ৪৬ শতাংশ গাছ চিরতরে নেই হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি গাছ আছে রাশিয়ায়। এর পরিমাণ ৬৪২-৬৯৮ বিলিয়ন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কানাডা। এখানে রয়েছে ৩১৮-৩৬১ বিলিয়ন গাছ। ব্রাজিলে আছে ৩০২-৩৩৮ বিলিয়ন গাছ। আমেরিকায় ২২২-২২৮ বিলিয়ন। চীনে ১৪০-১৭৮ বিলিয়ন। সবচেয়ে ঘন বন রয়েছে ফিনল্যান্ডে। বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। একটি দেশের ২৫ শতাংশ বন থাকার কথা থাকলেও বাংলাদেশে রয়েছে ৮ শতাংশের মতো। বাংলাদেশে শতবর্ষী গাছের মোট সংখ্যা এখনো জানা নেই। তবে কয়েক হাজার শতবর্ষী গাছ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু গাছ রয়েছে বিখ্যাত, যেমন—যশোর রোডের কড়ই, সিলেটের বট, ময়মনসিংহের শিমুল, ঢাকার ফুলার রোডের তেঁতুলগাছ ইত্যাদি। এসব গাছ থাকলেও তেমন রক্ষণাবেক্ষণ নেই। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় গাছ কাটার উৎসব তো লেগেই আছে। বর্তমান সরকার গাছ রোপণের ব্যাপারে অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। বন বিভাগ তথা সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হতে পারে এসব শতবর্ষী গাছকে রক্ষা করা। যেসব গাছ আমাদের ছায়া দেয়, অক্সিজেন দেয়, সেসব গাছ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তো আমাদেরই।

ড. বিভূতি ভূষণ মিত্র, পরিবেশবিষয়ক লেখক

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইনক
দোহার-নবাবগঞ্জ-কেরানীগঞ্জ-সাভার-ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত
SUNDAY, JULY 19, 2026
Heckscher State Park
Field number 3.
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730
বিশেষ আকর্ষণ
পিকনিক স্পটে বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল সরাসরি দেখানো হবে
বার্ষিক বনভোজন ২০২৬
সম্মানিত সুধী,
আসছে ১৯ জুলাই ২০২৬ রোজ রবিবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে
আহ্বায়ক
প্রধান সমন্বয়কারী
বি,এইচ,সাইফুর
সদস্য সচিব
যুগ্ম আহ্বায়ক
সমন্বয়কারী
কবির খান
যুগ্ম সদস্য সচিব
অনুষ্ঠান পরিচালনায় :
প্রধান পৃষ্ঠপোষক :
সার্বিক নির্দেশনায়: সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ
বাস ছাড়ার সময় ও স্থান :
সকাল ৮:০০ ঘটিকায়
72nd & Broadway Corner, Jackson Height
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: কার্যকরি পরিষদ ২০২৫-২০২৬
সভাপতি
সাধারণ সম্পাদক
দুলাল বেহেদু
সভাপতি
৬৪৬-৩৭৩-৭২৯২
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৪৬২-২৩৩২

কুমু

দিনা ফেরদৌস

সেই রাতটা ছিল ভয়ানক। বারান্দায় বসে একা বিড়বিড় করছিল কুমু, 'চিন্তা করো না মা, পলাশ বাঁচবে... কিন্তু আমি...'

কথাটা পিছন থেকে শুনতে পেয়ে কুমুর মা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন— কী বলছিস মা, তোর আবার কী হবে!

কুমুর মুখ, চোখ ঠান্ডা। ফিসফিস করে বলছিল, একটা শরীরই তো ওদের চাই...। পলাশ তুই বেঁচে থাকবি ভাই। আমি তোকে কিছুতেই মরতে দেবো না। আমরা সব সময় একসাথে থাকবো, খেলবো, গল্প করবো...

পরদিন সকালে কুমুকে ঘুম থেকে ডাকতে গেলে মৃতদেহটাই পাওয়া গেল। যে মেয়েটি আগের দিনও সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল।

পলাশ সুস্থ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। এদিকে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে কুমু আসলেই অভিশপ্ত ছিল। কেউ কেউ বলল, যাক এইবার অন্তত আরামে বাঁচা যাবে। কালকেরটা কালকে দেখা যাবে। আগে জেনে কোনো কিছু কী থামানো গিয়েছে এ পর্যন্ত? কেউ কেউ বলল, কুমু ছিল মানসিক রোগী। ওকে বিশ্বাস করতে যাবার দরকারই-বা কী ছিল! তবুও কেউ যেন সত্যটাকে অস্বীকার করতে পারছে না। যেখানে ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন পলাশের আর কোনো আশা নেই।

কুমু সেই ছোটবেলা থেকেই একটু অন্য রকম। একা একা কথা বলে নিজের মনে। কাউকে দেখেই বলতে পারে তার সাথে কী হতে চলেছে।

কুমুকে নিয়ে সব সময় অজানা ভয়ে আতঙ্কিত থাকতেন কুমুর মা। আশেপাশের অনেকের মতো কুমুর বাবারও ধারণা ছিল তার মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ। মেয়েকে মানসিক ডাক্তার দেখাতে হবে বলে কয়েকবার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টও নিয়েছিলেন কুমুর বাবা। কুমুর মা রাজি নন। তার এক কথা, যদি বাইরে জানাজানি হয়ে যায় কুমুকে পাগলের ডাক্তার দেখানো হয়েছে, তাহলে ভবিষ্যতে মেয়ের বিয়ে-শাদী দিতে সমস্যা হবে।

তেরো বছরের কুমু সাধারণ জীবনযাপন করলেও অনেকের ধারণা তার ভেতরে অদ্ভুত কোনো শক্তি কাজ করে, যার কারণে সে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। কারো বিয়ের আয়োজন চলছে। সবাই আনন্দ-ফূর্তিতে ব্যস্ত। হঠাৎ কুমু বলে বসল, 'এই বিয়েটা হবে না।' প্রথমে সবাই এ নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করলেও শেষ মুহূর্তে দেখা গেল বিয়েটা ভেঙে গিয়েছে।

পাশের বাড়ির ছেলে মাখন। কুমুর বয়সী। ক্লাস সেভেনে পড়ে। কুমু, পলাশ ও মাখন একই স্কুলে যায়। খেলাধুলাতে বেশ ভালো মাখন। স্কুলের জুনিয়র ফুটবল টিমে খেলার জন্যে সবাই তাকে চেনে। সব সময় প্রথম স্থানে থাকে মাখন। ফাইনাল খেলার দিন স্কুলে যাবার সময় রাস্তায় কুমু মাখনকে বলে, বাড়ি ফিরে যেতে। ফাইনাল খেলা ছেড়ে মাখন কোনোভাবেই যাবে না।

সেদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে কুমুকে বেশ অস্থির লাগছিল। মা জিজ্ঞেস করতেই কুমু বলেছিল, খেলা শেষে মাখন আর স্কুল থেকে বেঁচে ফিরবে না মা। কথাটি শুনেই মা ধমক দিয়েছেন কুমুকে।

বিকেলে হঠাৎ চারপাশে মানুষের শোরগোল শুনে কুমুর মা ঘরের বাইরে বের হলে জানেন লোকজন বলাবলি করছে, স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে রাস্তা পাড়ি দেবার সময় দুর্ঘটনায় মাখন মারা গেছে। কুমুর মা জানতেন ঠিক কিছু একটা ঘটবে মাখনের সাথে। বাইরে থেকে এসেই কষে কুমুর গালে থাপ্পড় লাগান। আর বলেন, যা হবার হবে, তুই আর কখনো মুখ খুলবি না। আর যদি সত্যিই কিছু জেনে থাকিস আগে থেকে, তবে এখন থেকে উল্টোটা বলবি। না হলে চুপ থাকবি। মায়ের কথা শুনে সেদিন কুমু চুপ হয়ে গিয়েছিল।

চারপাশে মানুষের শোরগোল শুনে কুমুর মা ঘরের বাইরে বের হলে জানেন লোকজন বলাবলি করছে, স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে রাস্তা পাড়ি দেবার সময় দুর্ঘটনায় মাখন মারা গেছে। কুমুর মা জানতেন ঠিক কিছু একটা ঘটবে মাখনের সাথে।

এর মধ্যে কুমুর দুই বছরের ছোট ভাই পলাশ হঠাৎ করে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে। কঠিন জ্বরের সাথে মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে কয়েকদিন ভালো থাকে তো আবার অসুস্থ হয়ে যায়। হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয় পলাশকে। ডাক্তাররা জানিয়ে দিলেন রোগটা অনেক দূর গিয়েছে, আর আশা নেই।

কুমুর মা কাঁদতে কাঁদতে কুমুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই তো সব আগে জানতে পারিস মা। বল তো, তোর ভাই বাঁচবে কি না? কুমুর চোখ তখন স্থির। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে— কেঁদো না মা, যে করেই হোক আমি কথা দিচ্ছি, পলাশ বাঁচবে। কুমুর মা চিৎকার করে সবাইকে বললেন, আমার মেয়ে বলেছে পলাশ বাঁচবে। আমার পলাশ বেঁচে ফিরবে। কুমুর কথা মতো পলাশকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

কুমু ভাইকে না দেখে ঘরের পিছনের বারান্দায় একা একা বসে বিড়বিড় করছিল। সেদিন রাতে কিছু না বলে নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়ে কুমুর মা শুনতে চেষ্টা করছিলেন কুমু একা একা কী বলে। 'চিন্তা করো না মা, পলাশ বাঁচবে, কিন্তু তার বিনিময়ে আমি চলে যাবো।'

পলাশ বেঁচে যায়, বড় হয়, কিন্তু হারিয়ে ফেলে কথা বলার ক্ষমতা। অন্ধকার রুমে একা একা কী যেন বিড়বিড় করে নিঃশব্দে।

অনেকের ধারণা পলাশের মধ্যে কুমুর আত্মা ভর করে আছে। কেউ কেউ বলেন, দূর থেকে এই বাড়ির আশেপাশ দিয়ে বারো-তেরো বছরের একটি মেয়েকে হেঁটে যেতে দেখেছেন। আবার কাছে যেতে যেতে দেখেছেন বাতাসে মিলিয়ে যেতে। এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে কুমুর মা কিংবা বাবা কেউই এমন কিছু দেখেননি। কিন্তু আজ যখন গোসল থেকে বের হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল পলাশ, পিছন থেকে পলাশের রুমে ঢুকতেই আয়নার মধ্যে মনে হলো তিনি সেই তেরো বছরের কুমুকেই দেখছেন।

অপূর্ণ বর্ষা

জি বি এম রুবেল আহম্মেদ

বর্ষাকাল। চারিদিকে ঘন কালো মেঘের ঘনীভবন। সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। আকাশ যেন তার সমস্ত সঞ্চিত জল একদিনেই ঢেলে দিতে বদ্ধপরিকর। এদিকে আকাশ সাহেবের কলেজে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। সকাল দশটার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে। বাসা থেকে কলেজের দূরত্ব প্রায় আধা ঘণ্টার পথ। রেইনকোট গায়ে চাপিয়ে সাড়ে নয়টায় বাইক নিয়ে রওনা হলেন তিনি। রাস্তা ভিজে পিচ্ছিল। মাঝেমধ্যে তীব্র বজ্রপাত— মনে হয় যেন মাথার ওপরই আকাশ ভেঙে পড়ছে। তবুও দায়িত্ব আর অভ্যাসের টানে এগিয়ে চলা থামে না।

আকাশ সাহেব গাড়ি চালাচ্ছেন আর ভাবছেন, প্রতিদিনের মতো আজও হয়তো কলেজ গেটে অপেক্ষা করছে মিস ঊর্মি। আকাশ সাহেব ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক, আর মিস ঊর্মি বাংলা বিভাগের। দুজনেই এ বছর বিসিএস থেকে কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। মাত্র ছয় মাসের পরিচয়— অথচ সেই পরিচয়ের ভেতরেই জন্ম নিয়েছে এক গভীর ভালো লাগা। ধীরে ধীরে তা পরিণত হয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসায়। বিষয়টি দুই পরিবারই জানে এবং সম্মতিও রয়েছে। এখন শুধু একটি সুন্দর দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার অপেক্ষা— তারপরই শুরু হবে তাদের নতুন জীবনের পথচলা।

কিন্তু সেদিন সকালে ঊর্মি কলেজে যায়নি। আকাশ ভেবেছিলেন— হয়তো বৃষ্টির জন্য দেরি হচ্ছে। ক্লাসের ফাঁকে কয়েকবার ফোন দিলেন। ফোন বন্ধ। একটু অস্বস্তি হলো। দুপুরে খবর এল, ঊর্মির বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ক্লাস শেষে ছুটে গেলেন হাসপাতালে।

হাসপাতালের করিডোরে ভেজা শাড়ি পরে বসে আছে ঊর্মি। চোখ দুটো লাল। আকাশকে দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল— 'বাবা খুব অসুস্থ! ডাক্তার বলেছে দীর্ঘ চিকিৎসা লাগবে।'

আকাশ পাশে বসে বললেন—

'চিন্তা করো না। আমি আছি।'

ঊর্মি মৃদু হেসেছিল। কিন্তু সেই হাসিতে কোনো আলো ছিল না। দিন যেতে লাগল। ঊর্মি বদলে যেতে লাগল। ফোন কম, কথা কম।

একদিন দেখা করে বলল— 'আকাশ, আমি বিয়ে করতে পারব না।'

আকাশ অবাক— 'কেন?'

ঊর্মি নিচের দিকে তাকিয়ে বলল—

'আমার সংসার এখন বাবাকে নিয়ে। ছোট দুই বোন। আমি কাউকে বেঁধে রাখতে চাই না। তাছাড়া তুমি জানো আমার ভাই নেই। সংসারের বোঝা আমার ওপর।'

আকাশ অনেক বোঝালেন—'আমরা একসাথে সামলাব।'

ঊর্মির একই কথা—'সব ভালোবাসার পরিণতি সংসার হয় না। কিছু ভালোবাসা দায়িত্বের কাছে হেরে যায়।'

সেদিনই শেষ দেখা।

কয়েক মাস পর ঊর্মি বদলি নিয়ে নিজ জেলা গাজীপুরে চলে যায়।

বহু বছর কেটে গেছে। এখনো বর্ষার দিনে কলেজে যেতে যেতে আকাশ সাহেব মাঝে মাঝে গেটের দিকে তাকান। মনে হয়, ভেজা শাড়ি পরে কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেখানে কেউ থাকে না। শুধু বৃষ্টি পড়ে। খোলা জানালায় বসে সবুজ ঘাসে বৃষ্টি পড়া দেখছেন। জানালার পাশে বসে প্রকৃতিতে বৃষ্টির শব্দ শুনছেন তিনি। হাতে এক কাপ দুধ চা। চায়ের কাপে ধীরে চুমুক দিতে দিতে ভাবেন— কিছু গল্পের শেষ অধ্যায় লেখা হয় না। তবু একদিন গল্প শেষ হয়ে যায়।

সব ভালো লেখা কালজয়ী নয়

আরজাত হোসেন

ভালো লেখা আর কালজয়ী লেখা এই দুটো এক জিনিস নয়। তাহলে ভালো লেখা কী, কালজয়ী লেখা কী?

অনেক ছড়াকার খুব ভালো লেখেন, ভালো প্যাটার্ন দেন। ছন্দ, মাত্রা, তাল, লয়, রূপক, অন্ত্যমিল এমনকি খুব ভালো অনুপ্রাসও প্রয়োগ করেন। কিন্তু অবাক বিষয় হচ্ছে, এই লেখা অত্যন্ত সুপাঠ্য হলেও তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভালো লাগে।

কেন এমন হয়? কারণ লেখার আগে স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে না। এটি অনেকটা ছয় কিলোমিটার পথের স্লিপার বাসের মতো!

তাহলে কালজয়ী লেখা কীভাবে সৃষ্টি করব? প্রতিষ্ঠিত কবিরা কীভাবে কালজয়ী ছড়া, কবিতা লিখেছিলেন?

ধরুন আপনি কোনো একটি ঘটনা লিখলেন— কিন্তু কবি সেখানে ঘটনার রহস্য, সমাধান, অপকার ও উপকার লিখেছেন। ফলস্বরূপ আপনার লেখাটি শক্তিশালী, কিন্তু কবির লেখাটি কালজয়ী। অর্থাৎ, যদি একজন লেখক শুধু ঘটনা লেখেন, লেখাটি সময়ের সঙ্গে পুরোনো হতে পারে। কিন্তু যদি সেই ঘটনার ভেতর থেকে মানুষের চিরন্তন সত্য, ন্যায়, স্বাধীনতা, ভালোবাসা, ভয়, আশা বা মর্যাদার কথা তুলে আনেন, তাহলে সেই লেখা বহু প্রজন্ম বেঁচে থাকতে পারে। সমসাময়িক রাজনীতি বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ওপর লেখা ছড়া, কবিতা বা গান খুব শক্তিশালী হতে পারে। তা মানুষকে আন্দোলিতও করতে পারে। কিন্তু সেগুলোর অনেকগুলোই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

আধুনিক কবিগণ অনেকটা ধৈর্যহীন। লেখার প্যাটার্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকলে লেখা শুধুমাত্র সুপাঠ্য হবে, কিন্তু কখনো কালজয়ী হতে পারবে না। কালজয়ী হওয়ার জন্য একটি লেখাতেই ব্যয় করতে হয় অনেক সময়। তাই নিজের লেখা অনন্ত সময় ধরে টিকিয়ে রাখতে প্রতিটি লেখায় দিতে হবে যথেষ্ট পরিমাণ সময়, ভবিষ্যতের প্রাসঙ্গিকতা এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক।

কেন বর্তমান কবিগণ কালজয়ী লেখা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ?

•সমসাময়িকের উপর নির্ভরতা: কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা বা বিতর্ককে কেন্দ্র করে লেখা শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু যদি তা বৃহত্তর মানবিক অভিজ্ঞতায় পৌঁছাতে না পারে, তবে সময়ের সঙ্গে তার আবেদন কমে যায়।

•কবিতায় চমক পঙক্তি অনুপস্থিত: কখনও কখনও চমক, স্লোগান, উক্তি, প্রবাদ ইত্যাদি কবিতায় অনুপস্থিত থাকায় কবিতা কম টিকে থাকে।

•দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত প্রকাশের সুযোগ থাকায় অনেক লেখা দীর্ঘ সময় ধরে ঘষেমেজে তৈরি হয় না। বরং লেখার মান যাচাই না করতেই তা প্রকাশে ব্যস্ত হয়।

•ধৈর্যের অভাব: অনেক ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম বহুবার সংশোধিত হয়েছে। আজকের দ্রুতগতির প্রকাশসংস্কৃতিতে সেই প্রক্রিয়া কম দেখা যায়।

সাধারণ ভালো লেখা এবং কালজয়ী লেখার মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

একটি সাধারণ ভালো লেখা একটি নির্দিষ্ট সময়কে ভালোভাবে প্রকাশ করে, সমসাময়িক পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে , একটি ঘটনা বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হতে পারে, পড়ে ভালো লাগে, জনপ্রিয়তা দ্রুত আসতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে গুরুত্ব কমে যেতে পারে।

অন্যদিকে, কালজয়ী লেখা সময়কে অতিক্রম করে, বহু প্রজন্মের পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক থাকে, ভেতর থেকে মানুষের চিরন্তন সত্য তুলে আনে, বারবার পড়লে নতুন অর্থ আবিষ্কার হয়, স্বীকৃতি পেতে অনেক সময়ও লাগতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে গুরুত্ব আরও বাড়তে পারে।

আমরা যখন কোনো লেখা লিখতে যাব, তার আগে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে হবে। কী করলে একটি লেখা সময়কে অতিক্রম করবে? কীভাবে আগামী প্রজন্মেও লেখাটি প্রাসঙ্গিক হতে পারে? এই লেখাটির অর্থ কি শুধু একটি মাত্র ঘটনাকে উল্লেখ করে, নাকি এর ভিতরে রাখতে হবে ঘটনার উত্তর এবং এর ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া?

এসব বিষয় মাথায় রেখে যখন একটি ছড়া বা কবিতা লেখা হবে, তখন সেই লেখাটিই হতে পারে কালজয়ী। তা ছাড়া লেখার ক্যাটাগরির ওপর নির্ধারণ করে কোন লেখাতে কী কী প্রয়োগ করতে হবে।

একটি ছড়ার উদাহরণ দেওয়া যাক।

একটি ছড়ায় কেবলমাত্র ছন্দ, মাত্রা, অন্ত্যমিল, রূপক— এগুলো থাকলে হবে না। ছন্দের পাশাপাশি রাখতে হবে পাঠকের চাহিদা, কোন শ্রেণীর পাঠকের জন্য লিখছি, ভবিষ্যতের সাথে প্রাসঙ্গিক হবে কিনা। ছড়ার ক্ষেত্রে কোন বয়সীদের জন্য লিখব তা মাথায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর বয়স অনুযায়ী সহজ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। জটিল বাক্য ও দুর্বোধ্য শব্দ এড়িয়ে চলতে হবে। পড়লে যেন মুখে লেগে থাকে। শুনলেই শিশুর মুখে মুখে ফিরতে পারে এমন লয় থাকা দরকার। সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে ছড়াটি থেকে শিশুর কী উপকার হবে। শুধু ছন্দ বা তালের মাধ্যমে শিশুকে আন্দোলিত করাই কি প্রধান উদ্দেশ্য? নাকি একই সাথে শিশুর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত রাখতে হবে? ছড়ায় অবশ্যই শিশুর আনন্দ ও শিক্ষার বিষয় উপস্থিত থাকা অত্যাবশক।

তাই আমাদের কালজয়ী লেখা সৃষ্টির লক্ষ্যে এগোতে হবে। লেখাকে সংশোধন, পরিমার্জন ও আত্মসমালোচনার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। তাৎক্ষণিকতার সংস্কৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা, তাই এটি পরিহার করতে হবে। সমসাময়িক ঘটনায় অতিরিক্ত নির্ভর করা যাবে না। ভাইরাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিতে হবে। ভাষার প্রতি যথেষ্ট সাধনা করতে হবে। লেখার চেয়ে বেশি পড়তে হবে। দ্রুত স্বীকৃতি পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে। গভীর জীবন-উপলব্ধি করতে হবে।

সবসময় মাথায় রাখতে হবে— আমি কি সময়ের খবর লিখছি, নাকি মানুষের চিরন্তন সত্য লিখছি? আমার ভাষা কি শুধু তথ্য বহন করছে, নাকি শিল্পও সৃষ্টি করছে? লেখাটি কি আজকের জন্য, নাকি আগামী প্রজন্মও এতে নিজেদের খুঁজে পাবে? আমি কি দ্রুত প্রকাশের জন্য লিখছি, নাকি দীর্ঘস্থায়ী মানের জন্য লিখছি?

এসব বিবেচনা করেই আমাদের প্রত্যাশা রাখা উচিত, আজকের সাহিত্য হবে আগামী দিনের সোনার মুকুট।

কবিতার এক পাতা

মহাকবি কালিদাসের ‘মেঘদূতম্’ এবং ‘ঋতুসংহারম্’ কাব্যে ধরা আছে বর্ষা ঋতুর অপরূপ বর্ণনা! ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেও আছে বর্ষাবন্দনা। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তো প্রকৃতি পূজারী! বর্ষা ঋতুকে নিয়ে তাঁর ছিল বিশেষ আবেগ! স্বদেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে থাকা কবিরা বর্ষাকে নিয়ে আজ কি ভাবেন, তার কিছু নমুনা ‘কবিতার এক পাতা’ জুলাই সংখ্যায় ধরা থাকলো। আপনাদের ভালো লাগবেই, এ প্রত্যয় আমার আছে! এক বুক ভালোবাসা আপনাদের জন্যে!—**ফারুক ফয়সল**

ছায়ালিপি

বিমল গুহ

বাইরে অঝোর ধারা ঝুম বরিষণ
কাঁটাঝোপে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সকালের রোদ
ঘনমেঘ গিলেছে সময় সূর্যালোক, গিলেছে প্রকৃত বিবরণ ।
জানালার কাচে দূরে মগ্ন ছায়াপথ
এখনো যে-পথে ওড়ে প্রাগৈতিহাসিক রাজহাঁস ঝাঁকে ঝাঁক;
প্রবল বর্ষণে তার শুভ্র পাখা থেকে
ঝরে পড়ে অপসৃত স্মৃতির পালক আমাদের চেনা আঙিনায়?

সতুমি কি এখনো হাঁটো ছায়াঘন পল্লবের নিমগ্ন আড়ালে
একা একা ঝুম বরিষণে?
ধারাজল মুছে দেয় পায়ের নিভৃত কারুকাজ
শোনো কান পেতে দূর মেঘের মল্লার
— আরও বৃষ্টি হবে ;
এ বৃষ্টি মাথায় তুলে কী করে এগোবে ওই পথ?
অঝোর বৃষ্টির ধারা লেখে ছায়ালিপি বিস্তীর্ণ পাতায় ধারাক্রমে?

দশ বছর আগের এক বরষায়

শামীম আজাদ

সে ছিল এক বেঘোর বর্ষামাস, মাসের শিশিতে বেদনার শেষদাগ
কোমরের কাছে কী ব্যথা টনটনে,কাপের তলায় কুচুটে কফির রাগ।
আনত নয়নে তরকারী করা হাতে, নীল-কেঁচো আর লাল কীট যত ছিল
হোমলেস এক হিয়ার বেদনা হয়ে, উদাম বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরছিলো ।
দূরের গীর্জাটি বর্ষার জলে ভিজে, থোকায় থোকায় ছাড়ছিল নিঃশ্বাস
বিরহ-মাপের কবিতার কার্পেটে, ভেজা বালিশটি দেয়নি কোনই ছাড়।

আমার কবিতার মেটামরফিক হাওয়া, বদলে দিয়েছিল পিরানী হবার কাল
নারী ও নাড়ির যে আবেগ নির্মোহ, তাতেই এনেছে বর্ষা ব্যথা যত দূর্বহ।

বৃষ্টি দিনের স্মৃতিলিপি

ফারুক ফয়সল

ঝুম বৃষ্টিতে তুমুল আনন্দে ভিজেছিলাম একবার,
সয়নি কপালে সে সুখ! দিন কতক পড়েছিলাম জ্বরে;
বড় সুখের ক’টা দিন! মায়ের মমতা ও পরিবার নিয়েছিলাম চিনে!

একবার বেহিসাবী সময় দাপিয়েছি পুকুরের জলে,
আকাশ ছুঁড়েছিল তার জলের তীর আমার চোখে মুখে;
প্রজাপতি-সাঁতারে বর্ষাবিদ্ধের সে আনন্দ আজো বয়ে বেড়াই বুকে!

কিছু ইলিশ খিচুড়ি, বেগুন ভাজা মধ্যাহ্ন ভোজ আছে সঞ্চয়ে
জলের কণাদের চুমুর আদর চোখে-মুখে সয়ে,
আরণ্যকের পাতা উল্টে গেছি, শংকর পড়ে জন অরণ্যে নিজের ভবিষ্যৎ খুঁজেছি!

শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণে আঁধার রাতে আকাশ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায়!
হ্যারিকেনের কাঁপা আলোয় গা ছম ছম, হাতে ধরা কালোভ্রমর;
হঠাৎ নাকে তামাকের গন্ধ, দ্রুত সরে যায় হ্যাট পরা কিরীটী রায়!

বছরে নয় মাস শীতের দেশে বর্ষা ঋতু নেই,
কাচের জানালার ওপারে ভাসমান তুষার-তুলার নাচন;
কদম ফুল হাতে অপেক্ষমান প্রেমিক দেখিনা, নেই প্রেমিকার হৃৎকম্পন!

ছত্রিশ বছর, আজো শ্রাবণে জলভরা ধানের ক্ষেতে সমস্বরে ব্যাঙ হাঁকে,
রবিশঙ্করের সেতারে ‘রাগমেঘ’ হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকে!

মেঘবীজ

শিহাব শাহরিয়ার

বৃষ্টি নামলেই আমরা কুমড়ো ফুলের ভাজি খাব
ফুলের হলুদ আর মায়াবী বৃষ্টির শাদারা এক হয়ে
অনন্তদের ভিজা উঠোনে কদমের পাপড়ি ছড়াবে

আমরা তাকাবো ঈশ্বরগঞ্জের বালিকা-বৃষ্টির দিকে
তাকাবো টিনের চালে, টানা বৃষ্টির শব্দ-ভ্যালিতে

বর্ষারূপে চোখ রেখে দেখব রবীন্দ্রনাথের নাগর
দেখব টপটপ বৃষ্টিজলে ফুলছে কুমারী ইছামতি
২.
একদিন আমরা মেঘবীজের সংজ্ঞা খুঁজে পাব
বারান্দা চোখে দেখব বেত্রবাগান, নিদ্রা-দুপুর
তপ্ত নগর টাই-শার্ট, বুয়েন্স আয়ার্সের কড়ারোদ
যুবকের পকেটের বৃষ্টিফোঁটা আর রিকশা-জীবন

আচ্ছা বৃষ্টি কি কামুক শরীর? দখল করে শাড়ি!
আমাদের কি একটি সর্দি জীবন থাকা প্রয়োজন?

সমূহস্বপ্নচোখ ভিজবে কি কুইবেক অথবা সাজেকে?

দিওতিমা

মোস্তাক আহমাদ দীন

হিজলতলে দাঁড়িয়েছিলে তুমি
তোমার মুখে পাতার মতো আলো,
যেমন রূপে বৃষ্টি নামে পথে
একটু ওড়ে, একটু বাসে ভালো।

তোমার মুখ আড়াল করে দ্বিধা
যেন জটিল অংকে ফেঁসে আছ,
রেলগুমটি, একটুখানি ছায়া—
আড়ালটুকু নিয়েছ ভালোবেসে।

তবু হঠাৎ ঝড়-ঝাপটা এলে
উড়বে জানি খড়ের রূপে প্রিমা
তোমায় পাব আমার মনোভূমে
আড়ালপ্রিয় আমার দিওতিমা।

তারপর আর বর্ষা আসেনা

আদিত্য শাহীন

তারপর আর বর্ষা আসেনা, শুনি মেঘ আসে
বৃষ্টির মতো কিছু একটা ঝরে ঋতুঘরের তুমুল তাগিদে
কিন্তু বর্ষা আসে না, নতুন পানিতে তীব্র লাফায় না
তিতপুটি মলা ডানকানার ঝাঁক, চারো বসানো
সাদা-কালো দুপুরে নড়ে ওঠে না যৌবনের পাটক্ষেত

বর্ষা ঠিকই আসে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে যায় মেঘের থু থু
মাটির চাপা ঘাম নিয়ে গোপন মাথাব্যথা জমে ওঠে
পৃথিবীর সব অনুর্বর মাঠে, দৌড়ে ঘরে ওঠে দিকহারা ছাগল

বর্ষা মানে আনকো পানিতে হারিয় যাওয়া দুল
বর্ষা এখন মেঘের মতোই কালচে ছাদের জল
বর্ষা মানে ভুল।

আটলান্টায় বৃষ্টি

মনিজা রহমান

আমি লিখতে চেয়েছিলাম
জর্জিয়া সফরের দিনলিপি। প্রতিদিন।
অ্যাকুরিয়ামের নীল জল
সিভিল রাইটস মিউজিয়ামের মুখর দেয়াল,
অলিম্পিক স্টেডিয়ামের রোদ-ছায়া।

চুপ-শহরের কাছে পাতা-বাতাসে বসেছিলাম
বাড়ির পেছনে,
উদ্বাহু গাছের ডালে ডালে মেঘের ছোঁয়া-ছুয়ি।
হঠাৎ বৃষ্টি এল।
আনচান বৃষ্টির ভেতরে দূরে গাড়ি নয়, যেন ছুটে চলেছে হাইওয়ে।

মনে হল, দূরত্ব আসলে মানচিত্রে থাকে, স্মৃতিতে নয়।

বৃষ্টির ফোঁটায় ভেসে উঠল টিনের চাল,
কলংকহীন কচুর পাতা, কাদামাটির উঠোন,
জানালায় নিরবে বসে থাকা একাকী বিকেল।

ভ্রমণের সবচেয়ে গভীর স্মৃতি চোখের ভেতরে থাকে না
কোনো অ্যালবামেও নয়।
কখনো কখনো এক পশলা বৃষ্টিই
হাজার মাইল দূরের দেশকে চুপচাপ
ফিরিয়ে আনে মাগরিবের ওয়াক্তের মত।

অমীমাংসিত বর্ষা

লোপা মমতাজ

এই মধ্যরাতে তোমার বুকের ভাঁজে হাত রাখতে গিয়ে
হঠাৎ বৃষ্টির মতো কার মুখ ভেসে ওঠে মনে!

তখন ভরা বর্ষা। নদী, ভাঙা মেঘ আর পাহাড়ি স্রোতের
ভিতর হয়তো তলিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। এক বিস্মৃত
প্রেমিক আমাকে তুলে এনেছিল ডুবে যাওয়া জল থেকে।

ভয়ে কাঁপছিলাম। সে বুকে চেপে ভয়ের কাঁটাগুলো
একে একে খুলে দিচ্ছিল। ভেজা শরীরের সমস্ত কাঁপুনি
আমি তার ঠোঁটে রেখে আসছিলাম।

তার শরীর থেকে ভেসে আসত বৃষ্টি, নদী, পাহাড় আর বুনো ঘাসের গন্ধ!

তারপর একদিন নগরের বৃষ্টির ভিড়ে সে মিলিয়ে গেল।
ঠিকানা নেই। ফোন নম্বরও বন্ধ। কত বর্ষা পেরিয়ে গেছে।
তবু সেই উষ্ণতা এখনও নিভে না।

কিছু বিস্ময়, কিছু প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত...

শুভ উদ্বোধন
Jol Khabar
A TASTE OF INDIA
JOL KHABAR
INDIAN RESTAURANT & SWEETS
তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৬
সময়: দুপুর ২:৩০
প্রধান অতিথি: জনাব এম এম শাহীন
বাংলাদেশী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং প্রবাসী বাংলা সংবাদপত্র ঠিকানা এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
ঠিকানা টিভির কর্নধার
ঠিকানা'র সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
সাবেক সংসদ সদস্য, জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ।
حلال
HALAL
উদ্বোধন উপলক্ষে সকল প্রকার খাবারে
মাসব্যাপী (১৬ আগস্ট পর্যন্ত)
১৫% ডিসকাউন্ট
পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং-সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের
খাবারের অর্ডার নেয়া হয়।
অর্ডারের জন্য কল করুন
718-880-1020
168-01 Jamaica Ave, NY 11432
646-209-5851, 516-708-7072

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

CENTERLIGHT Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

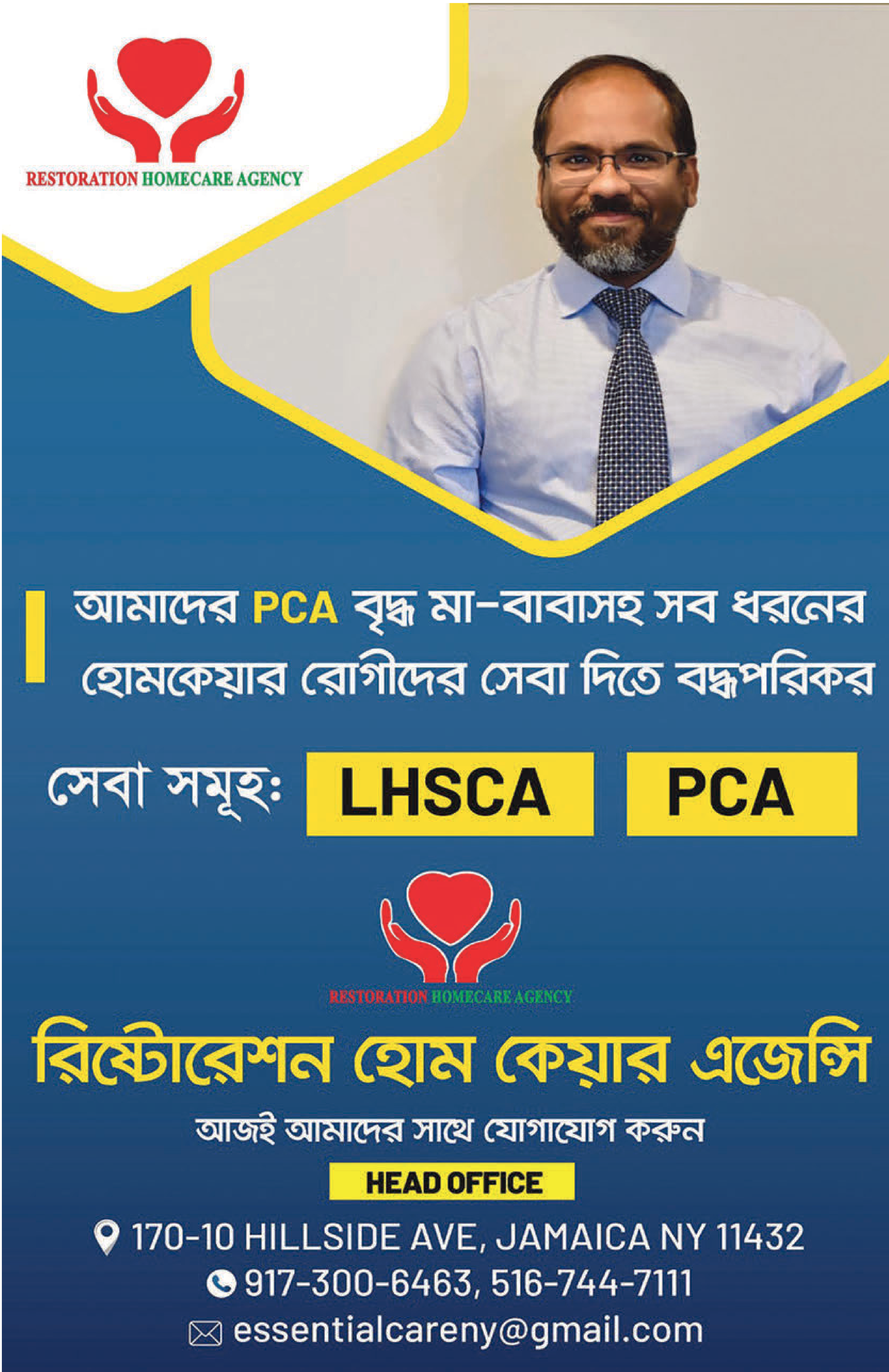
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহ:
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 16 July 2026, 10th Year, Issue 487

বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই ২০২৬, ১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৭

১১ জুলাই সন্ধ্যায় নিউজার্সিতে ভারতীয় উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

নিউইয়র্কে বেকারত্ব ভাতা জালিয়াতি তদন্তে ‘স্ট্রাইক টিম’

বিশেষ প্রতিনিধি

বেকারত্ব বীমা (Unemployment Insurance) কর্মসূচিতে ব্যাপক জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগে নিউইয়র্কে একটি বিশেষ ফেডারেল তদন্তকারী দল বা "স্ট্রাইক টিম" মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ (U.S. Department of Labor)। বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, এই জালিয়াতির কারণে করদাতাদের প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ লাখ ডলার ক্ষতি হচ্ছে।

নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রম বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়ের (Office of Inspector General) তদন্তকারীদের নিয়ে গঠিত এই দল প্রতারণামূলক বেকারত্ব ভাতার দাবি শনাক্ত করবে, আত্মসাৎ হওয়া সরকারি অর্থ উদ্ধারে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে ফৌজদারি মামলা দায়ের করবে।

শ্রম বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অ্যান্থনি ডি'এসপোসিতো বলেন, চুরি হওয়া করদাতাদের অর্থ উদ্ধার এবং জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় আনাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। তিনি জানান, ভারপ্রাপ্ত শ্রম সেক্রেটারি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

সুরের সম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলের প্রতি ভালোবাসা

রোকেয়া দীপা

নিউজার্সির এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যা। বাইরে বিশ্বকাপের উত্তেজনা, চারপাশে নানা ব্যস্ততা। কিন্তু ১১ জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় একদল সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ ছুটে এসেছিলেন অন্য এক আনন্দের সন্ধানে—সুরের জাদুকরী, ভারতীয় উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

সন্ধ্যা ৬টা থেকেই বাঙালি ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ইসরায়েলের বিপক্ষে ভোট শতাধিক আইনপ্রণেতার

মার্কিন সামরিক সহায়তা

ট্রাম্পের সমালোচক হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকান টমাস মাসির আনা সংশোধনীর ভোটে এই চিত্র দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলে কোটি কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা বন্ধ করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) শতাধিক ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা। গতকাল বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচক হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকান প্রতিনিধি টমাস মাসির আনা একটি সংশোধনীর ভোটাভুটিতে এই চিত্র দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি পাস হতে ব্যর্থ হলেও, এটি ইসরায়েল ইস্যুতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরে বাড়তে থাকা নীতিগত বিভাজনকে প্রকাশ্য রূপ দিয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বিশ্বকাপ

আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি

বাংলাদেশকে ধন্যবাদ দিল আর্জেন্টিনা

রানা আব্বাস

ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে ঘিরে বাংলাদেশের উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা এখন আর বোধ হয় কোনো ফুটবলপ্রেমী আর্জেন্টাইনের কাছেই অজানা নয়। এবারের বিশ্বকাপের কথাই বলি, এখন আর ভেঙেচুরে পরিচয়ও দিতে হয় না। কোথাও বাংলা কথা শুনলেই আর্জেন্টাইনরা দ্রুত বুঝে ফেলে ‘বাংলাদেশের মানুষ’। তারা এগিয়ে আসে, ‘বাংলাদেশ-আর্জেন্টিনা ভাই-ভাই’ বলে বুকে জড়িয়ে ধরে। নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য অনুযায়ী নাচে, গায়, উচ্ছ্বাস করে।

২০২৬ বিশ্বকাপ প্রায় শেষ দিকে। বিশ্বকাপের এ যাত্রায় বাংলাদেশের দর্শকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রে কাভার করতে আসা বাংলাদেশি সাংবাদিকেরা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দল দুটিকে মূলত বেশি অনুসরণ করেছে। ফাঁকে ফাঁকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল, কিলিয়ান এমবাপ্পেদের ফ্রান্স কিংবা হ্যারি কেইনদের ইংল্যান্ডের ম্যাচ কাভার করা। তবে ব্রাজিল শেষ ষোলোয় বাদ পড়ায় আর্জেন্টিনার পথটাই বেশি অনুসরণ করা হয়েছে বিশ্বকাপ কাভার করতে আসা বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমকে।

কানসাস সিটিতে আর্জেন্টিনা দলের বেসক্যাম্প থেকে শুরু করে তাদের সংবাদ সম্মেলন, মিক্সড জোন, অনুশীলন, ম্যাচ, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া—এত বেশি কাভার করা হয়েছে, আর্জেন্টাইন সাংবাদিকদের কাছে বাংলাদেশের অধিকাংশ সাংবাদিকই যেন পরিচিত মুখ। তাঁরা বড় আগ্রহভরে শুধু জানতে চায়, প্রায় ১৭ হাজার কিলোমিটার দূরের একটা দেশ, যারা নিজের মতো করেই ধারণ করেছে আকাশি-সাদা জার্সিকে—কেন? বাংলাদেশের অনেক মানুষ কেন আর্জেন্টিনাকে এত পছন্দ করে, সমর্থন করে?

এই ভালোবাসার স্বীকৃতি ২০২২ বিশ্বকাপেই পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৬ বিশ্বকাপে যেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

Law Firm of Farhan Aryan P.C
+1 (844) 343 2529 Ext: 101
(Attorney and Counsellor at Law)
State of New York and Federal District Court
আপনার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা আছি আপনার পাশে...
আমাদের সেবা সমূহ
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● পার্সোনাল ইনজুরি ● ল্যান্ডলর্ড এন্ট টিন্যান্ড
72-85 Broadway, office #213, Jacksons Heights, NY 11372

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি • IMMIGRATION
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat
Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
INDIVIDUAL TAX RETURN
CORPORATE TAX RETURN
SMALL BUSINESSES TAX RETURN
SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
PAYROLL
W2S, 1099S
FINANCIAL STATEMENT
SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE 2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462
LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY | FLYER
E-MAIL PRINT | A-SIGN
BANNER | CARGO
MONEY TRANSFER | FEDEX/UPS
BUSINESS CARDS | CELL PHONE
CUSTOM T-SHIRT | MUG PRINTING
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com